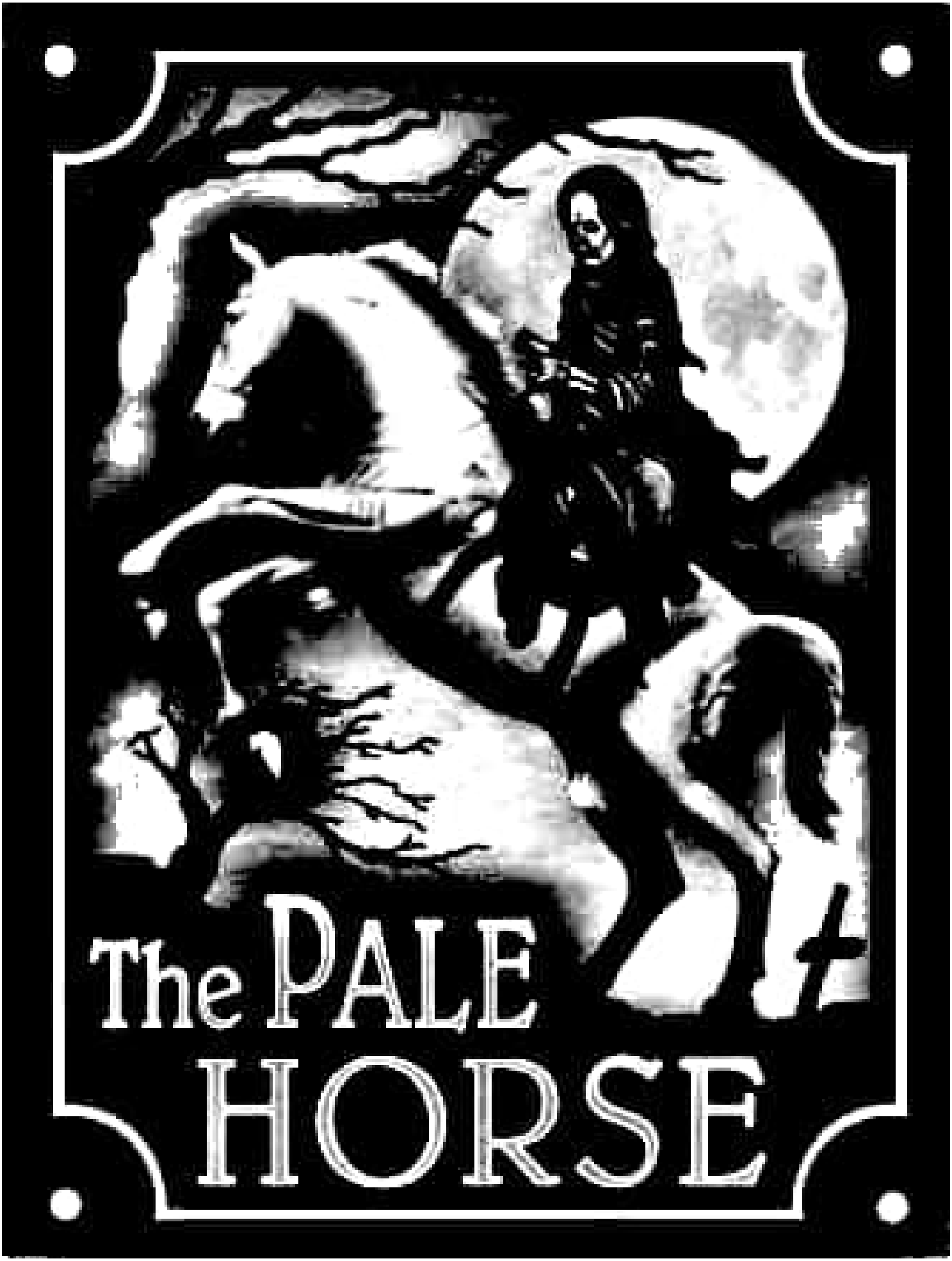

Scanned by CamScanner

দি পেল হর্স

মার্ক ইস্টারব্রুকের মুখবন্ধ

পেল হর্সের ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করার দুটো পদ্ধতি আছে। হোয়াইট কিং অর্থাৎ শ্বেত রাজার অনুশাসনে থাকাতে সরলতা লাভ করা কঠিন কাজ। শুরু থেকে সমাপ্তির দিকে যাওয়া এবং থামা এটা কেউ জানে না। কেন না এর শুরু কোথায়?

সে কাজ এত কঠিন যে একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়, ইতিহাসের কোনো একটা বিষয়ে ঠিক কোথায় সেই ইতিহাস শুরু হয়।

ফাদার গোরমান তার গীর্জা থেকে বেরিয়ে কোনো এক মহিলার শরণাপন্ন হবেন বলে ঠিক করেছেন তখন থেকে শুরু করা যায়। চেলসার কোনো এক সন্ধ্যার আগেও শুরু করা যায়। এই কাহিনীর অধিকাংশ ঘটনাগুলি আমি আমার বিবৃতি রূপে বর্ণনা করেছি। বোধহয় তাই আমারই শুরু করা উচিৎ।

প্রথম অধ্যায়

মার্ক ইস্টারব্রুকের কথা

এসপ্রেসো যন্ত্রটা ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মতন হিস হিস শব্দে গজরাচ্ছিলো আমার ঠিক কাঁধের পিছনে। এ শব্দ আমার কাছে অশুভ বলে মনে হচ্ছিল। আমার মনে হয় আমাদের সময়কার সব শব্দের মধ্যেই রয়েছে এই একই অশুভের অনুমান। আকাশের বুকে জেট প্লেনগুলো দ্রুতগতিতে ক্রুদ্ধ আর্তনাদের ভীতি প্রদর্শন, সুড়ঙ্গ পথে আগুয়ান টিউব ট্রেনের ধীরগতির ভয়প্রদর্শনকারী গুম গুম শব্দ, বাড়ি ঘরদোরের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া রাজপথে চলমান ভারি পরিবহণ ট্রাকগুলোর আওয়াজ...এমন কি এই যুগের রান্নাঘরের সাড়াশব্দ, যদিও সেই কাজগুলো মঙ্গলকর তবুও সেগুলো একধরনের সতর্কতা সূচকধ্বনি। কাপ ডিস ধোয়ার মেশিন রেফ্রিজারেটর সমূহ রান্নার প্রেসার কুকাররা ছিচকাঁদুনে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারস।

'সাবধান'—এই সব যন্ত্রগুলো মনে হয় সবই আওড়ায়। তোমাদের সেবা করার জন্য তোমাদের হাতেই বন্দী আমি। আমার ওপর তোমাদের নিয়ন্ত্রণ যদি একবার খসে পড়ে...। এই সংসার এবং জগৎ সত্যিই বিপজ্জনক। আমার চোখের সামনে ধোঁয়া ওঠা কাপটা চামচ দিয়ে নাড়লাম। বড় সুন্দর এবং সুখকর গন্ধ। আর কি দেওয়ার আছে আপনাকে। পাকা কলা এবং লবণ মাখানো শুয়োরের মাংসের স্যাণ্ডউইচ আছে আপনাকে দেব কি? এই খাদ্যটা একেবারে আমার কাছে বিপরীতধর্মী। শৈশবের স্মৃতিতে আমার পাকা কলার কথা মনে পড়ে যায়। এ ছাড়া মাঝে মাঝে মদ্যপানের সাথে চিনি মেশানো পাকা কলার টুকরো মুখে ফেলি। লবণ মাখানো শুয়োরের মাংসের কথা মনে পড়লে ডিমের কথা মনে পড়ে যায়। তবে চেলসায় যখন আছি সেখানকার লোকেরা যেরকম খাদ্য খাবে ঠিক সেইরকম খাদ্য আমাকে খেতে হবে। কাজেই খাসা পাকা কলা আর লবণ মাখানো শুয়োরের মাংসের স্যাণ্ডউইচ খেতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমি এখন চেলসার বাসিন্দা। আজ তিন মাস ধরে আমি আসবাব

Scanned by CamScanner

পত্র কিনে ফ্ল্যাট জোগাড় করেছি। সবদিক থেকে বিচার করতে গেলে আমি এখন একদম ভিনদেশী আহেলি আদমি। মুঘল আমলের শিল্পের উপর আমি একখানা বই লিখেছি। এই বই লেখার জন্য হ্যামস্টেড, ব্রুমসবেরি, স্ট্রেথাম বা চেলসাতে থাকা যায়। এই রকম সুবিধে, অসুবিধে সব জায়গাতেই আছে। আমার পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমার ভাবনাচিন্তায় নেই। আর যেখানে আমি বসবাস করি সেই পাড়ার লোকেরা আমার সম্বন্ধে একদম উদাসীন। তাই আমি নিজের দেশেও আজ বন্দী হয়ে আছি। সব লেখকই মাঝে মাঝে আকস্মিক বিতৃষ্ণা মনে করেন। আমার মনও সেই সন্ধ্যেবেলায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। মুঘল স্থাপত্যশিল্প, মুঘল সম্রাটগণ, মুঘল জীবনচর্চার পদ্ধতি এই আজব সমস্যাগুলো আমার মনের পটে ফুটে উঠেছিল। এগুলোতে আমার কিছু আসে যায় না। এদের সম্বন্ধে কেন আমি লিখছি? যে পৃষ্ঠাগুলো আমি লিখেছি সেগুলোর উপর আমি চোখ বুলাতে লাগলাম। মনে হলো সব লেখাই আমার বাজে। নিচুদরের লেখা আমার মনে কখনো কৌতূহলের স্থান নেয় না। হেনরি ফোর্ড বলেছিলেন ইতিহাস পলায়ন প্রবৃত্তি জাগায় এটা একেবারে সত্যি কথা। বিতৃষ্ণায় পাণ্ডুলিপিখানা সরিয়ে উঠে পড়লাম। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে। ডিনার খেয়েছি কিনা সেটাও আমার একটা ভাবনা। না খেয়েছি তো এ্যাথেনাস হোটেলে। সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখলাম কিছু শুকনো খাবার পড়ে আছে। সেই খাবার দেখেও ভক্তি আসে না। ওই খাবারের দিকে আর নজর দিলাম না। এ জন্যই কিংস রোডে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে একটা কফির দোকানে এসে হাজির হলাম। দোকানের নামটা বেশ বড় হরফে লেখা বেশ জ্বলজ্বল করছে, লুইজি। তারপর লবণমিশ্রিত শুয়োরের মাংস ও পাকা কলার তৈরি স্যাণ্ডউইচ সামনে নিয়ে ভাবছি—আধুনিক কালের নানাধরনের ভয়ানক শব্দ আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপরে প্রভাব ছড়াচ্ছে। ভাবছিলাম এদের সবগুলোর সাথে আমার শৈশবকালের দেখা ছায়া শরীরদের স্মৃতির কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে বন্দী বাক্স থেকে ডেভী জোনস আসছে। দরজা জানলাগুলো দিয়ে অশুভ শক্তি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, সৎপরী ডারমণ্ডকে আসতে বাধা দিচ্ছে, এ ছাড়া আরো রয়েছে কত নাম। তারা এর বদলে অপ্রতুল দর্শন যাদুদণ্ড দোলাচ্ছে। এবং সততারই পরিণামে হবে জয় সেই মন্ত্র মোটা গলায় আওড়াচ্ছে, এমনিভাবে অপরিহার্য মুহূর্তের গান আগে গাইছে—অথচ এর সঙ্গে ওর বিশেষ ছায়া শরীরের কাহিনীর কোনো যোগই নেই। সহসা মনে আসে, অশুভ সব সময় ছিলো, মনে হয় শুভর চেয়ে অশুভের আকর্ষণ অধিক। নিজেকে তাই অশুভ প্রকাশ করে, দেখায়, চমকে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানায়। এটা হচ্ছে স্থায়িত্বকে অস্থায়িত্বের আক্রমণ। স্থায়িত্ব সবসময় জয়লাভ করবে। স্থায়িত্বই সৎপরী ডারমণ্ডের অতিপ্রচলিত কাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছে—মোটা গলার স্বর, মন্ত্রপাঠ, অপ্রাসঙ্গিক কণ্ঠস্বর, পাহাড় থেকে নেমে আসা যাদুদণ্ড আসছে পুরানো পৃথিবী শহরের বুকে, যে শহরকে আমি ভালোবাসি—এই সব থাকা সত্ত্বেও বাঁচিয়ে রেখেছি। মনে হয় এই অস্ত্রগুলো খুবই দুর্বল কিন্তু তবু এই অস্ত্রগুলো অপরিহার্য থাকবে। শরীরের স্মৃতি সবসময় যেমন মিলিয়ে যাবে। সিঁড়িতে ওঠানামার যে ধাপ, সৎপরী ডারমণ্ডের আবির্ভাব, খৃষ্টধর্মের বিনয় প্রদর্শন এই সবগুলির আসার জন্য ঠেলাঠেলি নয়, আসছে সার বেঁধে, পাশাপাশি, বিরোধের সাথে। এখন আর গর্জনরত দানবকে চোখে পড়ছে না। বরং নজরে পড়লো একজন লোককে যার পরণে ছিলো লাল আঁটোসাঁটো পোশাক। এসপ্রেসোর হিস্ হিস্ আওয়াজ আমার কানে এল। এক পেয়ালা কফি দিতে বলে এক নজরে আমি চারিদিক দেখে নিলাম। আমার চারপাশে কি ঘটছে সেইদিকে আমি নজর দিই না। আমার এক বোন। বোন আমাকে দোষ দিয়ে বলে তুমি তোমার রচিত জগতে বুঁদ হয়ে থাক। বিবেকর চেতনায় আমার চারধারে কি ঘটছে তা দেখতে বসলাম। চেলসিয়ার কফিবারগুলোর ভিতর যে কি ঘটছে তা রোজই দৈনিক পত্রিকায় খবর হয়ে ওঠে। তাই আধুনিক জীবন সম্পর্কে জানার একটা সুযোগ আমার জীবনে এসেছে। এসপ্রেসোর ভিতরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাই সবকিছু নজরে পড়ে না। খরিদ্দাররা প্রায়ই সবাই যুবক-যুবতী। আমার ধারণা এরা সবাই হচ্ছে প্রজন্মের তলানি। আজকাল মেয়েদের দেখলেই

Scanned by CamScanner

মনে হয় সব মেয়েরাই নোংরা। মেয়েগুলো একটু নজরকাড়া গরম পোশাক-আশাক পরে এসেছে। ক-সপ্তাহ আগে বন্ধুদের সাথে খাওয়ার সময় এ ধরনের যুবতী মেয়ে আমার নজরে পড়েছিল। আমার পাশের চেয়ারে যে মেয়েটি বসেছিল তার বয়স কুড়ি হবে। মেয়েটি হলুদ রংয়ের পুলোভার পরে ছিল গরম রেস্তোরাঁর মধ্যে। আর পরে ছিল কালো রংয়ের স্কার্ট, কালো উলের মোজা, খাবার সময় সারাক্ষণ ঘাম ঝরছিল। তার দেহ ঘামে ভেজা, মাথায় বিচ্ছিরি গন্ধ, আমার বন্ধুদের কথায় মেয়েটি নাকি খুবই মনকাড়া। আমার কাছে নয়। একটা মাত্র প্রতিক্রিয়া আমার মনে হচ্ছিল একটা গরম জলভরা বাথটবে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতে একখানা সাবান গুঁজে দিতে। আর তাতে নিজের দেহটা পরিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করতে। আমার এই ইচ্ছেটাই প্রমাণ করে সময়ের থেকে আমি কতটা ফারাক হয়ে গেছি। বোধ হয় বহুদিন বিদেশে থাকার জন্যই আমার এই অবস্থা হয়েছে। ভারতীয় মহিলাদের কথা মনে হতেই আমার মন আনন্দে ভরে গেল। তাদের মাথা ভরা কালো চুল। পরনে ভেজালবিহীন উজ্জ্বল রংয়ের শাড়ি, তালদোলায়মান তাদের হাঁটার ভঙ্গিমা। আমার এই আনন্দদায়ক স্মৃতি রোমন্থনের সুর কেটে গেল এক আকস্মিক তীব্র কণ্ঠের চিৎকারে। আমার পাশের টেবিলে দুটি যুবতীর মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। ওদের সঙ্গী যুবকেরা ওদের বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করলেও সফল হলো না। তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করছিলো। একটি মেয়ে অপর মেয়েটির গালে সজোরে চড় মারলো। দ্বিতীয় চেয়ার থেকে প্রথমাকে ঠেলে ফেলে দিল। মৃগী রুগীদের মতো গালাগালি করছে, জেলেনীদের মতো ঝগড়া করছে। একটি মেয়ের মাথায় মেকী চুলের খোঁপা। অন্য মেয়েটির মাথায় লম্বা সোনালি চুল। কি নিয়ে যে ওদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে তা ঠিক মতো বুঝতে পারলাম না। অন্য টেবিল থেকে সোল্লাসে চিৎকার আর বিড়ালের ডাক শোনা গেল।

মার! লাউ ওকে ঠেসে ধর।

কাউন্টারের ওধারে বসেছিল মালিক—ইতালিয়ানদের মতন দেখতে লিকলিকে চেহারা। মুখে একপাশে পোড়া দাগ। ওকে আমি লুইজি নামেই জানি। সে এবার মধ্যস্থতা করার জন্য ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো আর গেঁয়োবুলিতে ধমক দিলো।—না এবার ছাড়। ছেড়ে দে। এক্ষুনি তোরা রাস্তার লোকজনকে ভেতরে টেনে আনবি দেখছি। পুলিশ ছুটে আসবে। বলছি, এবার থাম।

কিন্তু সোনালি চুলওলা মেয়েটি লালচে মাথা মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে সজোরে টানছে আর মেয়েটি চিৎকার করছে। তুই একটা মরদ চোর কুক্কুরী ছাড়া আর কিছু নোস। কুক্কুরী তুই। লুইজি আর মেয়েদুটোর সঙ্গীসাথীরা মেয়েদুটোকে জোর করে দুদিকে সরিয়ে দিলেন। সোনালি চুল মেয়েটির মাথায় বড় এক গোছা লালচে চুল ছিঁড়ে এল। সে খুশীতে উঠে এসে চুলের গোছা ধরে মাটিতে ফেলে দিল। রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে পুলিশ ভেতরে ঢুকল। পরণে ছিল নীল রংয়ের উর্দি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে আইনমাফিক ধমক দিলো। কি হচ্ছে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষরা একত্রিত হয়ে গেল। মাথায় উঠল বিবাদবিস্বাদ। এই একটু হাসিঠাট্টার ব্যাপার আর কি। ওদের মধ্যে এক ছোকরা আওড়ালো। এছাড়া আর কিছু না। বললো লুইজি। বন্ধুবান্ধবরা একটু ঠাট্টা ইয়ারকি করছে। কথাবলার সঙ্গে সঙ্গে লুইজি পা দিয়ে ছেঁড়া চুলের গোছাটা কাছের টেবিলের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়েদুটো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তৈরি করে নিল মেকী শান্তির আবহাওয়া।

পুলিশ ভদ্রলোক প্রত্যেকের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। সোনালি চুল মেয়েটি বলল আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি—চল দুপ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরো অনেকে বেরিয়ে চলে গেল। ওদের বিষণ্ণ ভাবে চলে যেতে দেখল আইনরক্ষক। তার চোখের দৃষ্টি বলছিল ঠিক আছে এবারটা মাপ করে দেওয়া হল। ওদের উপর নজর রাখা হবে। ধীরে ধীরে আইনরক্ষক চলে গেল। লালচে মাথা মেয়েটির সঙ্গী বিল মেটাল। তুমি ঠিক আছো তো, মেয়েটি মাথার খোঁপা ঠিক করছিল, তাকেই শুধালো। লাউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো। একেবারে

Scanned by CamScanner

চুলের গোড়া থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে। লাগেনি। মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো। তার দিকে তাকিয়ে হেসে আবার বললো—গোলমালের জন্য দুঃখিত লুইজি। দলের সবাই চলে গেল। বার এখন একদম ফাঁকা, পকেটে হাত ঢোকালাম পয়সা বার করার জন্য। ওদের চলে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ হতে দেখেছিল লুইজি। বললো বেশ খেলোয়াড় মেয়ে দেখছি, ঠিক আছে। একটা ঝাঁটা দিয়ে লালচে চুলের গোছাটা ঝেঁটিয়ে কাউন্টারের বাইরে ফেলল।—বেশ যন্ত্রণা হয়েছে, বললাম। আমার এমন হলে আমি তো মরে যেতাম যন্ত্রণায়। লুইজি স্বীকার করলো—কিন্তু টমি খেলোয়াড় মেয়ে।

মেয়েটাকে তুমি ভালোই চেনো দেখছি? ওহো, মেয়েটা বেশিরভাগ দিন সন্ধ্যেবেলায় এখানে আসে। টাকারটন ওর নাম। থমসিনা টাকারটন এটাই ওর পুরো নাম। কিন্তু এখানে সবাই ওকে টমি টাকার নামে জানে। ধনীর দুলালী। ওর বুড়ো বাপটা মরবার সময় ওর জন্য বহু টাকাকড়ি রেখে গেছে। অথচ দেখো এখানে সে কি করে বেড়াচ্ছে? এসেছে চেলসিয়াতে, ওয়াল্ডওয়ার্থ ব্রিজের দিকে আধাআধি গিয়েই একখানা বস্তির ঘরে থাকছে। চারধারে হৈ হৈ করে নেচে বেড়াচ্ছে, একদল ছোকরাছুকরির সাথে, ওরা সব একরকম কাজই করছে। ওদের অর্ধেক ছোকরাছুকরির হাতে টাকা পয়সা আছে, ওদের দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। চাইলে ওরা যেকোনো জাগতিক সুখ ভোগ করতে পারত। ইচ্ছে হলে থাকতে পারত রিজ হোটেল। অথচ যে জীবন ওরা বেছে নিয়েছে তাতে কত বিপদের ঝুঁকি, অসম্মানের লাথি। হ্যাঁ, সত্যি ওদের জন্য আমার কষ্ট হয়। তোমার পছন্দ তো ওর চলবে না। হ্যাঁ সে জ্ঞান আমার কাছে। বললো লুইজি—ওদের দেখে এটাই আমার ভাবনা, চলে যাওয়ার জন্য উঠেপড়ে শুধোলাম, কিসের জন্য ওদের এই লড়াই। টমি অন্য মেয়েটার বয়ফ্রেণ্ডকে বাগিয়ে নিয়েছে। বিশ্বাস করো, ওই ছোকরা এমন কিছু নয় যে এমন লড়াই করা সাজে। অন্য মেয়েটা সেটাই ভাবে, বললাম। ওহো। লাউ মেয়েটা বড় ভাবপ্রবণ, জবাব দিল লুইজি। এমনভাবে যেন ওকে সে সহ্য করেছে। আমার ধারণায় এটা ভাবপ্রবণতা নয়, কিন্তু আমি তা বললাম না।

* * * *

বোধহয় সপ্তাহ খানেক পরের ঘটনা। টাইমস পত্রিকায় মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় আমার নজর কাড়লো।

টাকারটন : মৃত্যু হয়েছে অ্যাম্বারলির কালোফিল্ড নার্সিংহোমে দোসরা অক্টোবর। থমসিনা এ্যান, বছর কুড়ি বয়স—সারের অ্যাম্বারালির ক্যারিঙটা পার্কের প্রয়াত টমাস টাকারটন মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। প্রাইভেট সমাধির ব্যবস্থা। ফুলের প্রয়োজন নেই। হতভাগিনী টমি টাকার জন্য আর ফুলের প্রয়োজন নেই। আর চেলসিয়ার জীবনচর্চায় আর কেউ তাকে অসম্মানের লাথি মারবে না। টমি টাকারের দুরবস্থা দেখে আজ মনে এক ক্ষণস্থায়ী বেদনা অনুভব করলাম। আমার মনে হয় যে আমার ধারণা সঠিক, একটা বিনষ্ট জীবন একথা বলবার আমি কে? হয়ত সে জীবন আমার এই নির্জন নিঃশব্দ আমার পণ্ডিত জীবন, বইগুলোর মধ্যে নিহিত, বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বন্দী জীবন। তাই আমারই তো বিনষ্ট জীবন। দ্বিতীয়বার জীবনটা যেন হাত ফেরতা একটা বস্তু। এবার সদ্‌ভাবে শুধাই, জীবন থেকে সরে আমি কি অবহেলিত, বড় আজব ধারণা। অবশ্য সত্যিকথা অবহেলা আমি চাই না। কিন্তু আমার রোল। আমার তা প্রাপ্য। চিন্তাটি আজ আর একেবারেই ঈপ্সিত নয়। টমি টাকারের ভাবনা মনটাকে সরিয়ে নিয়ে উঠে লোখার কাজে নিয়োগ করলাম, আমার পিসতুতো বোন রোডা ডেস্‌পার্ডের লেখা একখানা চিঠি এখন আমার প্রধান ভাবনার বিষয়। অনুগ্রহ করে সে লিখেছে একটু দেখাতে। ওর এই কথাটা আমার মনে বিতৃষ্ণা জাগালো—একে আজ সকাল থেকে কাজে মন বসছে না। এখন একেবারে কাজ না করার একটা ছুতো পেয়ে গেলাম।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিংস রোডে একখানা ট্যাক্সি ধরলাম। মিসেস অ্যারিয়াডন অলিভার আমার বান্ধবী। ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলাম তার বাড়িতে। মিসেস অলিভার একজন নামকরা

Scanned by CamScanner

গোয়েন্দাকাহিনী লেখিকা। আর তার বাড়ির ঝি মিলি একটা সাক্ষাৎ ড্রাগন। বাইরের মানুষের হাত থেকে সে সব সময় তার কর্ত্রীকে পাহারা দেয়।

স্রেফ ভুরু কুঁচকে একটা অকথিত প্রশ্নের ইঙ্গিত করলাম। সবেগে মাথা নাড়ালো মিলি। মিস্টার মার্ক বলল যে আজ সকাল থেকেই মেজাজ বিগড়েছে। আপনি হয়তো তার মেজাজ কিছুটা ঠান্ডা করতে পারবেন। সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠলাম। হালকা হাতে দরজায় টোকা দিলাম। এবং অভ্যর্থনার পরোয়া না করেই ঢুকে পড়লাম ঘরে। মিসেস অলিভারের লেখার ঘরখানা বেশ বড়। ওয়ালপেপারে মোড়া যাযাবর পাখি ডালে বসে বাসা বানাচ্ছে। মিসেস অলিভারের মাথা প্রায় বিগড়ে গিয়েছে। সারাঘর পায়চারি করছে আর আপন মনে বক্‌বক্ করছে। আমার দিকে একবার অনাগ্রহ ভাবে তাকাল। তারপর আবার আগের মতন পায়চারি করতে লাগল। তার দুচোখের দৃষ্টি ঝাপসা। চার দেওয়ালে আবদ্ধ দৃষ্টি। মাঝে মাঝে খোলা জানলা দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে বাইরে। কখনও কখনও যন্ত্রণার দমক সহ্য করার জন্য সজোরে শ্বাস টানছে। কিন্তু কেন? যেন বিশ্বের দরবারে জানতে চাইলো মিসেস অলিভার—কেন বোকা লোকটা তক্ষুনি বললো না যে সে কাকাতুয়াটাকে দেখেছিল? কেন সে বলেনি? তার নজরে ওটা পড়েনি এমন তো হতে পারে না। কিন্তু যদি সে বলতো তবে তো সব কিছুই মিটে যেতো। একটা পথ নিশ্চয়ই আছে...নিশ্চয়ই আছে...।

মিসেস অলিভার আর্তনাদ করলো, মাথায় বব করা পাকাচুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল। এবং একসময় পাগলির মতন চুলগুলো মুঠো করে ধরলো। তারপর সহসাই আমার দিকে সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, হ্যালো মার্ক। মাথা আমার বিগড়ে যাচ্ছে। এবং তারপর নিজের অভিযোগের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলো।

এই ধরো মণিকার কথা। তাকে যত নিখুঁত ভাবে গড়তে চাইছি সে কিনা কদাকার হয়ে উঠছে। এত বোকা মেয়ে...আবার কখনো নিজের মনের খুশিতে বিভোর। মণিকা...মণিকা কি? মনে হচ্ছে নামটা ভুল হবে। ন্যান্সি? এই নামটা কি পছন্দসই। আচ্ছা এই জোয়ান নামটা। প্রত্যেকেই নিজেকে সবসময় জোয়ান বলে মনে করে। অ্যানি নামটা খাসা। আচ্ছা সুসান নামটা কেমন? না, একটা কাহিনীতে সুসান নাম রেখেছি। লুসিয়া? লুসিয়া? আমার বিশ্বাস লুসিয়া নামটা খুবই পছন্দসই। মাথা ভরা লালচে চুল। গোলগলা জাম্পার কালচে আঁটোসাঁটো কি? পায়ে কালচে রংয়ের মোজা, মানসিক উল্লাসের সাময়িক রেশটুকু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল কাকাতুয়ার সমস্যার কথা। মিসেস অলিভার আবার ঘরময় পায়চারি শুরু করল। অন্যমনস্ক ভাবে টেবিল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে অন্য জায়গায় রাখছে। চশমার খাপটা যত্ন করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখল। আগে ওখানে চীনাবাঁটের হাতপাখা রেখেছে। তারপরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

বললো তুমি এসেছো আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি খুব খাসা তাই এমন কথা বললে। যে কেউ তো হতে পারত, কোনো বোকা মেয়েছেলে এসে আমাকে দিয়ে বাজারের দ্বারোদঘাটন করাতে চাইতো, কিংবা কোনো লোক এসে মিলির ইনস্যুরেন্সের কার্ড পরখ করতে চাইতো কিন্তু মিলি এই কার্ড বানাতে একেবারে অরাজী। কিংবা জলের কলের মিস্ত্রি কিন্তু সে এলে তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতো না। কেউ আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসতো আর এসেই নানা লজ্জাকর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে যেত। ওরা সবসময় এই একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। লেখিকার জীবন অবলম্বন করার অনুপ্রেরণা আপনি কি থেকে প্রথম পেয়েছিলেন। কতগুলো বই লিখেছেন। কত অর্থ উপার্জন করেছেন। এমনি আরো অনেক সব। এ-সব প্রশ্নের জবাব আমার একটাও জানা নেই। আর তাই আমাকে এ-সব প্রশ্নের সামনে বোকা বোকা দেখায়। এমন নয় যে এ সবে আমার কিছু এসে যায়। তবে কাকাতুয়ার সমস্যাটা আমার মাথা একদম বিগড়ে দিয়েছে। একটা কিছু সমাধান খুঁজে পাচ্ছো না। সমবেদনার সুরে বললাম, বোধহয় আমার এখন চলে যাওয়াই ভালো।

না যেও না। একদিক দিয়ে তুমি আমার চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়েছো। এমন সন্দেহজনক প্রশংসা তবুও তা মেনে নিলাম।

Scanned by CamScanner

ধূমপান করবে না কি। নামকাওয়াস্তে অতিথি সৎকারে ইচ্ছে প্রকাশ করার জন্য শুধালো মিসেস অলিভার। তারপর বললো—দেখো কোথাও হয়তো পড়ে আছে প্যাকেটটা। ওই টাইপ রাইটারের ডালাটা খুলে দেখো তো একবার। ধন্যবাদ আমার নিজের কাছে সিগারেট আছে। একটা সিগারেট নাও। ওহো তুমি তো আবার ধূমপান করো না। আমি মদ্যপানও করি না। বললো মিসেস অলিভার, তবে মনে হয় করা উচিৎ ছিল। ঠিক ওই আমেরিকান গোয়েন্দাদের মতন। ওদের ঘরে মদের বোতল মজুত করা থাকে। মনে হয় এতেই ওদের সব সমস্যা দূর হয়ে যায়। তুমি তো জানো। মার্ক আমি ভাবতেও পারছি না যে কেমন করে এই বাস্তব জীবনে খুন করে পালিয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় যে মুহূর্তে তুমি কাউকে খুন করলে সেই মুহূর্তে সব কিছু ভয়ানকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে পড়লো। বাজে কথা। তুমি এমন অনেক খুন করেছ। অন্তত পঞ্চান্নটা বললো মিসেস অলিভার। খুনের ব্যাপারটা একেবারে সহজ আর সরল। এই খুন গোপন করাটাই যত গোলমেলে আর কঠিন কাজ। বলছি, তুমি ছাড়া কেন অন্য লোক হবে। তুমি রয়েছো মাইলখানেক দূরে। সমাপ্ত প্রায় কাহিনীতে নয়। বললাম। আহা এতে আমার মনের উপর কত চাপ পড়ছে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মিসেস অলিভার। বলো তুমি কি চাও, 'খ' নামক লোকটা যখন খুন হলো তখন পাঁচ-ছ জন লোকের উপস্থিতি থাকা স্বাভাবিক নয় এবং তাদের প্রত্যেকেরই খ নামক লোকটাকে খুন করার উদ্দেশ্য ছিলো।—আর না হলে খ নামক লোকটা সকলের কাছে ঘোর অবাঞ্ছিত লোক এবং সে ক্ষেত্রে সে খুন হলে কি হলো না তা নিয়ে কেউ কিছু মনে করবে না এবং কে এ কাজ করেছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। তোমার সমস্যা বুঝতে পেরেছি, বললাম, তবে পঞ্চান্ন বার যখন এ কাজ করতে তুমি সফল হয়েছো তখন আর এবারও এটা করার ব্যবস্থা করতে ঠিক পারবে।

নিজের মনকে তাই বোঝাই, মিসেস অলিভার বলল, বার বার বলি, কিন্তু প্রতিবারই বিশ্বাস করতে পারি না। তাই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করি। আবার নিজের চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরে ভীষণভাবে টানলো মিসেস অলিভার।

কোরো না ও কাজ। চেঁচিয়ে বললাম—একেবারে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলবে।

বাজে কথা, জবাব দিলো মিসেস অলিভার—চুল শক্ত হয়। যদিও বছর চোদ্দ বয়সে ভয়ঙ্কর হাম হয়েছিলো, হাই টেম্পারেচার উঠেছিলো, তখন চুলগুলো গোড়া থেকে খসে পড়তো, মাথার সামনেটা একেবারে সব ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। দারুণ লজ্জাকর ব্যাপার। এবং আবার ঠিকমতন চুল গজাতে সময় নিয়েছিলো মাস ছয়েক। একটা মেয়ের কাছে এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। মেয়েদের মনে এতে আঘাত লাগে।

গতকাল নার্সিংহোমে মেরি দোলা ফনটেইনকে দেখতে গিয়ে এ কথাটাই ভাবছিলাম, আমার যেমন মাথা থেকে সব চুল উঠে গিয়েছিল তারও ঠিক তেমন ভাবে মাথা থেকে সব চুল উঠে যাচ্ছে। মেয়েটা বলল ভালো হয়ে উঠে সে মাথার সামনেটায় পরচুল পরবে। বয়স যখন ষাট হয়ে যাবে তখন আর মাথায় নতুন চুল গজাবে না এইটুকু আমার বিশ্বাস।

কাল রাত্রিবেলা একটা মেয়ে অপর একটা মেয়ের মাথা থেকে একগোছা চুল ছিঁড়ে নিতে দেখেছি, বললাম আমি। জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এমন একজন মানুষের মতন আমার কণ্ঠস্বরে যে অহঙ্কারের সামান্য সুর ফুটে উঠেছে সে সম্বন্ধে আমার মন সচেতন ছিলো।

কেন অস্বাভাবিক সব জায়গায় তুমি যাতায়াত শুরু করেছ? মিসেস অলিভার শুধালো।

চেলসিয়ার একটা কফিখানায় ঘটেছিলো ব্যাপারটা।

ওহো, চেলসিয়ার কথা বলছো, বলল, মিসেস অলিভার—আমার বিশ্বাস, সেখানে সব কিছুই ঘটে। আছে বিটানক আর স্পুটানিক। আছে অভিজাত আর বিটপ্রজন্ম। ওদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ভুল করে ফেলি এই ভয়ে ওদের সম্বন্ধে আমি কিছু লিখি না। আমার মনে হয় যা তুমি জান তার উপর লাঠির খোঁচা দেওয়াই বেশি নিরাপদ। যেমন শত্রুপক্ষের জাহাজ অন্বেষণরত জাহাজে এবং ছাত্রাবাসগুলোয় যে সব লোক রয়েছে এবং কি সব ঘটছে হাসপাতালগুলোতে আর গীর্জার পরামর্শদাতাদের মধ্যে এবং বিক্রি বাট্টার কাজকর্মে—সঙ্গীত সম্মেলন সমূহে এবং কারখানার মেয়েগুলোর মধ্যে, আর সমিতিগুলোতে এবং হররোজ নারী

Scanned by CamScanner

যুবক ছোকরা আর ছুকরী যারা বিজ্ঞানের স্বার্থে এবং দোকানগুলোর কর্মচারী হয়ে সারাবিশ্ব জুড়ে ঘুরছে ফিরছে।..।

এক টানা কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে উঠে থামলো মিসেস অলিভার। মনে হচ্ছে এদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা অনেকটা সুবিধাজনক—

বললাম, একই কথা—

তুমি যে কোনো দিন আমাকে চেলসিয়ার কফিখানায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো—আমার অভিজ্ঞতাকে শুধু আর একটু বাড়াবার জন্যে। সতৃষ্ণভাবে বলল মিসেস অলিভার।

যে দিনই বলবে নিয়ে যাব। আজ রাতে যাবে নাকি?

না আজ রাতে নয়। লেখায় খুব ব্যস্ত কিংবা বলতে পারো লিখতে পারার জন্য খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। লেখালেখির ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে ক্লান্তিকর অবস্থা যদিও বাস্তবে প্রতিটি বস্তুই ক্লান্তিকর—যে মুহূর্তে তোমার মাথায় একটা ভাব দেখা দিল যা মনে হচ্ছে আশ্চর্যজনক একটা ভাব হয়ে উঠবে শুধু এটি ছাড়া। এবং তক্ষুনি তা শুরু না করে একেবারেই অপেক্ষা করা যায় না। আচ্ছা, আমাকে বলো তো মার্ক, তুমি কি ভাব যে, দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাউকে খুন করা সম্ভব?

দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ বলতে তুমি কি বলতে চাইছো। একটা বোতাম টিপে ধরলো আর অমনি ছুটে চললো তেজস্ক্রিয় মারণ রশ্মি।

না—না—। কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী নয়। আমার মনে হয় সন্দেহান্বিত হয়ে, মিসেস অলিভার থামল। তারপর বলল। আসলে আমি বলতে চাইছি ব্লাক ম্যাজিক (মারণ যন্ত্র)-এর কথা।

মোমের পুতুল তৈরি করে তার গায়ে পিন ফোটানো, ওহো, মোমের পুতুল এখন শেষ হয়ে গেছে।

মিসেস অলিভার অবজ্ঞাভরে বলল—কিন্তু আজব ঘটনা তো এখনও আফ্রিকা অথবা ওয়েস্টইণ্ডিজে ঘটে। লোকজনের মুখে এমন কাহিনী তো প্রায়ই শোনা যায়। কি ভাবে ওখানকার লোকজনের দেহ যায় কুঁকড়ে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে। ভুদু...বা...জুজু...। যা হোক আমি যা বলতে চাইছি তা তুমি বুঝতে পেরেছো।

বললাম যে এসবই এখন সংকেতপূর্ণ শব্দ প্রয়োগের শক্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রতারিত লোকটার কাছে সবসময় একটা ইঙ্গিতধর্মী শব্দ প্রয়োগ করা হয় যে, ওঝা তার মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছে। বাকিটুকু শেষ করে লোকটার অবচেতন মনে।

মিসেস অলিভার নাক ঝেড়ে বলে উঠলো, দ্যাখো, কেউ যদি আমার কাছে এসে বলে যে তোমার আয়ু ফুরিয়েছে এবং তোমার মরণ হবে। তাহলে তাদের আশা ব্যাহত করে আমি বড় আনন্দ লাভ করবো।

হেসে বললাম—তোমার শরীরে শতাব্দীপ্রাচীন নির্ভেজাল পাশ্চাত্যের অবিশ্বাসধর্মী রক্তের ধারা অবহমান। না, পূর্ববিন্যাস নয়।

তাহলে তুমি বলছো যে, এমনটা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে এত বেশি কিছু আমার জানা নেই যাতে এর বিচার আমি করতে পারি।

তুমি নিজে কি ভাবছো। তোমার লেখা উপন্যাসের মধ্যে মারণযন্ত্রে খুন ঘটাচ্ছ।

না—বাস্তবিক তা নয়। পুরনো পদ্ধতিতে ভালোজাতের ইঁদুর মারার বিষ অথবা আর্সেনিক হলেই আমার চলে যাবে। বিশ্বস্ত হাতে ভোঁতা অস্ত্র। সম্ভব হলে আগ্নেয়াস্ত্র একেবারেই নয়। আগ্নেয়াস্ত্রগুলো এখন খোলা হয়ে গেছে। আচ্ছা, তুমি নিশ্চয় আমার বইয়ের আলোচনা করতে আমার কাছে আসোনি।

খোলাখুলি বলতে হলে বলবো না। আসল ঘটনা হলো আমার পিসতুতো বোন রোডা ডেসপার্ডে গীর্জায় একটা মিলন উৎসব করছে এবং...

আবার। কক্ষণো নয়। বললো মিসেস অলিভার। এর আগের বার কি হয়েছিলো তা কি

Scanned by CamScanner

তুমি জান। মনে মনে আমি একটা খুনের ঘটনা খুঁজছিলাম, এবং প্রথম যে ঘটনা ঘটল তা হচ্ছে জলজ্যান্ত একটা মৃতদেহ। সে দুঃস্বপ্ন আমার এখনও কাটেনি।

এটা কিন্তু খুনের অন্বেষণ নয়। একটা তাঁবুতে বসে তোমাকে কেবল তোমার বইগুলোতে সই করে দিতে হবে। ব্যাস। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় শুরু হবে।

আচ্ছা—মিসেস অলিভারের কণ্ঠে সন্দেহের সুর—ও কাজ ঠিক করা যাবে। আমাকে উৎসবের উদঘাটন করতে হবে না। অথবা বাজে বক্তৃতা দিতে হবে না তো, কিংবা মাথায় টুপি দিতে হবে না তো।

তাকে নিশ্চিত করে জানালাম যে এ-সব কিছুই তাকে করতে হবে না। ব্যাপারটা শেষ হতে ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে। খোশামোদি সুর আমার গলায়।

ওটা মিটে গেলে একটা ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

না, মনে হয় বছরের এসময় আর ক্রিকেট ম্যাচ হবে না। বোধহয় ছেলেদের নাচ হবে। কিংবা হতে পারে আজব পোষাক পরার প্রতিযোগিতা...মিসেস অলিভারের বন্য চিৎকারে আমার কথা বাধা পড়লো।

—ঠিক ওটাই। মিসেস অলিভার চেঁচিয়ে বললো—নিশ্চয়ই একটা ক্রিকেট বল। সে জানালা দিয়ে ওটা দেখেছিলো...শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে...বলটাই তাকে অন্যমনস্ক করে ফেলেছিলো—এবং তাই সে কাকাতুয়ার নাম কখনও উল্লেখ করেনি। আহা, তুমি এসে কি ভালোই না করেছো মার্ক। তুমি অপূর্ব মানুষ।

আমি তো একেবারেই বুঝতে পারছি না...।

—বোধহয় তুমি পারছো না, কিন্তু আমি পারছি। বললো মিসেস অলিভার—দ্যাখো, এটা খুব জটিল ব্যাপার তবে এখন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। তুমি বড় ভালো লোক, কিন্তু এখন তোমার চলে যাওয়াটাই আমার কাম্য। যাও এক্ষুনি।

—নিশ্চয়। তাহলে উৎসবের ব্যাপারটা...।

—আমি ভেবে দেখবো। এখন আমাকে বিরক্ত কোরো না। কোথায় যে আমার চশমা জোড়া এখন রাখলাম? সত্যি, যেভাবে জিনিসপত্র এমন উবে যায়...।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিজের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ছোঁ মারার ভঙ্গিতে মিসেস জেরহার্টি গীর্জার আচার্যের বাড়ির সদর দরজার খিল খুললো।

সামান্য ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ হলেও তার আচরণ প্রকাশ করছে যেন এবার তোমাকে ধরতে পেরেছি। এমন একটা বিজয়ী মনোভাব।

আচ্ছা এখন কি চাইছিস তুই? মিসেস জেরহার্টি কলহ করার ভঙ্গিতে জানতে চাইলো। সহজে নজর পড়ে না আবার ভাবাও যায় না আসলে আরও পাঁচটা ছোকরার মতন সেও একজন। মাথায় ঠান্ডা বসেছিলো বলে ছোকরা হাঁচছিলো।

—এটা কি পাদরির বাড়ি?

—তুই কি ফাদার গোরম্যানকে চাইছিস?

তাকে খুঁজছে, বলল ছোকরা, কে খুঁজছে, কোথায় আর কিসের জন্য। বেন্থাল স্ট্রিট, তেইশ নম্বর, একটা মেয়েমানুষ বলে উঠল সে তো মরছে। মিসেস কপিন্‌স আমাকে পাঠাল। এটা ক্যাথলিকদের গীর্জা, তাই না। মেয়েমানুষটা বলছে পল্লীর পাদরি না এলে হবে না।

এ ব্যাপারে মিসেস জেরহার্টি ছোকরাকে কথা দিলো, ছোকরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে ওকে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে সে নিজে গীর্জার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তিনমিনিট পরে একজন বয়স্ক পাদরি বাইরে এলেন। তার হাতে ছিল একটা ছোটোখাটো চামড়ার কেস।

আমি ফাদার গোরম্যান। তিনি বললেন বেন্থাল স্ট্রিট। রেলের ইয়ার্ড ঘুরে ওখানে যেতে হয়, তাই না? এক্কেবারে সোজা। এক পাও বেশি নয় তাই না।

Scanned by CamScanner

একই সঙ্গে তারা যাত্রা করলেন। ফাদার দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছিলেন। তুই মিসেস কপিনস বললি না, তাই নাম তো। সেই তো বাড়ির মালকিন। ঘর ভাড়া দেয়।

তোমাকে খুঁজছে ও বাড়ির একজন ভাড়াটে। মনে পড়েছে লোকটার নাম ডেভিস।

ডেভিস নামটা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। তার নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। সে মনে হয় তোমাদেরই লোক। বলছি, সে ক্যাথলিক। বলেছে, পল্লীর পাদরি চলবে না। ফাদার মাথা নাড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা বেস্থাল স্ট্রিটে হাজির হলেন। সারি সারি উঁচু হয়ে আছে কাল রংয়ের বাড়ি।

ঐ বাড়িগুলোর মধ্যে একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল ছেলেটি।

ওই ওটা, কিন্তু তুই বাড়ির মধ্যে যাবি না।

না—আমি তো ওখানে থাকি না। খবর বলতে যাওয়ার জন্য মিসেস কপিনস আমাকে শিলিঙ দিয়েছে।

বুঝেছি। তোর নাম কি রে?

মাইক পটার।

ধন্যবাদ মাইক। শিস্ দিতে দিতে চলে গেল মাইক। মরণাপন্ন লোকটার জন্য তার মনে কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। তেইশ নম্বর ঘরের দরজা খুলে বাইরে এল মিসেস কপিন্স। তার মুখমণ্ডল টকটকে লাল এবং বড়।

মিসেস কপিনস সাদর আহ্বান জানালো ফাদারকে। আসুন, ভিতরে আসুন, ওঁর অবস্থা খুব সঙ্গীন ওকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত। ফোন করেছি কি জানি কে কখন সাহায্য করতে আসবে ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না। আমার বোনের পা ভাঙার পর দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এটাকে আমি বলি ন্যাক্কারজনক ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্যই সেবা। তোমার কাছ থেকে অর্থ নেবো কিন্তু তোমার প্রয়োজনে কেউ নেই। কথা বলতে বলতে মহিলা ফাদারকে সরু সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

কি হয়েছে মহিলার?

প্রথম হয়েছিল ফ্লু। মনে হয় সেরে গেছে। আমার কথায় একটু তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে ছিলো কাজে। ফিরে এলো প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায়। বিছানা নিল। কিছুই খাচ্ছে না। কোনো ডাক্তারকে সে দেখাতে চায় না। আজ সকাল বেলা জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। ফুসফুসও ধরে নিয়েছে। মনে হয় নিউমোনিয়া হয়েছে। মিসেস কপিন্স এখন হাঁফাতে শুরু করেছে—বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মত সজোরে শ্বাস ছাড়ছে। বোঝা যাচ্ছে তারা এখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। একটা ঘরের দরজা ফাঁকা করে ফাদারকে ঘরের মধ্যে ঢোকার পথ দেওয়ার জন্যই একপাশে সরে দাড়ালো মিসেস কপিনস্। এবং খুশী ভরা গলায় বললো—এই দেখো গো ফাদার এসেছেন। এবার তুমি ভালো হয়ে যাবে। তারপর মিসেস কপিন্স চলে গেলো। ফাদার গোরম্যান ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ভিক্টোরিয়া যুগের আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো ঘরখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জানলার কাছে বিছানায় এক রমণী শুয়ে ধীরে ধীরে মাথা ঘোরালো। ফাদার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে রমণীটি অসুস্থ।

আপনি এসেছেন...সময় আর বেশি নেই। শ্বাস টানতে টানতে আওড়ালো রমণী। ...নষ্টামি...এমনি ধরনের নষ্টামি...আমি অবশ্যই...অবশ্যই...এমনিভাবে মরতে পারি না।...স্বীকার করবো...সব স্বীকার করে যাবো...আমার পাপ...লোভ...লোভ...। বিহ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি ঘুরছে...আধবোজা, এলোমেলো একঘেয়ে শব্দগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। ফাদার গোরম্যান বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন। যে কথা প্রায়ই তাঁকে বলে থাকেন...প্রায়ই বলেন ঠিক সেই কথাগুলো এখন বলতে লাগলেন। নিশ্চয়তা দানকারী প্রভুত্বধর্মী শব্দগুলো...তাঁর আহ্বান এবং তাঁর বিশ্বাসধর্মী শব্দগুলো। ঘরের মধ্যে নেমে এলো শান্তি, ক্লিষ্ট দু'চোখের থেকে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি গেলো মিলিয়ে...। তারপর ফাদার তাঁকে অভয় দান শেষ করলেন। মরণাপন্ন রমণী আবার বললো...থামাও...থামাতেই হবে...আপনি থামুন।

Scanned by CamScanner

নিশ্চয়তা দানকারী প্রভুত্বধর্মী কথাগুলোই বললেন—যা প্রয়োজন তা আমি করবই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো... একটু পরে চিকিৎসক এবং এ্যাম্বুলেন্স একসাথেই হাজির হলো। বিষণ্ণ বিজয়ীর মতন মিসেস কপিনস্ তাদের সম্ভাষণ করে জানালো : ...স্বভাব মতনই বড় দেরি হলো আসতে। রোগিণী মারা গেছে...।

* * * *

গোধূলির আলো ছড়ানো চারধারে। ফাদার গোরম্যান ফিরছেন গীর্জায়। জমাট বাঁধছে হাওয়ায় ভাসমান জলকণা—আজকের রাত কুয়াশায় ঢাকা পড়বে। মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে ফাদার ভুরু কোঁচকালেন। এমন একটা আজগুবি অস্বাভাবিক কাহিনী...এর কতখানি যে প্রলাপ আর জ্বরের ঘোরে সৃষ্টি হয়েছে? অবশ্য এর কিছু কিছু সত্যি কিন্তু কতটা? যা হোক মনের পটে যতক্ষণ লেখা জ্বলজ্বল করছে তারই মধ্যে এর কিছু কিছু নাম লিখে রাখা খুবই জরুরি প্রয়োজন। হঠাৎ তিনি এক কফি হাউসে ঢুকে পড়ে এক পেয়ালা কফি আনতে বললেন। বসলেন, আলখাল্লা জামার পকেটে খুচরো পয়সা খুঁজলেন। আহা মিসেস জেরহার্টি কতবার তাকে সেলাইয়ের ছেঁড়া ধারগুলো সারাতে বলেছেন। কিন্তু সে সেলাই করেনি এটা তার স্বভাব। ফলে তার নোটবুক পেন্সিল আর খুচরো পয়সাগুলো সেলাইয়ের খোপে ঢুকে গেছে। তিনি কোনোরকমে হাত ঢুকিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে কয়েকটা খুচরো পয়সা আর পেন্সিলটা বার করতে পারলেও নোটবুকটা রয়ে গেল। বার করতেই পারলেন না। কফির পেয়ালাটা টেবিলে দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এক টুকরো কাগজ দিতে পারবে কিনা। এতে কি হবে। একটা ছেঁড়া কাগজের ঠোঙা। ফাদার গোরম্যান কাগজের টুকরো হাত বাড়িয়ে নিলেন। নামগুলো লিখতে শুরু করলেন। ভুলে যাওয়া আগের নামগুলো লেখা জরুরি প্রয়োজন। কারণ নাম এমন ধরনের বস্তু যে তিনি তা ভুলে যান। সহসা কাফের দরজা খুলে গেল। এডওয়ার্ডের সময়কার প্রচলিত পোশাক পরা তিন যুবক ভিতরে ঢুকলো এবং বেশ সাড়াশব্দ জাগিয়ে চেয়ারে বসলো। ফাদার গোরম্যানের নাম টুকে রাখার কাজ শেষ হতেই কাগজের টুকরোটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে গিয়ে হাত বার করে নিলেন। মনে পড়লো পকেটটা ছেঁড়া। কাজেই তিনি প্রায়ই যা করে থাকেন তাই এখনও করলেন—ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা নিচু হয়ে জুতোর মধ্যে রাখলেন গুঁজে। আর একজন লোক কফি হাউসের মধ্যে ঢুকলেন। এবং এক কোণে চেয়ারে বসলেন। কফিটা বাজে। তবু ভদ্রতার খাতিরে ফাদার পেয়ালার কফিটায় চুমুক দিলেন। বিল চাইলেন। এবং কফির দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। হঠাৎ আসা লোকটার মন বদলালো। হাতঘড়িটা পরীক্ষা করলো—যদিও ঠিক সময় দেখতে সে ভুল করে বসলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলো। কুয়াশা এখন ঘন হয়ে তড়িৎগতিতে নেমে আসছে। দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছেন ফাদার গোরম্যান। তাঁর এই অঞ্চলটা ভালোভাবেই জানা। রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য তাই তিনি বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট গলিপথ ধরে হাঁটছেন। রেললাইন বরাবর টানাগলিপথ সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন,—কিন্তু পায়ের আওয়াজ সম্বন্ধে তিনি মাথা ঘামালেন না। আর মাথা ঘামাবেন কেন? পিছন থেকে আঘাত পড়লো সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায়। তিনি সামনে ছিটকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন...।

* * * *

ডাক্তার করিগ্যান শিস্ দিতে দিতে আঞ্চলিক গোয়েন্দা দপ্তরের ইনসপেক্টরের ঘরে ঢুকলেন এবং বেশ রসিকতার সঙ্গে আঞ্চলিক গোয়েন্দা ইনসপেক্টর লেজুনকে সম্ভাষণ জানালেন।

বললেন—তোমার হয়ে তোমার পাদরীকে শেষ করে এলাম।

—ফলাফল কি?

—করোনারের প্রায়োগিক শব্দগুলো ব্যবহার করার কষ্টটুকু বাঁচিয়ে দিয়েছি। সত্যই একদম থেঁতলে গেছে। যাই ঘটুক এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রথম আঘাতেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে, বড় জঘন্য কাণ্ড।

Scanned by CamScanner

—তা ঠিক, বললেন ইনসপেক্টর।

শক্ত সমর্থ দেহ, একমাথা কালো চুল এবং চোখ দুটি কটা। উপর উপর তাঁকে খুব শান্ত সিষ্ট মনে হলেও মাঝে মাঝে তিনি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। পূর্বপুরুষদের রক্তধারা যেন তার দেহে বিশ্বাসঘাতকতা করে। চিন্তিতভাবে ইনসপেক্টর বললেন—ডাকাতি করার প্রয়োজনের চেয়েও কি জঘন্য কাজ করা হয়নি?

ডাক্তার শুধালেন—এটা কি ডাকাতি?

—লোকে তাই মনে করছে। তাঁর পোষাকের পকেটগুলো উল্টে হাতড়ানো হয়েছে, আর পাদরীর আলখাল্লাটার সেলাই কেটে তল্লাসি চালিয়েছে।

—তারা বেশি কিছু পাবে বলে আশা করেনি। গীর্জার এই সব ফাদাররা ইঁদুরের চেয়েও হাঘরে।

—তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্যই পাদরীর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আওড়ালেন গোয়েন্দা ইনসপেক্টর লেজুন—কিন্তু লোক জানতে চাইছে কেন তারা এ কাজ করলো।

—এর দুটো সম্ভাব্য কারণ আছে, বললেন ডাক্তার করিগ্যান—প্রথম কোনো হিংস্র মনের যুবা ঠগী এ কাজ করেছে। তারা ভয়ঙ্করতার জন্য ভয়ঙ্কর কাজ করে বেড়ায়। দুঃখের কথা এ ধরনের ছোক্‌রা আজকাল অজস্র ঘুরছে।

—আর অন্য জবাবটা কি?

ডাক্তার বারেক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন—কেউ তোমাদের গোরম্যানকে খুন করার জন্যই এ কাজ করেছে। এ জবাবটাই কি সম্ভাব্য?

লেজুন মাথা নাড়লেন—একেবারেই অসম্ভব। লোকজনের কাছে তিনি দারুণ জনপ্রিয়, এ অঞ্চলের সবাই তাঁকে ভালোবাসে। তাঁর শত্রু আছে এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি। আর ডাকাতিও একেবারে অসম্ভব ঘটনা। যদি না...।

—যদি না কি? শুধালেন ডাক্তার—পুলিশ সূত্র পেয়েছে! আমি ঠিক বলছি, তাই না?

—তাঁর কাছে একটা জিনিস ছিলো, আর সেটা নিয়ে যেতে পারেনি ওরা। আসলে ওটা ছিলো তাঁর জুতোর মধ্যে ঢোকানো।

ডাক্তার করিগ্যান শিস দিয়ে উঠে বললেন—একটা গোয়েন্দা কাহিনীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যেন।

লেজুন হেসে বলতে লাগলেন—তার চেয়ে সোজা। ফাদারের পকেটটা ফুটো। সার্জেন্ট পাইন ফাদারের বাড়ির ঝিয়ের সাথে কথা বলেছে। মনে হচ্ছে, ঝিটা অগোছালো স্বভাবের। তাই ফাদারের পোশাক-আশাক সাফাই করে গুছিয়ে রাখে না, অথচ এটা তার করার কথা। ঝি তা মেনেও নিয়েছে। কাগজের টুকরো বা চিঠি যাতে ফুটো দিয়ে আলখাল্লার সেলাইয়ে ঢুকে না যায় তাই ফাদার ওগুলো জুতোর ফাঁকে গুঁজে রাখতেন।

—এবং খুনী তা জানতো না, তাই তো?

খুনী তো ভাবতেই পারেনি। মনে হয়, সামান্য কিছু কৃপণের ধন নয়। সে হাতড়াতে চাইছিলো এই চিরকুটখানা। চিরকুটে কি লেখা আছে। লেজুন ড্রয়ার খুলে একখানা দোমড়ানো কাজের টুকরো বার করলেন।

কয়েকটা নামের একটা তালিকা। বললেন গোয়েন্দা ইনসপেক্টর।

ডাক্তার করিগ্যান কৌতূহলী দৃষ্টিতে চিরকুটখানা দেখলেন। ওরসিরদ—স্যাণ্ডফোর্ড—পারকনিস—হেসকেথ কিউবয়—শা ইরিমণ্ডস ওয়ার্থ—টাকারটন—করিগ্যান। দেলা ফন্টেন?

তালিকাটা দেখার পর ডাক্তারের চোখ কপালে উঠলো। বললেন—দেখছি, আমারও নাম রয়েছে চিরকুটে।

এর কোনো নামের লোককে কি চেনেন, জানেন? ইনসপেক্টর শুধোলেন। কাউকে চেনা মনে হচ্ছে না। এবং ফাদার গোরম্যানের সাথেও কখনও দেখা হয়নি? কক্ষনো না। তাহলে দেখছি আপনি আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।

—আচ্ছা, এই তালিকা দেখে কোনো ধারণা কি গোয়েন্দাদের মাথায় এসেছে। ডাক্তার

Scanned by CamScanner

শুধালেন। লেজুন সরাসরি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু বললেন—সন্ধ্যে সাতটার সময় একটা ছোকরা ফাদার গোরম্যানকে ডাকতে এসেছিল। এক মরণাপন্না বৃদ্ধা ফাদারকে না কি ডাকছে। ছোকরার সাথেই ফাদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

কোথায়? যদি আপনার জানা থাকে।

আমরা জানি। এটা জানতে আমাদের বেশিক্ষণ লাগেনি। তেইশ নম্বর বেস্থাল স্ট্রিটে যান। কপিন্‌স নামে এক মহিলার বাড়ি, রোগিণী মিসেস ডেভিস। পাদরী ওখানে হাজির হল সাড়ে সাতটার সময় এবং রোগীর সঙ্গে আধঘণ্টা থাকেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছবার ঠিক আগের মুহূর্তেই রোগিণীর মৃত্যু ঘটে।

বুঝেছি।

—বাড়ির খুবই কাছে টনির কফিখানায় এরপর ফাদার ঢোকেন। খুবই ভদ্র কফিখানা, এর সঙ্গে অপরাধের কোনো রকম সংশ্রব নেই। সামান্য খাবার খরিদ্দারদের দিতে সক্ষম টনি—কারণ খুব বেশি খরিদ্দার তার কফিখানায় ঢোকে না। ফাদার এক পেয়ালা কফি চাইলেন। তারপর নিজের পকেট হাতড়ালেন। কিন্তু যা খুঁজছিলেন পেলেন না। এবং কফিখানার মালিক টনির কাছে এক টুকরো কাগজ চাইলেন ফাদার, নিজের হাতের টুকরোটা দেখিয়ে ইনসপেক্টর বললেন—এই সেই টুকরোটা।—এবং তারপর?

টনি কফির পেয়ালা এনে দেখলো ফাদার চিরকুটে কি লিখেছে। একটু পরেই বাস্তবে কফির পেয়ালায় চুমুক (অবশ্য এর জন্য আমি তাঁকে দোষ দিচ্ছি না) না দিয়ে চিরকুট লেখা শেষ করে এবং চিরকুটখানা জুতোর মধ্যে গুঁজে ফাদার বেরিয়ে যান।

সেখানে আর কেউ কি তখনো ছিলো?

—টেডি ছোকরাদের ধরনের তিনটে ছোকরা কফিখানায় ঢুকে একখানা টেবিলে বসে। তারপর আসে একজন বয়স্ক লোক। বসে একটা টেবিলে। কিন্তু কোনো কিছু দিতে না বলে বয়স্ক লোকটা উঠে কফিখানা থেকে বেরিয়ে যায়।

লোকটি কি ফাদারের পিছু নিয়েছিলো?

পিছু নিতে পারে। লোকটা যে কখন বেরিয়ে চলে যায় টনি তা দেখেনি এমন কি সে দেখেনি যে সে কিরকম দেখতে। তবে এটুকু বলেছে যে সে একদম সাধারণ লোক। আরো পাঁচজন লোকের মতন। সাদামাটা ধরনের দেহের উচ্চতা মাঝারি। মনে পড়তে বললো, লোকটা একটা গাঢ় নীল রংয়ের ওভারকোটে দেহ ঢেকে রেখেছিল। তবে ওভারকোটটা দেখতে বাদামী হতে পারে। লোকটার গায়ের রঙ কালোও নয় ফরসাও নয়। এ ব্যাপারটার সাথে যে তার কোনো যোগ আছে সে তা নজরও করছে না। আর তা কেউ জানেও না। তাছাড়া লোকটি আমাদের কাছে এসে বলেওনি যে সে টনির কফিখানায় পাদরীকে দেখেছিলো। অবশ্য তার এসে বলবার সময় এখনও পার হয়ে যায়নি। আমরা ঘোষণা করেছি যারা রাত পৌনে আটটা থেকে সওয়া আটটার মধ্যে পাদরী গোরম্যানকে দেখেছিলো তারা যেন আমাদের কাছে এসে খবর দিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে—একজন মহিলা এবং আর একজন কাছের এক ওষুধের দোকানের কেমিস্ট। একটু পরেই আমি নিজে ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো। রাত সওয়া আটটার সময় ওয়েস্ট স্ট্রিটে দুটি ছোকরা ফাদারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিল। জানেন তো সে কথা। বাস্তবে ওটা একটা সুঁড়ি পথ—রেল লাইন এক ধারে। পরের ঘটনা তো সবই আপনার জানা।

চিরকুটের ওপর টোকা দিয়ে মাথা নাড়লেন ডাক্তার করিগ্যান। শুধালেন এ সম্বন্ধে কি ভাবছো?

মনে হয় এই চিরকুটখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বললেন লেজুন।

মরণাপন্না রমণী নিশ্চয় তার কাছে কিছু বলেছিলো এবং ভুলে যাওয়ার আগে যেমনি সুযোগ এসেছে অমনি কাগজের উপর নামগুলো পাদরী লিখে রেখেছেন। তবে সিল করা খামে ভরা স্বীকৃতি পত্র দিলে পাদরী এ কাজ করতেন কিনা সেটাই জানার বিষয়। তাই না?

এটা সিল করা খামে গোপনে দেওয়ার প্রয়োজনই হয়ত ছিলো না, বললেন গোয়েন্দা

Scanned by CamScanner

ইনসপেক্টর লেজুন—ধরুন, একটা দৃষ্টান্ত দিই, এই এই নামগুলোর সঙ্গে ব্ল্যাকমেল করবার ষড়যন্ত্র জড়িয়ে থাকতে পারে।...

—ঐটা তোমার ধারণা, তাই না ইনসপেক্টর?

আমার মনে এখনও কোনো ধারণা গড়ে ওঠেনি। এটা স্রেফ শুরু করার আগে। একটা অনুমান। এই লোকগুলোকে ঠকানো হচ্ছিলো, ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা চলছিলো। ওই মরণাপন্না রমণী হয় নিজে ব্ল্যাকমেলার ছিলো আর না হয় তাকেই ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিলো। আমি বলবো সাধারণ ধারণাটাই হচ্ছে অনুশোচনা, স্বীকৃতি দান এবং যতদূর সম্ভব ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ।

ফাদার গোরম্যান এই দায়িত্ব গ্রহণ করছিলেন। এবং তারপর?

প্রত্যেকটি ঘটনার কারণ এখন অনুমান নির্ভর। বললেন ইনসপেক্টর লেজুন—এটাকে অর্থ রোজগারের একটা ফাঁদ বলা যায়। এবং কেউ এই অর্থ প্রদানের ব্যবস্থাটাকে বন্ধ করতে চায়নি। কেউ একজন জানতে পেরেছিল, মিসেস ডেভিস মরণাপন্না এবং তিনি গীর্জার ফাদারকে ডেকে পাঠাবেন। এরপর সব কিছু পরপর ঘটেছে।

চিরকুটখানা পরখ করতে করতে করিগ্যান বললেন—অবাক হয়ে ভাবছি। আচ্ছা শেষ দুটো নামের শেষে যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসানো হয়েছে তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

এমন হতে পারে যে শেষ নাম তাঁর সঠিকভাবে মনে আছে সে ব্যাপারে ফাদার গোরম্যান সুনিশ্চিত ছিলেন না।

এটা হয়ত করিগ্যানের বদলে হবে সুল্লিগ্যান। একটু হেসে সায় দিয়ে বললেন ডাক্তার, এটা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই দেলা ফন্টেন নামটা—আমার আর তোমার কাছে মানে...বুঝতে পারছো তো কি বলছি। এটা একটা আজব ব্যাপার কারণ এর একটারও নামের সঙ্গে ঠিকানা দেওয়া নেই...। ডাক্তার আবার নামগুলো পড়লেন।

—পারকিন্‌স...অজস্র পারকিন্‌স আছে। স্যাণ্ডফোর্ড নামটা অসাধারণ নয়। আবার এই হেসকথ ডিউবয় একেবারে গাল ভরা নাম। এ ধরনের নাম অনেক থাকতে পারে না। বলতে বলতে আকস্মিক আবেগে ঝুঁকে বসে টেবিল থেকে টেলিফোন ডাইরেকটারিটা টেনে নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন। ইংরাজী ই থেকে এল পর্যন্ত সব নামগুলো একবার খুঁজে দেখা যাক। হেসকথ...মিসেস-এ...জন এ্যাণ্ড কোম্পানি...প্লাম্বারস...স্যার ইমিডোর। আহা। এই যে পেয়েছি। হেসকথ ডিউবয়, লেডি উনপঞ্চাশ, একে সেমিয়ার স্কোয়ার, এম. ডাব্লু ওয়ান। ওকে ফোন করে এখন কি বলা হবে।

—কি বলবেন?—

উৎসাহ পাওয়া যাবে, ডাক্তার করিগ্যানকে খুশিভরা গলায় বললেন।

—বেশ, কথা বলুন। বললেন লেজুন।

—কি বলবো? করিগ্যান তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

লেজুন খুশি হয়ে বললেন—বললুম ত কথা বলুন। এমন চমকে মারেন না। তারপর নিজেই ফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে ডাক্তার করিগ্যান শুধালেন—কত নম্বর?

—গ্রসভেনর ৬৪৫৭৮।

লেজুন নম্বরটা আওড়ালেন। তারপর রিসিভারটা ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললেন—নিন, এবার কথা বলুন।

—এটা কি লেডি হেসকথ ডিউবয়ের বাড়ি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হাঁ...বলছি...।

এসব ছুটকো কথায় কান না দিয়ে ডাক্তার বললেন—আমি কি তার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারি?

—না কথা বলতে পারেন না। লেডিজ হেসকথ ডিউবয় গত এপ্রিল মাসে মারা গেছেন।

—ওহো! চমকে উঠলেন ডাক্তার করিগ্যান। তারপর 'কে কথা বলছেন' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রিসিভার রেখে দিলেন।

Scanned by CamScanner

ইনসপেক্টর লেজুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—ও। তাহলে এ জন্যই তুমি আমাকে ফোনে কথা বলতে দিতে তৈরি ছিলে? লেজুনের মুখে বিদ্বেষপূর্ণ হাসির ঝিলিক। বললেন—বাস্তবকে তো আমরা সত্যি সত্যি অবহেলা করতে পারি না।

চিন্তিত মুখে বললেন তখন ডাক্তার—গত এপ্রিল, তার মানে পাঁচ মাস আগে। ঠিক পাঁচ মাস আগে যখন ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের বা এই ধরনের একটা কাজ বন্ধ হওয়ায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তখন আচ্ছা, মহিলা আত্মহত্যা বা ওইরকম আর কিছু করেনি তো।

—না। মহিলার মস্তিষ্কে টিউমার হয়েছিল। নামের তালিকাটার ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিতে নিতে বললেন ডাক্তার—তাহলে আবার আমাদের নতুন করে শুরু করতে হবে।

লেজুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তালিকাটা দেখিয়ে বললেন—এই তালিকাটা থেকে আমরা কোনো ফায়দা তুলতে পারবো কি না তা বুঝতে পারছি না। কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে বসে সময় কাটাবার জন্য হয়ত তালিকাটা বানানো হয়েছে। না হলে এ তালিকাটা থেকে আমরা ফায়দা তুলতে পারতাম।

—এখনও এই তালিকাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তুমি কি কিছু মনে করবে, ইনসপেক্টর?

একেবারেই না। কাজ করুন। আপনার সাফল্য কামনা করছি।

—তার মানে চাইছো আমি যাতে সফল না হই। এত নিশ্চিত হয়ো না। আমি এই করিগ্যান নামটা নিয়েই প্রথম নাড়াচাড়া করবো ভাবছি। তা সে লোক মিস্টার বা মিসেস কিংবা মিস হোক-আর এই নামটার শেষেই তো বসানো হয়েছে এক বিশাল জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

তৃতীয় অধ্যায়

—আচ্ছা, মিস্টার লেজুন, আমি বুঝতে পারছি না এর বেশি আর আপনাকে আমি কি বলতে পারি। এর আগে আপনার সার্জেন্টের কাছে তো আমি সব কথাই বলেছি। এই মিসেস ডেভিস যে কে কিংবা কোথা থেকে এসেছিলো তা আমি জানি না। মহিলা প্রায় মাস ছয়েক আমার এখানে ছিলো। নিয়মিত ভাড়া মিটিয়ে দিতো, এবং তাকে ঠান্ডা মেজাজের শ্রদ্ধেয় মহিলা মনে হয়েছিল। আর এর বেশি আপনি আমার কাছে যে কি জানতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু হাঁফ নেওয়ার জন্যে থামলো মিসেস কপিন্‌স। তারপর অখুশি দৃষ্টিতে তাকালো ইনসপেক্টর লেজুনের মুখের দিকে।

গোয়েন্দা ইনসপেক্টর এবার মহিলার দিকে চোখ রেখে শান্ত বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। এদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে তাঁর এই মৃদু হাসি বিফল হবে না।

মহিলা যেন নিজের আগে বলা কথাগুলো সংশোধন করার ইচ্ছায় বললেন—এমন নয়, যে জানা থাকা সত্ত্বেও আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি না...

—ধন্যবাদ। এই সাহায্যটুকুই আমাদের প্রয়োজন। পুরুষের চেয়ে মহিলারা অনেক বেশি জানতে, বুঝতে পারেন—পারেন সহজাত শক্তির অনেক বেশি অনুভব করতে।

এটা একটা দারুণই ভালো চাল দেওয়া হল—আর তাতে কাজও হলো। মিসেস কপিন্‌স বললেন—আমার ধারণা কপিনস্ আপনার কথার জবাব দিতে পারতো। যত আজব ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামাতো এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার জানার জন্য সব সময় চেষ্টা করতো। বলতো হাতে কাজ না থাকলে সব কিছু জানার জন্য মাথা ঘামাতো আর নাক ঝারতো। দশ-বারের মধ্যে ন-বার সে ঠিক কথা বলতো।

—আর ঠিক সে জন্যই তো মিসেস ডেভিস সম্পর্কে আপনার ধারণা জানতে চাইছি। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় মহিলা অসুখী ছিলেন?

—এখন এ ব্যাপারে, না আমি বলতে পারছি না। তাকে সব সময় ব্যবসায়ীসুলভ মহিলা বলে মনে হতো। তার ছিলো সুবিন্যস্ত আচরণ। মনে হতো তার জীবন সে পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তুলেছিলো আর সেই মতো কাজ করতো। সে কাজ করতো একটা খরিদ্দার সমিতিতে। তার কাজ ছিলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর সংগ্রহ করা—কার সংসারে কত সাবানের গুঁড়ো কিংবা ময়দা খরচ হয় এবং সপ্তাহে তার জন্য তারা কত খরচ করতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের খোঁজ

Scanned by CamScanner

নেওয়ার ব্যবস্থা আমার বিশ্রী লাগতো—মনে হতো এ ধরনের আচরণ আজকের দিনে পাগলামি। কিন্তু আমার মনে হতো মিস ডেভিস বেশ ভালোভাবে তার কাজ করতো। তার আচার আচরণ ছিলো খুবই আনন্দদায়ক, এলোমেলো নয়, ছিলো ব্যবসায়ী সুলভ এবং সুবিন্যস্ত।

—মহিলা যে সংস্থায় কাজ করতেন তার আসল নামটা কি আপনি জানেন না?

—না। আমি জানি না।

—তিনি কি কোনোদিন আপনাকে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের কথা বলেছিলেন?

—না। শুনেছিলাম, সে বিধবা। অনেকদিন আগেই তার স্বামী কিছুটা পঙ্গু ছিলো, কিন্তু সে কোনোদিন স্বামীর কথা নিয়ে বেশি আলোচনা করতো না।

—কখনো কি বলতেন বা কোথা থেকে তিনি এসেছেন—দেশের কোনো অঞ্চল থেকে?

—আমার মনে হয় না সে লণ্ডনের বাসিন্দা ছিলো। বোধ হয় উত্তরের কোনো অঞ্চল থেকে এসেছিল।

—আচ্ছা, তার জীবন যে রহস্যে ঘেরা ছিল তা কি কোনোদিন আপনার মনে হয়নি? কথা বলার সময় ইনসপেক্টর লেজুনের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিলো—মহিলার মুখ থেকে কোনো খবর কি বার করা যাবে...। কিন্তু মিসেস কপিন্‌স তাকে দেওয়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন না।

তাই বলতে লাগলেন—মনে হয় তেমন ধরনের কোনো অনুভব আমার মনে ছিলো না। নিশ্চয় তার কোনো কথা শুনেও আমার তেমন মনেও হয়নি। কেবল তার ঐ স্যুটকেসটার চেহারা দেখেই আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কাল চামড়ার স্যুটকেস হলেও একেবারে আনকোরা নতুন নয়। তার উপর রঙ দিয়ে লেখা দুটো অক্ষর—জেঃ ডিঃ—অর্থাৎ জেসি ডেভিস। বাজারে পুরানো স্যুটকেস ভালো অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। এবং স্বাভাবিক ভাবেই ঐ স্যুটকেসটা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। ইনসপেক্টর তা জানতেন মৃতা মহিলার ব্যক্তিগত জিনিসপত্তর খুবই কম ছিলো—এটা একটা রীতিমতন তাজ্জব ব্যাপার। ঘরে না পাওয়া গেছে চিঠি, না একখানা ফোটো। স্পষ্টতঃ মহিলার কোনো বীমাকার্ড ছিলো না, ছিলো না ব্যাঙ্কের পাস বই এবং চেক বই। তাঁর পোশাক-আশাকগুলো সবই কেতাদুরস্ত আর উন্নত জাতের পরিধানের যোগ্য—প্রায় প্রত্যেকটি পোশাকই আনকোরা নতুন।

—তাকে খুবই সুখী মনে হতো কি? শুধালেন ইনসপেক্টর।—আমার তাই মনে হয়েছে। মহিলার কণ্ঠে অনিশ্চয়তার সুর ইনসপেক্টরের কানে বাজলো। তাই আবার শুধালেন—আপনি কেবল মনে করেছেন?

—আচ্ছা, আপনি যা মনে করেছেন ঘটনাটা কিন্তু তাই নয়, তাই তো? বলতে পারি, মোটা বেতনের চাকরি করার জন্য মহিলা মার্জিত রুচির জীবন যাপন করতো আর তার জীবনও ছিলো পরিতৃপ্ত। অনুযোগ করার মনোবৃত্তি তার ছিলো না। তবে অসুস্থ হয়ে পড়লে...।

কথা যেন মহিলার মুখে জুগিয়ে দিতে চাইলেন ইনসপেক্টর—হাঁ, যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন কি?

—প্রথমে হয়ে পড়েছিলো খিট্‌খিটে। তখন সে ফ্লু-তে ভুগছিলো। বলেও ছিল, এখন তার সব কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। দেখাসাক্ষাৎও বন্ধ। কিন্তু ফ্লু রোগটার যখন বাড়াবাড়ি হয় তখন আর কেউ রোগটাকে অবহেলা করতে পারে না। তখন তাকে শয্যাশায়ী হতে হলো। মাঝে মাঝে গ্যাসের উনুনে চা বানিয়ে চুমুক দিয়েছে। মাথায় যন্ত্রণা বাড়লে খেতে হয়েছে এ্যাসপিরিনের বড়ি। বলেছিলাম, ডাক্তার ডাকাচ্ছো না কেন এবং জবাব দিয়েছিলো, তার প্রয়োজন দেখছি না। ফ্লু হলে বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে দেহ গরম রাখা ছাড়া আর কোনো ওষুধ নেই। আর ছোঁয়াচে রোগ বলে আমাকে তার ধারে কাছে যেতে বারণ করেছিলো। তার শরীর সুস্থ হলে তাকে কিছু কিছু রান্নাবান্না করে দিয়েছিলাম। গরম ঝোল আর স্যাঁকারুটি। আর মাঝে মাঝে দু-একখানা আসকে পিঠে। তার শরীর কিন্তু ভেঙে পড়লো—অবশ্য ফ্লু হলে এমনটা হয়। মনে হতাশা দেখা দেয়। আরো অনেকের মতো ও

Scanned by CamScanner

তার দেহ মনও গভীর হতাশায় ভেঙে পড়লো। মনে পড়ছে গ্যাসের উনুনের পাশে বসে সে একদিন আমায় বলেছিলো—কারো বেশি ভাবনা চিন্তা করা উচিত নয়। আমি সেটাই চাই। চিন্তাই আমাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। শেষ করে ফেলছে।

ইনসপেক্টর লেজুন গভীর মন দিয়ে মিসেস কপিন্‌সের দিকে তাকিয়ে তার বলা কাহিনী শুনছিলো—খানকয়েক পত্রপত্রিকা তাকে ধার দিলাম পড়বার জন্য। কিন্তু মনে হলো, পড়াশুনো করবার মতন তার মন নেই। একবার বলেছিলো যে ঘটনাগুলো যেমনভাবে ঘটা উচিৎ ছিল ঠিক যদি তেমনভাবে ঘটে। তবে সব ঘটনার বৃত্তান্ত না জানাই ভালো। তা—কি তুমিও বলো না? এবং আমি জবাব দিয়েছিলাম এটাই ঠিক কথা গো। আর সে বলেছিলো—জানি না। সত্যিই এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই বলেছিলাম তখন, তাহলে তোমার কথাই ঠিক। এবং আবার সে বলেছিলো, যখন যা কিছু করেছি তা পুরোপুরি সরল মনেই করেছি। লুকোচুরি কিছু তার মধ্যে ছিল না। তাই আমার মনে কোনো অনুশোচনা নেই। কিন্তু মুখে এই কথা বললেও মনে মনে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। যে সংস্থায় সে কাজ করে সেখানে ব্যবসাঘটিত হিসেবপত্তর গোলমাল এবং গরমিলের জন্য হয়তো কিছু ঘটে থাকতে পারে—এবং সে তা জানতে পেরেছিলো। কিন্তু এমন কাজ সে করতে পারে না।

—তা অসম্ভব। লেজুন স্বীকার করলেন।

—যা হোক সে ভালো হয়ে উঠে কাজ করতে শুরু করলো। তাকে বলেছিলাম খাটাখাটনি খুব তাড়াতাড়ি শুরু করলে। আরো দু-চার দিন বিশ্রাম নেওয়া ভালো। এবং আমি যে সত্যি কথাই তাকে বলেছিলাম তার প্রমাণও হাতে হাতে ফললো। দু দিনের দিন সন্ধ্যেবেলা সে ঘরে ফিরে আসলো। জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে সে দারুণ হাঁপাচ্ছে। বললাম তোমার জন্য এক্ষুনি ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি। কিন্তু সে রাজী হলো না। সারাদিন ধরে তার অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। চোখ দুটো হয়ে উঠলো ঘষা কাঁচের মতন। গাল দুটো জ্বরের তাপে জ্বলছিলো। শ্বাসকষ্টও দেখা দিলো। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় সে আর কথা বলতে পারছিলো না। তবু অতিকষ্টে আমাকে বললো—একজন পাদরী, আমাকে একজন পাদরীর সাথে কথা বলতেই হবে। এবং দেখা করতে হবে এক্ষুনি, তাড়াতাড়ি...নইলে বড় দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের গীর্জার পাদরীর সঙ্গে সে দেখা করতে চাইলো না। তার চাই একজন রোমান ক্যাথলিক পাদরী। জানতাম না, সে রোমান ক্যাথলিক, তার ক্রুশচিহ্ন বা অন্য কিছু কোনোদিন তো দেখিনি। কিন্তু তার স্যুটকেসের ভিতরে একটা কোণে একখানা ক্রুশচিহ্ন আটকানো ছিলো। পুলিশ তো পেয়েছে। কিন্তু লেজুন কথাটা ভাঙলেন না। তিনি শুধু বসে মহিলার কথা শুনছিলেন।

—পথের ওপর মাইক ছোকরাকে দেখতে পেলাম। তাকে পাঠিয়ে দিলাম সেন্ট দোমিনিকের গীর্জার ফাদার গোরম্যানের কাছে। এবং ফোনে ডাক্তারকে কল দিয়ে নিজের বুদ্ধি মতন হাসপাতালে একটা খবর দিলাম। তাকে অবশ্য এ সব কথা জানাইনি।

—ফাদার পৌঁছলে আপনি কি ফাদারকে মহিলার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং তাদের দুজনকে ঘরের মধ্যে রেখে চলে এসেছিলাম।

—তাদের মধ্যে কেউ একজনও কি কোনো কথা বলেছিলো?

—এখন ঠিক সে কথা মনে করতে পারছি না। আপন মনে বলে উঠলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

থিয়েটার হল ওল্ড ভিক্ থেকে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গী আমার বান্ধবী হারসিয়া রেডক্লিফ। 'ম্যাকবেথ' নাটকের অভিনয় দু'জনে মিলে দেখতে গিয়েছিলাম। রাস্তায় আমাদের গাড়ি দাঁড় করানো। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা পার হওয়ার সময় হারসিয়া কটু কণ্ঠে মন্তব্য করলো। যে দিন ওল্ড ভিকে থিয়েটার দেখতে আসি সেদিন বৃষ্টি পড়তে শুরু করে এটা এমনি ধরনের একটা বস্তু।

Scanned by CamScanner

ওর ঐ রকম ধারণায় আমি সায় দিতে পারলাম না। আমি বললাম যে সে কেবল বৃষ্টির দিনগুলির কথা মনে করে রাখে। ও ঠিক সূর্যঘড়ির বিপরীত একটা সামগ্রী।

আমি যখন গাড়ির ক্লাচে চাপ দিচ্ছিলাম তখনি আবার বলে উঠল। এই গিন্দবোর্নে আমার দিনগুলো সৌভাগ্যে ভরে গেছে। এখানে নিখুঁত ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারি না—কারণ আজকাল সব কিছুই নিখুঁত। সঙ্গীত—চমৎকার ফুলের বাগান—সাদা সাদা ফুলে ভরা গাছের সার।

আমরা গিন্দবোর্ন এবং গান সম্বন্ধে আলোচনা করলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ হারসিয়া বলে উঠলো—আমরা কি ডোভারে প্রাতঃরাশে যাচ্ছি না। তবে খাব কি?

—ডোভারে। তোমার ভাবনা কি অস্বাভাবিক। ওখানে গিয়ে আমরা ফ্যান্টাসিতে ঢুকবো। ম্যাকবেথ নাটকের এমন রক্তক্ষয়ী ঘটনা আর বিষণ্ণতা সমৃদ্ধ সুন্দর অভিনয় দেখার পর সত্যিকারের ভালো খাদ্য আর পানীয় প্রয়োজন। শেক্সপীয়ার আমাকে সব সময় ক্ষুধার্ত করে তোলে।

—হাঁ। ওয়াগনারাও তাই করেন। কভেন্ট গার্ডেনে বিশ্রামের সময় ভাজা স্যালমন মাছের স্যাণ্ডউইচ মনে কোনো দাগ রাখতে দেয় না। ডোভারের কথা বলছি কারণ ও দিকেই তো তুমি গাড়ি চালাচ্ছো।

মাঝে মাঝে লোককে ঘোরাপথে যেতে হয় সেটা বোঝাতে চাইলাম।

—কিন্তু তুমি তো বেশ ঘুরছো, তুমি পুরানো কেস্ট রোড থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছো।

এখন দেখলাম হারসিয়ার কথাই ঠিক, চারধারের পরিবেশ নিরীক্ষণ করলাম। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, এখানে এলে আমার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়।

হারসিয়া স্বীকার করলো—সত্যিই গোলমেলে। ওয়াটারলু স্টেশনের চারধারে ঘুরে ঘুরে মরতে হয়।

অবশেষে ওয়েস্টমিনিস্টার সেতুর কাছাকাছি সফল ভাবে পৌঁছবার পর আমরা আবার কথাবার্তা শুরু করলাম।—এই কিছু সময় আগে ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম। আমার বান্ধবী হারসিয়া। সে এক সুন্দরী যুবতী। তার বয়স ২৮ বছর। বীরের মতন তার দেহের গড়ন। গ্রীক দেশের রমণীর মতো তার দেহ এবং নিখুঁত। মাথাভরা কোঁকড়া চুলের ঢাল তার কাঁধের উপর উপছে পড়ছে। আমার বোন সব সময় তার নাম উল্লেখ করার সময় বলে যে সে মার্কের বান্ধবী।

এমন প্রশ্নের আদলে কথাটা সে আওড়ায় যে আমি আর বিরক্তি প্রকাশ করতে পারি না কোনো সময়।

ফ্যান্টাসি রেস্তোরাঁ আমাদের দুজনকে ভিতরে আহ্বান জানিয়ে যেন আনন্দ প্রকাশ করলো। পরিচালক যে সে আমাদের দুজনকে গোলাপী রঙের মখমল ঢাকা দেওয়ালের ধারে একখানা টেবিলে বসালো। ফ্যান্টাসি এমনি একজন যে সে জনপ্রিয় হওয়ার যোগ্য। টেবিলগুলো বেশ কাছাকাছি রাখা। আমরা চেয়ারে বসতেই পাশের টেবিলের লোকেরা খুশি মনে অভ্যর্থনা জানালেন।

ডেভিড আরডিংলি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের লেকচারার। সে তার সঙ্গিনীর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটি দেখতে খুবই ভালো। মাথায় চুল খুব সুন্দরভাবে বাধা। একটা কোণ করে চুল কুন্তলগুলি যেন তার ব্রহ্মতালুর দিকে উর্ধ্বমুখী। বলতে বেশ অবাক লাগছে মেয়েটিকে বেশ মানিয়েছে।

বড় বড় নীল চোখের তারা আর ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত—যেন আধখোলা একটা ফুলের কুঁড়ি। ডেভিডের অন্য আর মেয়ের মতন এই মেয়েটিও ফাজিল। ডেভিড একজন নামকরা চতুর যুবক। বাস্তবে ডেভিড অল্প বয়সের মেয়েদের নিয়ে মজা লুটে বেড়ায়। সে সবসময় খুশিতে সময় কাটাতে ভালোবাসে।

—গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল, এটি আমার আদরের কুকুর ছানা। ওই মার্ক আর

Scanned by CamScanner

হারসিয়াকে দেখো। ওরা দারুণ গম্ভীর আর নাক উঁচু। তুমি একবার চেষ্টা করে ওদের পাশে বসো এবং দেখো। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি তুমি যেন শেক্সপীয়ার কিংবা ইবসেনের মানস চরিত্র।

—ওল্ড ডিক মঞ্চে ম্যাকবেথের অভিনয়, বলল হারসিয়া।

—ব্যাটসনের প্রযোজনা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?

—আমার ভালো লাগে, জবাব দিল হারসিয়া—মঞ্চের আলোকপাত মনে আগ্রহ এবং এমন সুন্দরভাবে অভিনীত পানভোজনের দৃশ্য আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

—ওহো, কিন্তু ডাইনীদের ব্যাপার কি বলো?

—ব্রেসকট। বললো হারসিয়া এবং আর একটু যোগ করলো। তারা তো রয়েছেই ডেভিড সায় দিলো।

মনে হচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। বললো, যে—ওরা সবাই লাফালাফি করছে এবং প্রত্যেকেরই আচরণে ফুটে উঠেছে তিন ভাঁজা করা দৈত্য রাজার আদল। তুমি আশা না করে থাকতে পারো না যে, এবার খাস একটা পরী সাদা পোশাকে সেজে মঞ্চে ঢুকবে আর মোটা গলায় আওড়াবে।

তোমার দুষ্টুবুদ্ধি হবে না জয়ী। শেষের সেদিনে, এই ম্যাকবেথ, যে নাকি হাজির হবে সেখানে।

আমরা সবাই খুব জোরে হাসলাম। ডেভিড কিন্তু হাসির রোল শুনে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো। আর ঝাঁঝালো গলায় শুধালো—কি ভাবছো তুমি?

কিছু না। অন্যায় এবং দৈত্যরাজ সম্বন্ধে আমি মনে মনে ভাবছিলাম। হাঁ...আর ভাবছিলাম সদ্‌পরী সম্পর্কেও।

—তোমার সদ্ প্রস্তাবটি কি?

—ওহো চেলসিয়ার কফিখানায়।

—তুমি কত চালাক আর স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছো আজকাল মার্ক, তাই না? সব কিছুই ঘটছে চেলসিয়ার পরিবেশে। ওখানেই উত্তরাধিকারিণীরা অসুবিধার মধ্যে রয়েছে, বিবাহ সঙ্কট চললে। কাজেই পপিকে ওখানে থাকতে হবে, তাই না খুকু?

পপি তার বড় বড় দুচোখ মেলে তাকালো।

—চেলসিয়া যেতে আমি ঘৃণা বোধ করি। আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি ফ্যান্টাসিকে। এমন মনোরম সুস্বাদু খাবারদাবার। প্রতিবাদ করে পপি বললো।

—তোমার পক্ষে সেটাই ভালো পপি। সত্যি কথা বলতে কি চেলসিয়ায় খাওয়ার মতন রেস্ত তোমার নেই। মার্ক, তুমি এবার ম্যাকবেথ ও জঘন্য ডাইনীদের সম্বন্ধে আরো কিছু বলো। তাহলে প্রযোজনার কাজে নামলে কিভাবে ডাইনীদের অভিনয় করাবো তা জানতে পারবো।

ডেভিড অতীতে অভিনেতা সংঘের নামকরা সদস্য ছিল।

—আচ্ছা, কি ভাবে?

—আমি ওদের খুবই সাধারণ রূপ দেবো। ঠিক ধূর্ত, শান্ত বৃদ্ধাদের মতন রূপ। আর হাবভাব হবে গ্রামাঞ্চলের ডাইনীদের মতো।

—কিন্তু আজকাল তো দেশে কোনো ডাইনীর অস্তিত্ব নেই? অবাক চোখে তার দিকে তাকালো পপি।

—তুমি একথা বলতে পারছো কেননা তুমি লণ্ডন শহরে বসবাস করা মেয়ে।

ইংল্যাণ্ডে গ্রামে এখনও একজন করে ডাইনী আছে। পাহাড়ের তৃতীয় কুটিরখানাতেই তো রয়েছে বৃদ্ধা মিসেস ব্লাক। ছোট বাচ্চাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন বৃদ্ধাকে বিরক্ত না করে। আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধাকে ভাজা পিঠে পাঠানো হয়।

বলতে বলতে অর্থবহ ভাবে আঙুল নাড়ালো, বারেক থেমে বললো—তুমি যদি বৃদ্ধাকে আবার বিরক্ত করো তবে তোমার গাইগরুগুলো দুধ দেওয়া বন্ধ করবে। তোমার আলুচাষ করা

Scanned by CamScanner

মার খাবে, অথবা ক্ষুদে জনির গোড়ালি যাবে মুচড়ে। কাজেই তোমাকে বৃদ্ধা মিসেস ব্লাকের নজরে থাকতে হবে। মুখে কেউ কিছু বলতে চায় না...তবে সবাই একথা জানে।

—তুমি ঠাট্টা করছো।

পপি ভিজে গলায় বললো,—না আমি ঠাট্টা করছি না। আমি ঠিক বলছি, তাই না মার্ক?

—দেশে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-সব কুসংস্কার একেবারে উৎখাত হয়ে গেছে। জোর গলায় হারসিয়া বললো।

—দেশের গ্রামগুলোতে তা হয়নি। তুমি কি বলো মার্ক?

—আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলছো। বললাম ধীরে ধীরে—যদিও আমি ঠিক ভাবে জানি না।

গ্রামের পরিবেশে আমি খুবই বেশিদিন ছিলাম না।

—বুঝতে পারছি না কিভাবে তুমি সাধারণ বৃদ্ধাদের দিয়ে ডাইনীর অভিনয় করাতে চেষ্টা করছো।

ডেভিডের আগের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বললো হারসিয়া—নিশ্চয়ই ওদের ঘিরে ছিলো অতি প্রাকৃতিক এক পরিবেশ।

ডেভিড একবার জবাব দিলো, ওহে একবার ভাবো, এটাকে বরং পাগলামি বলা যায়। কেউ যদি মাথার চুলে খড় কুটো গুঁজে ঘুরে বেড়ায়, পা টেনে টেনে হাঁটে, পাগলের মতন দেখায় তাকে, তবে সেটা ভয়ানক ভীতিজনক হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার কাছে একবার আমাকে মানসিক রোগীদের হাসপাতালে এক ডাক্তারের কাছে একটা খবর নিয়ে যেতে হয়েছিল, আমাকে একখানা ঘরে বসানো হয়েছিল। সেই ঘরে বসে একজন সুন্দর মহিলা দুধে চুমুক দিচ্ছিল। মহিলা নিয়মমাফিক আবহাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করলো। তারপরই সহসা একটু সামনে ঝুঁকে মৃদু কণ্ঠে শুধালো :

—আচ্ছা, ওই ফায়ারপ্লেসের আড়ালে তোমার বাচ্চাটাকে কি কবর দেওয়া হয়েছে? এবং তারপর মাথা দোলাতে দোলাতে বললো—ঠিক ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে দশ মিনিট, একই টাইমে রোজ ঘটনাটা ঘটে। এমন ভান করেছো যে তুমি যেন তার রক্ত দেখোনি।—এমন ঠান্ডা গলায় ঘটনাটা বলেছিল। শিরদাঁড়াটা ভয়ে শির শির করে উঠলো।

—সত্যিই কি কেউ ফায়ারপ্লেসের আড়ালে কবর দিয়েছিলো? পপি জানতে চাইলো।

ডেভিড তার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলো :

প্ল্যানচেটের মাধ্যমে অশরীরী আত্মাকে ডেকে কথা বলা যায়। সেই সময় ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। ঘরের দরজায় টোকা পড়বে। অশরীরীক পায়ের আওয়াজ জাগবে। আত্মা এসে বসবে। তারপর ঘরে ফিরে সে মাছ-ভাত খাবে। মনে হবে যেন সে একজন সাধারণ মহিলা। হাসি, খুশি মানুষ।

—তাহলে ডাইনী সম্বন্ধে এটাই তোমাদের ধারণা। বললাম—ঠিক সেই তিনটে স্কটিশ বুড়ির মতন—বুড়িদের দিব্য দৃষ্টি ছিল—গোপনে তারা কৌশল অভ্যাস করতো। একটা হাঁড়ির উপর তাদের জাদুমন্ত্র আওড়াতো। অশরীরীক আত্মার সাথে কথা বলত। অথচ তারা একদম সাধারণ জীবন যাপন করতো। এইরকম জীব ছিল এই তিন কুড়ি, হাঁ এটা রীতিমতন মনকে প্রভাবিত করে।

যদি কোনো অভিনেতা দিয়ে এমন অভিনয় করাতে পারো। সে শুকনো গলায় বলে উঠল। হারসিয়া।

—ওখানেই তো কিছু বলার আছে। ডেভিড কথাটা মেনে নিল। যদি পাণ্ডুলিপিতে কোনোরকম মত্ততা দেখাবার কথা থাকে তবে অভিনেতা সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে চাইবে শহরের দিকে। মঞ্চে যদি মৃত্যুর দৃশ্য থাকে তবে একি অবস্থার সৃষ্টি হয়। কোনো অভিনেতাই সম্পূর্ণ নিথর অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মতন লুটিয়ে পড়তে পারে না। তাই তাকে যন্ত্রণায় কাতরাতে হয়। ছটফট করতে হয়, দু চোখ ঘোরাতে হয়, হাঁফাতে হয়, বুক মাথা খামচে ধরে তাকে অভিনয় করে দেখাতে হয়।

Scanned by CamScanner

অভিনয়ের কথা বলছো, ফিল্মের অভিনীত ম্যাকবেথ সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? এ ব্যাপারটায় সমালোচকদের দারুণ মতভেদ রয়েছে।

আমার ধারণা এটা দারুণ অভিনয়। হারসিয়া বললো—নিশি পাওয়া অবস্থায় হাঁটার দৃশ্যের পরই ডাক্তারের সঙ্গে সেই দৃশ্য সেই কথা—তুমি কি অসুস্থ মনকে সারিয়ে তুলতে পারো না। আমি এর আগে যা কোনোদিন ভাবিনি তাই তিনি অভিনয়ে আজ ফুটিয়ে তুলেছেন। আর সত্যি সত্যি তিনি ডাক্তারকে বলেছেন তাঁর মৃত্যু ঘটাতে। তবু তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসতেন। তিনি অভিনয় দিয়ে তাঁর মনের ভয় এবং ভালোবাসার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। এরপর তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত। কথাগুলি তিনি যেভাবে বলেছেন এই রকম বলবার ধরন আমি জীবনে কখনও শুনিনি।

—আজকের দিনে এইরকম তাঁর অভিনয় দেখলে শেক্সপীয়ারও কিছুটা অবাক হয়ে যেতেন। শুকনো গলায় বললাম।

—ডেভিড বললেন এবং সন্দেহ করলেন। বুরবেজ কোম্পানী এর মধ্যেই তাঁর আত্মার তৃষ্ণা কিছুটা মেটাতে পেরেছে।

হারসিয়া বিড় বিড় করে বললেন—প্রযোজক যা কিছু করেছে সেটাই তো লেখকের কাছে একটা চিরন্তন বিস্ময়।

—সত্যিই কেউ বেকনকে ডাকেনি শেক্সপীয়ার লিখতে? শুধালো পপি।

—ও মতবাদ আজকাল একেবারেই অচল। সমবেদনার্দ্র কণ্ঠে বললো ডেভিড—তুমি কি জানো বেকন সম্পর্কে?

—পপি বিজয়ীর মতো বললো তিনি বারুদ আবিষ্কার করেছিলেন। আমাদের দিকে তাকালেন ডেভিড।

—বুঝছো তো এই মেয়েটাকে আমি কেন ভালোবাসি? বললো সব সময় সে আজব আজব জিনিস জানতে পারে। রজার নয়। ফ্রান্সিস আমার ভালোবাসার মানুষ।

—খবরটা আমার মনে কৌতূহল জাগাচ্ছে হারসিয়া বললো—ফিল্মিং তৃতীয় খুনের অভিনয় করছে। এর কি কোনো নজীর আছে?

ডেভিড জবাব দিলো—আমারো তাই বিশ্বাস। তখনকার দিনে এর যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কোনো ছোটখাটো কাজ করানোর দরকার হলে পেশাদার খুনী পাওয়া সম্ভব ছিল। এটাই মজার ব্যাপার আজকালকার দিনেও এই রকম পেশাদার খুনী পাওয়া যায়।

হারসিয়া প্রতিবাদ করলো। গুণ্ডার দল, বদমাশের বাহিনী যাই বলো না কেন তারা শেষ হয়ে গেছে। যাদের কথা বলতে চাইছি তারা গুণ্ডার দল নয়। নয় সমাজবিরোধী কিংবা নয় অপরাধ রাজ্যের মস্তান, ডেভিড বললো। তারা একদম সাধারণ মানুষ, তারা কারো হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। এরা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী, মস্ত ধনী। এমিলি চাচী বড় বেশিদিন বেঁচে রয়েছে, ওই কদাকার স্বামী।—সে নাকি সব কাজে বাধা দেয়। কাজটা তাহলে কত সহজে সুষ্ঠুভাবে হয়ে যাবে যদি হ্যারোডাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলতে পারো—তোমাদের দলের দুজন খুনীকে কি পাঠাতে পারবে।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

—কিন্তু যে কোনো লোক এ কাজ করতেই পারে তাই না? পপি বললো।

আমরা তার দিকে তাকালাম।

—আচ্ছা পুতুল মেয়ে কিভাবে তারা পারে। শুধালো ডেভিড।

—আমি বলছি, এ কাজ চাইলে লোকজনরা করতে পারে। তোমরা তো বলছো লোকজনরা আমাদের পছন্দ করে। আমার বিশ্বাস এ কাজটিতে খুব খরচা পড়ছে।

পপির গোলগাল দু'চোখে নিষ্পাপ কৌতূহলের দৃষ্টি স্পষ্ট—তার অধরযুগল অর্ধ বিস্ফারিত।

Scanned by CamScanner

—তুমি কি বলতে চাইছো? কৌতূহলী প্রশ্ন ডেভিডের। পপিকে কিছুটা হতভম্ব মনে হল।

—ওহো! আমার মনে হচ্ছে আমি একটা গোলমাল করে ফেলেছি। আমি বলতে চাইছি পেল হর্সের কথা। এ ধরনের একটা ব্যাপার।

—পেল হর্স—একটা রঙচটা ঘোড়া সে আবার কি ধরনের ঘোড়া? পপি লজ্জায় মাথাটা নত করলো।

—কথাটা বলে ফেলে বোকা বনে গেলাম। লোকের মুখে কথাটা শুনে ভুলবশত বলে ফেলেছি।

—হয়ত ওটা একধরনের ঘোড়ার গাড়ী হবে। ডেভিড মনে সান্ত্বনা জানানোর জন্য বলল।

* * * *

আমরা সবাই জানি একটা জিনিসের কথা শোনবার পর চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি জিনিসটা চোখে পড়ে যায় তবে এই ঘটনাটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় একটা তাজ্জব ব্যাপার। পরের দিন সকালবেলাই প্রমাণ পেলাম—

—ফ্লাক্স ম্যান—৭৩৮৪১

টেলিফোনের মধ্যে হাঁফের টান শোনা গেল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে একজন উদ্ধত ভাবে বললো—ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখছি আমি এখুন আসছি।

দারুণ ভাবে মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

—চমৎকার। একটুক্ষণ ভেবে বললাম, এটা এটা কি...?

—যা হোক কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হলো—বাজ দু বার আঘাত হানে না।

—তুমি কি বলছো সঠিক নম্বরটা জানতে পেরেছো?

—নিশ্চয় পেরেছি। তুমি তো মার্ক ইস্টারব্রুক তাই না?

—ঠিক ধরেছো—বললাম শ্রীমতী অলিভার।

কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ঝরে পড়লো। আমি যে কে ছিলাম তা কি জানতে না? এ কথাটা আমি একেবারেই ভাবিনি। রোডার ভোজসভা ছিল সেটা। আমি যাবো এবং মহিলা চাইলে বইয়ে সই করবো।

—তোমার পক্ষে সেটা চমৎকার কাজ করা হবে। অবশ্যই, ওরা তোমাকে থাকতেও দেবে।

—দলের লোকজনেরা থাকবে না, থাকবে কি? আশঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো শ্রীমতী অলিভার।

—এ ব্যাপারের ধরন তো তোমার জানা, মহিলা বলতে লাগলো—লোকজন আমার কাছে আসছে আর শুধাচ্ছে আমি কিছু লিখছি কিনা এখন। যদিও তারা দেখছে যে, না লিখে এখন আমি হয় ঝাঁঝালো পানীয় আর না হয় টমেটোর রস পান করছি। এবং বলে, ওরা আমার লেখা বই পড়তে খুব ভালোবাসে।—অবশ্য এ ধরনের কথা শুনতে ভালো লাগে যদিও এর সঠিক জবাব আমি কখনও দিতে পারিনি। ধরো যদি বলি, বড় খুশী হলাম, কথাটা যেন শোনায়, আপনার সাথে দেখা হওয়াতে খুশি হলাম। এটা একটা মামুলি কথা। অবশ্য এটাও ঠিক যে, তুমি ভাবতে পারছো না ওরা চাইবে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিঙ্ক হর্সে গিয়ে কিছু একটা পান করবো।

—পিঙ্ক হর্স সেটা আবার কি?

—হাঁ, পেল হর্স, বলছি, এটা একটা মদের দোকান। ওদের মদের দোকানে যেতে ঘেন্না করে। কিন্তু এক চুমুক মদ পানের জন্য আমার মন দারুণ ছট্‌ফট্ করছে।

—আচ্ছা, এই পেল হর্স বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?

—ওখানে এই নামে একটা ভাঁটিখানা আছে, তাই না? ওটার নাম হয়তো পিঙ্ক হর্সও হতে পারে তাই তো? কিংবা ভাটিখানাটা ওখানে না হয়ে অন্য কোথাও হতে পারে। এটা স্রেফ আমার কল্পনা। অনেক জিনিসই আমি কল্পনা করে নিতে পারি।

—কোকাটু কেমন আছে? তার খবর কি? শুধালাম।

—কোকাটু? শ্রীমতী অলিভার—আমার মনে হয় তোমার মাথা বিগড়ে গেছে কিংবা মন

Scanned by CamScanner

খারাপ বা আর কিছু হয়েছে। তাই বলছো পিঙ্ক হর্স কোকাটু আর ক্রিকেট বলগুলো।

শ্রীমতী অলিভার ফোন নামিয়ে রাখলো। দ্বিতীয় দফায় বলা পেল হর্স শব্দটা নিয়ে ভাবছিলাম আর ঠিক তখনি টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

এবার একজন নামকরা আইনবিদ মিস্টার গোমস হোয়াইট ফোন করেছিলেন—তিনি আমাকে জানালেন যে, আমার পালিতা মা লেডি হেসকথ ডিউবয়ের উইল মোতাবেক আমি তাঁর তিনখানা ছবি বেছে নিতে পারি।

—অবশ্য এগুলো যে বিশেষ মূল্যবান তা নয়, হতাশ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন মিস্টার গোমস হোয়াইট—তবে শুনেছি জীবিত অবস্থায় আপনি তার ছবিগুলো সম্পর্কে প্রশংসা করেছিলেন।

—মহিলা ভারতীয় দৃশ্যের কয়েকখানা চমৎকার জলরঙ ছবি এঁকেছিলেন, বললাম—আপনি এ সম্বন্ধে আগে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু আমি সে চিঠির কথা একদম ভুলে বসে আছি।

—ঠিক তাই হয়েছে। বললেন মিস্টার গোমস হোয়াইট—

কিন্তু দলিলের ইচ্ছাপত্র সরকারি ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এবং সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে আমিও একজন—আমরা সবাই এখন তাঁর লণ্ডন শহরের বাড়ির জিনিসপত্রগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করছি। যদি নিকট ভবিষ্যতে কোনো একদিন আপনি এলিসমিয়ার স্কোয়ারে যেতে পারেন...।

—এবার আমি উঠবো। বললাম, বুঝতে পারলাম, কাজ করার পক্ষে সকালটা বড় প্রতিকূল।

* * * *

খান তিনেক জলরঙা ছবি বগলদাবা করে ঊনপঞ্চাশ নম্বর এলিসমিয়ার স্কোয়ার থেকে বেরোচ্ছি এমন সময় বিপরীত থেকে আসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দোরগোড়ায় আমার ধাক্কা লাগলো। লজ্জিত কণ্ঠে ক্ষমা চাইলাম—ক্ষমা পেলাম। একখানা ট্যাক্সি দাঁড় করানোর জন্য হাত তুলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে জোরালো গলায় শুধালাম।

—আরে। করিগ্যান না?

—হাঁ, আর তুমি, তুমি তো মার্ক ইস্টারব্রুক। অক্সফোর্ডে পড়বার সময় জিম করিগ্যান আর আমি ছিলাম সতীর্থ—কিন্তু মনে হয় বছর পনেরো আগে আমাদের মধ্যে শেষ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিলো।

—মনে হচ্ছে তোমায় আমি চিনি, কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছি তা মনে পড়ছে না একদম। বললো করিগ্যান—মাঝে মাঝে তোমার লেখাটেখা পড়ি, এবং সে সব পড়তে যে ভালো লাগে তাও জানাচ্ছি।

—তোমার কি খবর? যেমন ইচ্ছে ছিলো তেমনি ভাবে রিসার্চ করছো তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো করিগ্যান—কদাচিৎ। রিসার্চের কাজ নিজের মনের মতন করা বড় খরচ সাপেক্ষ। অবশ্য কোনো লাখপতি বা কোটিপতিকে ধরতে না পারলে এ কাজ করা যায় না।

—যকৃতের জীবাণু তাই না?

—কি জব্বর স্মরণ শক্তি। না যকৃতের জীবাণু নিয়ে আর পরীক্ষানিরীক্ষা করছি না। ক্ষুদ্রান্তের গ্রন্থি থেকে নির্গত সারের গুণাগুণ পরীক্ষানিরীক্ষা করার আগ্রহ আজকাল আমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি জানো না এসবের সঙ্গে প্লীহার যোগ রয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয় এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

কথাগুলো সে বলেছিলো যেন সে একজন উদ্দীপ্ত বিজ্ঞানী।

—তাহলে তোমার বিশেষ উদ্দেশ্য কি?

করিগ্যান ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে জানালো—যে দেখো আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি

Scanned by CamScanner

ঐগুলো মানুষের আচরণকেও প্রভাবিত করে থাকে। মোট কথায় বলতে গেলে এরা যেন মোটরের ব্রেকে লাগানোর তরল তৈলাক্ত পদার্থের মতন কাজ করে। তরল তৈল ব্যবহার না করলে কোনো নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি কাজ করে না। আমি কেবল বলতে পারি মানব দেহে এই রস স্রাবের ঘাটতি হলে সে একজন অপরাধী হয়ে উঠতে পারে।

সজোরে শিস্ দিয়ে বললাম—তাহলে আদিম পাপের ক্ষেত্রে কি ঘটছে?

—বাস্তবিক এটা কি? বললো ডাক্তার করিগ্যান—লোকজনরা এটা পছন্দ করবে না, তারা করবে কি? দুর্ভাগ্যের কথা এ ব্যাপারে কাউকে আমি আগ্রহী করে তুলতে পারি না। তাই এখন আমি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একজন পুলিশ সার্জেন। খুবই মজার কাজ। ওখানে নানা ধরনের অপরাধী নজরে পড়ছে। আমার সাথে আমার বাড়িতে গিয়ে কি লাঞ্চ খাবে। না কি তোমাকে নিয়ে দোকানে ঢুকে তোমাকে বিরক্ত করবো।

—তাই আমি চাই। কিন্তু তুমি তো ওখানে যাচ্ছো। করিগ্যানের পিছনে ওর বাড়ির দিকে ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়লাম।

—না, ঠিক তা নয়। জবাব দিলো করিগ্যান—আমি একবার ওখানে যাবো।

—ওখানে বাড়ির কেয়ার টেকার ছাড়া আর কেউ নেই।

—আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু লোভি হেসকেথ ডিউবয় সম্পর্কে পারলে কিছু কিছু খবর আমি সংগ্রহ করতে চাই।

—তবে আমার মনে হয় ও বাড়ির কেয়ার টেকারের চেয়ে মহিলা সম্পর্কে অনেক বেশি খবর আমি তোমাকে দিতে পারবো। মহিলা ছিলেন আমার ধর্ম মা। তিনি আমাকে লালন পালন করেছিলেন।

—সত্যিই কি তিনি তাই করেছিলেন? এটা সৌভাগ্যের কথা। কোথায় খাওয়ার জন্য আমরা ঢুকবো। লোনডেস স্কোয়ারের কাছেই একটা খাবার ঘর আছে। ওখানে সমুদ্রজাত উপাদান দিয়ে বিশেষ ধরনের স্যুপ তৈরি হয়। সেই ছোট্ট খাবারঘরে ঢুকে আমরা চেয়ারে বসলাম—ফরাসী নাবিকদের মতন পোশাকপরা ফ্যাকাসে মুখ এক ছোকরা স্যুপের ডেকচি আমাদের সামনে এনে বসলো। স্যুপ থেকে তখন ধোঁয়া উড়ছে।

স্যুপ চেখে বললাম—চমৎকার। করিগ্যান, এবার বলো তুমি বৃদ্ধা মহিলা সম্পর্কে কি জানতে চাও? এবং ঘটনাক্রমে কেন জানতে চাও?

একটু চিন্তা করে বললাম—মহিলা ছিলো প্রাচীনপন্থী। একেবারে ভিক্টোরিয়ান যুগের মতন আচার আচরণ মহিলার। একটা নগণ্য দ্বীপভূমির প্রাক্তন গভর্নরের বিধবা এই মহিলা ধনী আর আয়েসী রমণী। শীতকালে এসটোরিল এবং এ ধরনের বিদেশভূমিতে ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত। তাঁর বাড়িখানা যেন একটা রহস্যপুরী, ভিক্টোরিয়ার যুগের আসবাবে ভরা এবং একেবারে জঘন্য সেকেলে রূপোর নক্সাকাটা সে সব আসবাবপত্র। নিঃসন্তান মহিলা বাড়িতে একজোড়া লোমশ কুকুর পুষেছিলো। নিজের সন্তানের মতন তাদের ভালোবাসেন। রক্ষণশীল মতবাদে বিশ্বাসী। সদাশয় হলেও তিনি স্বৈরতান্ত্রিক। নিজের পছন্দমতন জীবনচর্যায় অভ্যস্ত। বলো, তাঁর সম্বন্ধে আর তুমি কি জানতে চাও?

করিগ্যান জবাব দিলো—ঠিক জানি না কেউ তাকে কোনো দিন ব্ল্যাকমেল করেছিলো কিনা? তুমি তা বলবে কি?

ব্ল্যাকমেল করা? বিস্মিত হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম—এর চেয়ে অস্বাভাবিক কিছু আমি কল্পনা করতে পারছি না। এসব কি ব্যাপার? আমি তখনি ফাদার গোরম্যানের খুন হওয়ার ব্যাপারটা জানতে পারলাম। চামচটা টেবিল থেকে নামিয়ে রেখে শুধালাম। এই নামের তালিকাটা কি দেখেছো? এখানা কি তুমি পেয়েছো?

—আসল তালিকাটা পাইনি। তবে নামগুলো লিখে নিয়েছি। এই দেখো। পকেট থেকে নাম লেখা কাগজখানা বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। কাগজখানা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলাম।

—পারকিনস? দুজন পারকিনসের কথা আমি জানি। নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল আর্থার

Scanned by CamScanner

পারকিনস। আর একজনের নাম হচ্ছে হেনরি পারকিনস—সে সরকারি দপ্তরে কাজ করেন। ওরসিরদ—মেজর ওরসিরদ একজন নাবিক। স্যাণ্ডফোর্ড— শৈশবকালে স্যাণ্ডফোর্ড ছিলেন আমাদের গীর্জার বৃদ্ধ যাজক। হারমণ্ড সওয়ার্থ? না টাকারটন—। বলতে বলতে থামলাম বারেক —টাকারটন...মনে হয় তুমি থমসিনা টাকারটনের কথা বলছো না?

কৌতুহলী করিগ্যান আমার দিকে তাকিয়ে শুধালো—এটুকুই আমার জানা। আচ্ছা মহিলা কে? তিনি কি করেন?

—এখন কিছুই করেন না। সপ্তাহখানেক আগে খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছিল।

—তাহলে এসব খবর শুনে কোনো সুরাহা হলো না। নামের তালিকার উপর নজর বুলাতে বুলাতে বললাম—শা। আমি শা নামের একজন দাঁতের ডাক্তারকে জানি। আর জিরোম শা তো একজন অভিজাত ও নামজাদা লোক। দেলা ফন্টেন নামটা আমি সম্প্রতি শুনেছি। কিন্তু কোথায় শুনেছি তো আমার মনে পড়ছে না। করিগ্যান। এসব খবর থেকে তোমার কি কোনো সাহায্য হবে?

—আমি একেবারেই তা ভাবছি না। তোমার নামও তালিকায় রয়েছে এটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা।

—হতে পারে। এর সঙ্গে ব্ল্যাকমেলের সম্পর্ক রয়েছে তা তুমি ভাবছো কেন?

—গোয়েন্দা ইনসপেক্টর লেজুনের প্রস্তাব এটা। মনে হচ্ছে এটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আরো সম্ভাবনা থাকতে পারে। এটা মাদক দ্রব্যের চোরা চালানকারীদের নামের তালিকা হতে পারে কিংবা হতে পারে নেশাগ্রস্থদের তালিকা অথবা গোপন চক্রীদের নামের তালিকা। আসলে যে কোনো একটা তালিকা হওয়া সম্ভব। তবে এ ব্যাপারে একটা জিনিস নিশ্চিত যে, এই তালিকাটা হাতানোর জন্য একজন মানুষকে খুন করা খুবই জরুরি হওয়া সম্ভব।

কৌতূহলী হয়ে শুধালাম।—তোমার কাজের সাথে পুলিশের যেটুকু সম্পর্ক রয়েছে সে সম্বন্ধে কি জানতে তুমি সব সময় আগ্রহ দেখাও?

মাথা নেড়ে সে জবাব দিলো—সব সময় যে আগ্রহ দেখাই তা বলতে পারি না। অপরাধীর চরিত্র জানতেই আমি আগ্রহী। জানতে আগ্রহী তার অতীত জীবনের পটভূমি, আর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষালাভের ইতিবৃত্ত এবং জানতে আগ্রহী তার দেহের বিভিন্ন গ্রন্থিসংস্থানের অবস্থা। হাঁ এসবই আমি জানতে চাই।

—তাহলে এই নামের তালিকাটা সম্পর্কে তুমি জানতে এত আগ্রহী কেন?

—জানতে পারলে আমার পক্ষে খুব ভালো হত। আস্তে আস্তে বললো করিগ্যান। বোধ হয় ঐ তালিকায় আমার নামটা রয়েছে। করিগ্যানদের ব্যাপার তাই। নিজে একজন করিগ্যান তাই অন্য আর একজনে করিগ্যানকে উদ্ধার করতে চাই।

—উদ্ধার করতে চাও? তাহলে নিশ্চয় এটা উৎপীড়িতদের নামের তালিকা উৎপীড়নকারীদের তালিকা নয়। কিন্তু এটা যে কোনোও একটা দলের তালিকাও হতে পারে?

—একেবারে ঠিক কথাই বলছো তুমি। এ ব্যাপারে আমার পক্ষে খুব আগ্রহ দেখালে বিদ্‌ঘুটে অবস্থার সৃষ্টি হবে। মনে হয় মনের অবস্থা একটা আবেগ। মনে হয় ফাদার গোরম্যানের সম্পর্কে কিছু করার কথা। তার সাথে আমার ঘন ঘন দেখা না হলেও জানতাম ফাদার মানুষ হিসাবে খুব সুন্দর ছিলেন। প্রত্যেকেই তাকে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। কঠোর জঙ্গী মনোভাবপূর্ণ লোক ছিলেন। এই নামের তালিকাটি তিনি জীবন মৃত্যুর সাথে যুক্ত বলে মনে করতেন আর এই কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। ...

—পুলিশ কি আততায়ীর কোনো হদিশ পায়নি?

—হাঁ সে দীর্ঘ কাজের ফিরিস্তি। সেদিন যে মহিলা তাঁকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকেছিলো তার অতীত জীবনের খবরাখবর জানবার চেষ্টা করছে পুলিশ।

—কে সেই মহিলা?

Scanned by CamScanner

—ওপর থেকে বিচার করলে মহিলার কাজের মধ্যে কোনো রহস্য নজরে পড়ে না।

মহিলা বিধবা, আমাদের ধারণা মহিলার স্বামী ঘোড়দৌড়ের সাথে যুক্ত ছিলো, কিন্তু কাজটা বেআইনী নয়। মহিলা নিজে একটা ব্যবসা সংস্থায় কাজ করতো। ক্রেতাদের সম্পর্কে সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা এবং অন্যরাও প্রায় কিছুই বলতে পারেনি। উত্তর ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে মহিলা এখানে এসেছিলেন, মহিলার নিজস্ব বলতে কিছুই ছিলো না—এর এটাই বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার।

কাঁধ নাচিয়ে বললাম—এ ধরনের আচরণ আরো অনেকের জীবনে ঘটে থাকে। এটাই তাদের জীবনচর্চার পদ্ধতি। তাদের জীবনটা সত্যই একাকীত্বের জগৎ।

—হাঁ তুমি যখন বলছো তখন সেটাই সত্য।

—যা হোক তুমি কি সে জন্যই খোঁজখবর নিতে শুরু করেছ?

—কেবল এধার ওধার একটা খোঁজখবর নিচ্ছি। হেসকেথ ডিউবয় নামটাও সচরাচর শোনা যায় না...। কথাটা শেষ না করেই সে থামলো, কিন্তু তুমি যা আমাকে বললে তাতে মনে হচ্ছে এখান থেকে কোনো সূত্র পাওয়া সম্ভব নয়।

—না, কোনো মাদকাসক্ত লোক বা মাদক চোরাচালানকারীর খোঁজ ওখানে পাওয়া যাবে না। নিশ্চিত কণ্ঠে জানালাম। এটাও সঠিক যে, পাবে না কোনো গোপনচক্রীর হদিস। শুধু একটা কলঙ্কশূন্য জীবনের অস্তিত্ব ওখানে ছিল। যাকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা হত। তাই ভাবতেই পারছি না যে এই নামের তালিকার মধ্যে মহিলার ভয় পাবার মত কি আছে। মহিলা তার সোনাদানা সব ব্যাঙ্কে রেখেছিল সেগুলোও লুট করে নেবার ভয় তার ছিল।

—অন্য কোনো হেসকথ ডিউবয়ের কথা কি শুনেছো? তাদের ছেলের কথা?

—না সন্তানটন্তান তার কিছু ছিল না। মনে হয় ঐ মহিলার একজন বোনের ছেলে ও আরেকজন বোনের মেয়ে আছে। কিন্তু তাদের পদবী ভিন্ন ছিল। মহিলার স্বামী ছিল পরিবারের একমাত্র সন্তান।

আমি যে তার খুব সাহায্য করেছি একথাটা করিগ্যান আমাকে রুক্ষ কণ্ঠে বললো। নিজের হাতের ঘড়িটায় নজর বুলিয়ে নিয়ে খুশি খুশি গলায় জানালো সে, এখন তাকে একজন জেরা করবে। তারপর করিগ্যান চলে গেল। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই আমার কাজে মন বসছিল না। তাই শেষের দিকে ডেভিড আরডিংলিকে আমি ফোন করলাম।

—কে ডেভিড? আমি মার্ক কথা বলছি। আচ্ছা সেদিন তোমার সাথে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার ডাক নাম পপি। তার পোশাকি নামটা বলতো।

—আমার বান্ধবীকে মনে ধরেছে। তাই না? ডেভিডের কণ্ঠস্বরে খুশির ঝিলিক।

আমি রসিকতা করে বললাম, তোমার হাতে তো অনেক রয়েছে। একজনকে তুমি নিশ্চয়ই ছাড়তে পারবে।

—বুড়ো খোকা, তুমি নিজেই তো ওজনদার লোক। মনে হচ্ছে তুমি মেয়েটার প্রেমে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছো।

গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছি, এটা একটা বিরক্তিকর মন্তব্য। তবু মনে হলো এই মন্তব্যটা আমার মনে আঘাত হানলো। হারসিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাকে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করল। এবং কথাটা কেন আমার মনকে হতাশ করে তুলেছে? মনে মনে সব সময় আমি তো এ ইচ্ছে পালন করছি যে, একদিন হারসিয়ার সাথে আমার বিয়ে হবে,...আমি তো জানি তার চেয়ে আমি আর কাউকে পছন্দ করি না ও ভালোবাসি না। আমাদের মধ্যে অনেক কিছুর মিল আছে।

কেন যে আমার এত হাই তোলার ইচ্ছে তার কারণ ভাবতেই পারছি না...ও আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা যেন আমার দৃষ্টির সামনে ছড়ানো।

আমি আর হারসিয়া আমাদের দুজনের ভালোলাগার একটা অভিনয় দেখতে চলেছি।

Scanned by CamScanner

সঙ্গীত ও অভিনয় এই দুটো নিয়ে মেতে উঠেছি। হারসিয়া যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার অবচেতন মন থেকে একটা বিদ্রূপ কণ্ঠ শয়তানের বাচ্চা যেন বলে উঠলো, কিন্তু এতে যথেষ্ট মজা নেই। আমার মন আহত হলো।

—কি ঘুমতে যাচ্ছ? শুধালো ডেভিড।

—নিশ্চয় না। সত্যি কথা বলতে কি তোমার বান্ধবী পপিকে আমার চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে।

—ভালো কথা একটু একটু করে তার সব পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে। ওর আসল নাম হচ্ছে প্যাসেলা স্টারলিং এবং মেফেয়ারে একটা ফুলের দোকানে সে কাজ করে। জানতো তিনটে মরা ডালের সাথে একটা টিউলিপ বাঁধা পাপড়িগুলো পিছন দিকে পিন দিয়ে আটকানো, সঙ্গে একটা শুকনো দাগে ভরা লরেন্স পাতা। দাম তিন গুণ।

আমাকে ডেভিড ঠিকানা দিল।

সদাশয় জ্যাঠামশায়ের মতন বলল, যাও এবার মেয়েটাকে নিয়ে ফূর্তি করতে পারবে এবং মজা লুটতে পারবে। মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারছে না যে তার মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নেই। যা তুমি বলবে তাই সে বিশ্বাস করে নেয়। সে মনে প্রাণে একজন ধর্মপরায়ণ, কোনো রকম মিথ্যে আশা আমি দেখাই না। ডেভিড ফোন ছেড়ে দিল।

* * * *

ফ্লাওয়ার স্টাডিজ লিমিটেডের প্রবেশ পথ পেরিয়ে কম্পিত দেহে ভিতরে ঢুকলাম। হলুদ রঙের গার্ডেনিয়া ফুলের দম বন্ধ করা সুগন্ধ প্রায় আমাকে ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিলো। বিবর্ণ সবুজ ডালপালা আঁকা পোশাকপরা ঠিক পপির মতন দেখতে এক দঙ্গল মেয়ে আমাকে গোলমালে ফেলে দিলো।

অবশেষে আমি তাকে চিনতে পারলাম, সে একটা ঠিকানা লিখেছিল। কিন্তু একটা বানান লিখতে অসুবিধায় পড়েছিল, সেই বানানটা হলো ফরটেস্কু ক্রিসেন্ট। একসময় সে ঠিকানা লিখে পাঁচ পাউন্ড নোটের ভাঙানি দিয়ে পপি একটু সোয়াস্তি লাভ করলো।

আর তখুনি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, সেদিন রাতে আমাদের দেখা হয়েছিল, সঙ্গে ছিল ডেভিড আরডিংলি। পপি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চিৎকার করে বলল হ্যাঁ মনে পড়েছে।

সহসা দ্বিধা এবং সন্দেহ আমার মনে জেঁকে বসল। বললাম, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। মনে হয় কিছু ফুল কিনে নিলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। তাই না?

ঠিক যেন আসল জায়গায় চাপ দেওয়া হয়েছে তাই পপি বলে উঠল, আমাদের দোকানে কিছু চমৎকার গোলাপ রয়েছে। টাটকা। আজই আনা হয়েছে।

—বোধ হয় এই হলুদ রঙের গোলাপগুলো তাই না? নজরে পড়লো চারিদিকে গোলাপ ফুল সাজানো। জানতে চাইলাম ওগুলোর দাম কত?

—দারুণ, দারুণ সস্তা। মৃদু কণ্ঠে পপি জবাব দিল। এক একটা মাত্র পাঁচ শিলিঙ।

আবেগে আমার মনের ভিতরটা ফুলে উঠলো। বললাম, গোটা ছয়েক কিনবো। —প্রত্যেকটার সঙ্গে দারুণ দারুণ এক ধরনের পাতা বাঁধা আছে।

বিশেষ ধরনের পাতাগুলো সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলাম। পাতাগুলো প্রায় শুকিয়ে আমার মত অবস্থা হয়েছে। ওগুলোর বদলে টাটকা ফার্ন পাতায় বাঁধা গোলাপগুলো বেছে নিলাম। অবশ্য এর জন্য স্পষ্টভাবেই আমার অবস্থা পপির দৃষ্টিতে একটু হেয় হলো।

পপি তখন বিব্রত ভাবে ফার্ন পাতায় জড়ানো গোলাপগুলো আমার জন্য বাঁধছিলো। ঠিক তক্ষুনি বললাম, তোমাকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। সে দিন সন্ধ্যাবেলা তুমি পেল হর্সের কথা বলেছিলে।

দারুণ ভাবে চমকে উঠলো পপি, ফার্ন পাতায় জড়ানো গোলাপ ফুলগুলো তার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল।

Scanned by CamScanner

—এই পেল হর্স সম্বন্ধে তুমি কি আরো কিছু বলতে পারো?

আনত দেহ সোজা করে শুধালো পপি, কি যেন বলছিলে?

—তোমার কাছ থেকে পেল হর্স সম্বন্ধে জানতে চাইছি।

—পেল হর্স? কি বলছো তুমি?

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তুমিই তো বলেছিলে।

—এ ধরনের কোনো কথা যে বলেনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। পেল হর্স সম্বন্ধে আমি কোনোদিন কিছু শুনিনি।

—কেউ তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেছিল—সে লোকটা কে? পপি খুব দ্রুত ভাবে শ্বাস টেনে এই কথাটা বলেছিল।

—তুমি কি বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের খরিদ্দারের সঙ্গে এত কথা বলার অধিকার নেই। আমার পছন্দ করা গোলাপ ফুলগুলো কাগজে মুড়ে পপি আমার হাতে দিয়ে বললো—এগুলোর মোট দাম পঁয়ত্রিশ শিলিঙ। গুঁজে দিয়ে অন্য আর একজন খরিদ্দারের দিকে চলে গেল।

ধীরে ধীরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। কয়েক পা এগোতে মনে মনে হিসাব করলাম। যে পপি হিসাবে ভুল করেছে। ফার্ন পাতায় জড়ানো গোলাপ ফুলগুলোর এক একটার দাম সাত এবং ছয় কাজেই সে আমাকে বেশি অর্থ ফেরৎ দিয়েছে। হিসাবে ও ভুল করেছে এ থেকে বুঝতে পারলাম যে, তার মন অন্য দিকে নিবদ্ধ ছিলো।

ফিরে গেলাম দোকানে। সেই সুন্দর অচেনা মুখখানা ও বড় বড় দুটো নীল চোখ দেখলাম। ঐ চোখ দুটোতে কি যেন রহস্য জড়িয়ে রয়েছে। মনে মনে আওড়ালাম—ভয় পেয়েছে। ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে...কিন্তু কেন? কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

—আঃ কি সোয়াস্তি পেলাম। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মিসেস অলিভার—বুঝেছি ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে এবং কিছুই ঘটেনি।

আমোদ প্রমোদে গা ঢেলে দেওয়ার সময় এটা। রোডার উৎসব সব সময় সঠিকভাবে উৎসবের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে থাকে। খুব ভোর থেকেই আবহাওয়ার তীব্র খামখেয়ালিপনা তাই এবারে সবার মনে ছিল দারুণ উৎকণ্ঠা। রীতিমতন তর্কাতর্কি শুরু হলো যে, খোলা জায়গায় দোকানঘরগুলো বানানো হবে কিংবা গোটা উৎসবের ব্যবস্থা করা হবে বিস্তৃত খামারবাড়ি এবং তাঁবুর মধ্যে। চা পানের ব্যবস্থা তাঁর কুটির শিল্পের দোকানঘরগুলো সম্পর্কে স্থানীয় লোকজন বেশি মাথা ঘামাচ্ছিল। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে রোডা সব বিবাদবিসম্বাদ মিটিয়ে ফেললো। মাঝে মাঝে রোডার খুশমেজাজী কিন্তু ছটফটে কুকুরগুলো বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

এই দারুণ উৎসব উপলক্ষেই কুকুরগুলো লাগাম ছাড়া বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সন্দেহ সঙ্গত। বিবর্ণ লোমের ঠাস বুনুনি পোশাকপরা এক সুদর্শনা তারকা সুন্দরীর আগমন হলো। এই আমোদ-প্রমোদ উৎসবের উদ্বোধন করে সুন্দরী মনোহরভঙ্গীতে দু-চারটে কথাও বললো। গীর্জার ছাদ বানানোর খরচ তোলবার জন্য এই উৎসবের ব্যবস্থা হলেও সুন্দরী দেশছাড়া মানুষদের আগমন নিয়ে ভাষণ দিলো। এরপর শুরু হলো উৎসব।

ভিড় উপছে পড়লো সারি সারি বোতল সাজানো পানীয়ের দোকানে। চা পানের সময় হৈ চৈ লেগে গেল। অতিথি অভ্যাগতরা একই সঙ্গে সবাই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলো চা পানের জন্য তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে।

অবশেষে শুভ সন্ধ্যায় আবির্ভাব ঘটলো। বিস্তৃত খামার বাড়ির মধ্যে তখনও স্থানীয় নরনারীর নাচ জমজমাট হয়ে উঠেছিলো। বাজি পোড়ানো আর অগ্নি উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামের পরিবারগুলো এখন ক্লান্ত—তারা বাড়ির মুখে হাঁটা দিল।

Scanned by CamScanner

—নিজের নিজের বাড়ির খাওয়ার ঘরে টেবিলে ওরা গিয়ে বসবে আর খাবে ঠান্ডা ডিনার। ক্লান্ত একঘেয়ে সুরে দিনটা কেমনভাবে কাটলো তাই নিয়ে সবাই আলোচনায় মেতে উঠবে। সবাই সবার নিজের কথা বলবে।—অপরের কথা শোনবার ধৈর্য্য কারো নেই। এসবই কেমন এলোমেলো—কিন্তু আরামদায়ক।

বাঁধন ছাড়া কুকুরগুলো টেবিলের নিচে মনের সুখে হাড় চিবোতে ব্যস্ত।

—শিশু মঙ্গলের এই উৎসবে আসছে বছর আমরা আরো বেশি আনন্দ করবো।—মৃ-দু কণ্ঠে বলল রোডা।

—শিশুদের জন্য নিযুক্ত স্কটল্যান্ডবাসী গভর্নেস মিস ম্যাকলিস্টার বললো—কিছু ব্যাপার আমার কাছে বড় তাজ্জব মনে হচ্ছে, পরপর তিন বছর মাইকেল বেন্ট্র কি করে মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদের হদিস পেলো। সে কি আগে থাকতে কোথায় পোঁতা হবে তার খবর পেয়েছিলো?

—লেডি ব্রুকব্যাঙ্ক শুয়োরটা জিতে নিয়েছে, বলতে লাগলো রোডা—মনে হয় না, ও শুয়োরটা জিততে চেয়েছিলো। খেলার শেষে তাকে দারুণ লজ্জিত দেখাচ্ছিল।

আমার ভগ্নি রোডা ও তার স্বামী কর্নেল ডেসপার্ড ঐ ডিনারপার্টিতে হাজির ছিল। আর ছিলো মিস ম্যাকলিস্টার, তার মাথাভর্তি চুল। এক যুবতী যার নাম জিনজার, মিসেস অলিভার এবং পল্লী-পুরোহিত রেভারেন্ড ক্যালের ডেল ক্যালথ্রপ আর তার স্ত্রী। পল্লী-পুরোহিত ছিল বয়স্ক আলাপী পণ্ডিত মানুষ—কথায় কথায় ধ্রুপদীয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি আওড়াতে পটু আর এতেই দারুণ আনন্দ লাভ করে। এর ফলে একটা লজ্জাকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও কথাবার্তার আচমকা সমাপ্তি ঘটে। এখনও অবশ্য তেমনিটাই ঘটেছে। পল্লী-পুরোহিত এমনি একটা লোক যে কেউ তার কথাবার্তা শুনে খুশি হলো কিনা তা নিয়ে সে মাথা ব্যথা করে না। সে যে উদ্ধৃতি আওড়াবার অবসর পেয়েছে এটাই তার পুরস্কার।

টেবিলের ধারে বসে পল্লী-পুরোহিত আওড়ায়—হোরেস বলেছেন...।

বাক্যালাপে সাময়িক সমাপ্তি ঘটলো। তারপর।

একটু চিন্তিতভাবে জিনজার বললো—মনে হয় মিসেস হসফিল এক বোতল শ্যাম্পেন দিয়ে ঠকিয়ে এমন কাজ করেছে। তার ভাইপোতে ওটা পেয়েছে।

মিসেস ডেল ক্যালথ্রপ অপ্রতিভ স্বভাবের নারী। তার চোখ দুটো বড় সুন্দর, চিন্তিত মনে মহিলা তখন মিসেস অলিভারকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলো। আচমকা মহিলা শুধালো—এই উৎসবে কি ঘটবে বলে তোমরা আশা করছিলে?

—হাঁ খুনটুন এ ধরনের একটা কিছু কি? মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ কৌতূহলী হয়ে উঠল।

—কিন্তু খুনটুন হবে কেন?

—কোনো কারণ তো তেমন ঘটেনি। সত্যিই এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আমি একবার একটি উৎসবে গিয়েছিলাম সেখানে এরকম ঘটনা ঘটেছিলো।

—বুঝেছি। আর তাতে তুমি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলে কি?

—দারুণভাবে হয়েছিলাম।

পল্লী-পুরোহিত ল্যাটিন ভাষা ছেড়ে আওড়ালো গ্রীক ভাষায়। সবাই নীরব।

উৎসবের সততা সম্বন্ধে মিস ম্যাকলিস্টারের মনে কিন্তু সন্দেহ।

—কিংস আমর্স দোকানের বৃদ্ধা মহিলা লাগ্ এখানকার স্টলের জন্য বারো ডজন মদের বোতল পাঠিয়ে ভারি খেলোয়াড়ি মনোভাব দেখিয়েছে। বললো ডেসপার্ড।

—তীব্র কণ্ঠে শুধালাম। কিংস আর্মস দোকান?

—আমাদের এখানকার দোকান ওটা। রোডা বলল।

—এখানে আর কি কোনো মদের দোকান নেই? আচ্ছা তুমি কি পেল হর্সের নামে কোনো দোকানের কথা বলেছিলে। মিসেস অলিভারকে শুধালাম।

আমার মনের আশার প্রতিক্রিয়া ঘটলো না। নির্বিকার মুখগুলো আমার দিকে ফেরানো।

রাডা বলল, পেল হর্স মদের দোকান নয়, বলছি না...।

Scanned by CamScanner

—এটা একটা পুরানো সরাইখানা, বললো ডেসপার্ড।

—বলছি ওটা বোধ হয় হয় ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু এখন এখানে আর কিছু নেই। একটা সাধারণ বাড়ি। তাই তো ভাবি এখন ওদের নামটা পালটানো উচিৎ।

—না, না। কিছুতেই না। বললো জিনজার—এটার নাম ওয়েসাইড অথবা ফেরার ভিউ রাখা খুবই ছেলেমানুষি হবে। আমার ধারণা পেল হর্স নামটাই বেশি সুন্দর এবং পুরানো সরাইখানার নাম লেখা একখানা সুন্দর সাইন বোর্ডও ওখানে হলের মধ্যে ঝোলানো রয়েছে।

—কারা সরাইখানার মালিক—শুধালাম।

—সরাইখানার মালিক হিরজা গ্রে, বললো রোডা।

—জানি না, আজ তুমি তাকে ওখানে দেখতে পাবে কিনা। দীর্ঘদেহী মহিলা মাথায় কদমছাঁটা পাকা চুল।

—মহিলা দারুণ হটযোগে বিশ্বাস করে, বললো ডেসপার্ড—প্রেততত্ত্ব সম্মোহন বিদ্যা আর যাদু রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায়। ঠিক মারণ বিদ্যা নয়। তবে ওই ধরনের জিনিস, জিনজার সহসা বেদম হাসতে শুরু করলো। তারপর হাসি থামিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললো—ভাবছিলাম যেন মিস গ্রে মখমলের বেদীর উপর মাদাম ডি মনটেস্ প্যান বসে আছেন।

—জিনজার। বললো রোডা—পল্লী-পুরোহিতের সামনে একথা বলো না।

একেবারেই না, লজ্জিত পল্লী-পুরোহিত বললো—প্রাচীন লেখকরা বলেছেন...। বেশ কিছুক্ষণ পল্লী-পুরোহিত গ্রীক ভাষায় উদ্ধৃতি আওড়ালো।

ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে এলো।

একসময় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বললাম—মিস গ্রে, আমি কিন্তু এখনও জানতে চাই ওরা কে? এবং ওদের সাথে আর কে কে আছে?

—ওহো, একজন বন্ধু থাকে মহিলার সাথে। সিবিল স্ট্যামফোর্বাওস্ আমার বিশ্বাস তার উপরই অপদেবতা ভর হয়। তাকে নিশ্চয় দেখেছো। গলায় হাড় আর পুঁথির মালা পরে। মাঝে মাঝে পরিধান করে শাড়ি। কেন পরিধান করে তা ভাবতে পারছি না। ও তো কোনোদিন ভারতবর্ষে যায়নি।

এবং তারপর রয়েছে বেল্লা, মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ বললো—মেয়েটি ওদের রাঁধুনী। সেও ডাইনী। লিটল ডানিঙ গ্রামের মেয়ে। সে যে ভালোভাবে ডাইনীবিদ্যা রপ্ত করেছে তা গ্রামের লোক ভালোভাবে জানতো। এটা ওদের পারিবারিক বিদ্যা। মেয়েটির মা-ও ছিলো ডাইনী। সাধারণভাবে কথাগুলো আওড়ালেন মহিলা।

বললাম—আচ্ছা মিসেস ডেন, তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন ডাইনী বিদ্যায় তুমি বিশ্বাস করো।

—কিন্তু নিশ্চয় করি। ডাইনীবিদ্যার কোনো রহস্য নেই। অথবা নেই কারো কাছ থেকে সে কথা গোপন করে রাখা। এই বিদ্যা একেবারেই সাধারণ। এটা একটা পারিবারিক সম্পদ যা তুমিও উত্তরাধিকার হিসাবে পেতে চাইবে। ছেলেমেয়েদের বলতে হবে তারা যেন তাদের বিড়ালটাকে মারধোর করতে, অথবা মাঝে মাঝে লোকজন তোমার কাছে ঘরে তৈরি পনীর কিংবা জ্যাম তোমার কাছে উপহার হিসাবে পাঠাবে।

মহিলার দিকে তাকালাম—

আমার দু চোখে সন্দেহের কালো মেঘ জমেছে। মহিলাকে খুব আন্তরিক এবং ভাবগম্ভীর মনে হচ্ছে।

—ভাগ্য ফেরাতে সিবিল আজ আমাদের সাহায্য করছে, বললো রোডা—জুয়া খেলার তাবুতে সে বসেছিল। আমার বিশ্বাস, একাজ সে ভালোই পারে।

—আমাকে সে বহু টাকা পাইয়ে দিয়েছে। বললো জিনজার—টাকা আমি পেয়ে গেছি। সমুদ্রের পরে এক কৃষ্ণকায় বিদেশিনী নারী। সুদর্শনা। তার সাথী দু দুটো স্বামী আর ছটা ছেলেমেয়ে, সত্যি ভারি সাদাসিধে মেয়েটা।

—কার্টিস মেয়েটাকে আমি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম। রোডা

Scanned by CamScanner

বলল—এবং তার ছোকরা মরদটার সাথে মস্করা করছিলো। বলেছিল যে সমুদ্রবেলায় সেই সবেধন নীলমণি নুড়ি নয়।

—সে কি ফিরে আসতে চায় না কি? রোডার স্বামী জানতে চাইলো।

—হাঁ। মেয়েটা আমার কাছে কি শপথ করেছিলো তা তোমাদের কাছে ভাঙছি না। বললো সে—প্রিয়া আমার, তুমি হয়তো সে কথা পছন্দ করবে না।

—টমের ভালোর জন্য।

—বুড়ি মিসেস পার্কারের মন একদম বিরক্তিতে ভরে গেছে, হাসতে হাসতে বললো জিনজার।

—মেয়েটি বললো, এসব বোকামি। তোমরা দুজনে এ কাজ কখনই করতে পারো না। কিন্তু তখন মিসেস ক্রিপস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলো আমার মতন লিজি তুমি জানো যে অন্যেরা যা দেখতে পায় না মিস স্ট্যামফোর্বাওস তা দেখতে পায় এবং মিস গ্রে সে দিনটি জানে কখন মৃত্যু ঘটবে। রমণীর ভবিষ্যদ্বাণী কোনোদিন ভুল হয়নি। মাঝে মধ্যে মনে হয় আমার দেহের মধ্যে যেন একটা কিছু শিরশির করে চলেছে। এবং মিস পার্কার বললো—মৃত্যু—এক ভিন্ন বস্তু। মৃত্যু একটা দিন। এবং মিসেস ক্রিপস বললো—যা হোক আর যাই ঘটুক ওই তিনজনের মনে আমি আঘাত দিতে চাই না। আর আমি তা করবোও না।

—খবরগুলোর মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক রয়েছে। আমার মন ওদের সাথে দেখা করতে চাইছে। মিসেস অলিভার আগ্রহ সহকারে বললো।

কর্নেল ডেসপার্ড শপথ করলো—আমরা কাল তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। ওই সেকালের সরাইখানাটা সত্যিই দেখবার মতন। সরাইখানাটার চরিত্র না বদলে ওরা সেটাকে খুব আরামদায়ক করে তুলেছে খুবই চতুর পারদর্শিতায়।

—আমি কালই সকালবেলায় ফোন করে দেবো হিরজাকে। রোডা বললো। আমি কাল রাতে ঘুমতে পেরেছিলাম একটু হাল্কা মনে এটা আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। পেল হর্স শব্দটা আমার কাছে অজানা এবং অশুভ বলে টানাপোড়েন চলছিল। এখন বুঝতে পারলাম যে ওটা সেরকম কিছু নয়। যদি কিনা এই পেল হর্স সম্বন্ধে আর কোথায়ও কিছু না থেকে থাকে?

ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ধারণাটা ঘুরতে লাগলো।

* * * *

পরের দিন রবিবার। মনের মধ্যে আরাম উপভোগের নিখাদ বাসনা শুধু। একটা জলসার পর মনের যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি অবস্থা সরাইয়ের। হালকা বাতাসের ছোঁয়ায় কাত হয়ে পড়া তাঁবুগুলোর পর্দা উড়ছে—পরের দিন খুব ভোরেই খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারীর লোকজনরা এসে তাঁবুগুলো খুলে নিয়ে যাবে। সোমবার সকাল থেকে আমরা সবাই মিলে হিসেব নিকেশ করতে শুরু করলাম। এটাই হচ্ছে সকলের মনের ইচ্ছে—সব মিটিয়ে ফেলা ভালো।

কাজকর্ম চুকে যাওয়ার পর বাইরে ঘুরে আসার ব্যবস্থা করলো রোডা নিজেই। তাই সবাই হাজির হলাম গীর্জায়। প্রার্থনা শুরু হয়ে গিয়েছে। মিস্টার ডেন ক্যালথ্রপ তখন ইসাইয়া থেকে পাঠ করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। —কিন্তু ব্যাখ্যায় তিনি যত না ধর্মের কথা বলেছেন তার চেয়ে বেশি পারস্যের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

রোডা প্রার্থনা সভা ভাঙার পর বললো, আমরা মিস্টার ভেনবলসের নিমন্ত্রণে তাঁর সাথে মধ্যাহ্নভোজ খেতে যাচ্ছি। তাকে তোমার ভালো লাগবে মার্ক। চলো সত্যিই আগ্রহ জাগানো মানুষ। সব জায়গায় ঘোরা আর সব কাজ করে, সব ধরনের আজব বস্তু সম্পর্কে তার জানাশোনার অন্ত নেই। বছর তিনেক আগে প্রায়রকোর্টে বাড়িখানা কিনেছিলো। কেনার পর যেভাবে বাড়িখানার হাল ফিরিয়ে নিয়েছেন, ততে মনে হয় বহু অর্থ খরচ করতে হয়েছে তাকে, এক সময় পোলিও রোগে ভোগার ফলে তার নিম্নাঙ্গ কুঁকড়ে গিয়েছে—তাই এখন

Scanned by CamScanner

চাকালাগানো চেয়ারে বসে সে চলাফেরা করে। বড় দুঃখজনক ঘটনা—কেননা আমার বিশ্বাস আগে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিলো। এখন অবশ্য ওর পুঁজি সামান্য রোল করে চলেছে। জমেছে ধন সম্পদের পাহাড়—এসব বলছি কেননা প্রায় ভেঙে পড়া বাড়িখানা কি চমৎকার ভাবে বানিয়ে নিয়েছে। ওর বাড়িতে জাঁকালো পোশাকপরা অনেক চাকর বাকর কাজ করে। বাড়ির ঘরগুলো সাজানো গোছানোর জন্য সে খুবই গর্বিত। 'প্রায়র কোর্ট' বাড়িখানা এখান থেকে প্রায় কয়েক মাইল দূরে। আমাদের নিয়ে গাড়ি ওখানে হাজির হতে গৃহকর্তা চাকালাগানো চেয়ারে বসে নিজেই চাকা ঘুরিয়ে দালান পেরিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে এলেন।

তোমরা সবাই এসেছো বলে আমার দারুণ ভালো লাগছে। আন্তরিকতার সুরে সে বললো। কাল সব কাজকর্ম শেষ হলে তোমরা নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে। রোডা তোমাদের উৎসব খুবই সফল হয়েছে। প্রায় বছর পঞ্চাশ বয়স হবে মিস্টার ভেনবলসের। বাজপাখীর মতন শীর্ণ মুখমণ্ডল, চঞ্চুর মতন নাসিকাটা উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে রয়েছে। পরনের জামাটার কলার দুধার খোলা—এটাই প্রমাণ করেছে তার মন ছিল সেকালে।

রোডা সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

মিসেস অলিভারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো ভেনবলস।

—কাল এই মহিলাকে আমি তার বৃত্তিমূলক কাজ করতে দেখেছি। তাঁর লেখা ছ-খানা বইয়ে তিনি সই করে দিলেন। খ্রিসমাসের ছটি উপহার। আপনি ভারি সুন্দর লেখেন, মিসেস অলিভার। আমাদের জন্য আরো বই লিখুন। আরো বেশি বেশি লিখতে পারেন না? তারপর জিনজারের দিকে তাকিয়ে সে বললো—ওহে খুকি, একটা জ্যান্ত হাঁস আমার হাতে দিয়ে দারুণ ঠকিয়েছিলে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভেনবলস—গত মাসের রিভিয়ু পত্রিকায় তোমার লেখা পড়েছি।

—আমাদের মিলন উৎসবে আপনি যাওয়ায় আমরা সবাই খুব খুশি মিস্টার ভেনবলস। বললো রোডা—আপনার পাঠানো মোটা টাকার চাঁদার চেক আমরা পেয়েছি। আশা করিনি যে—আপনি সশরীরে ওখানে হাজির হবেন।

—ওহো, এ ধরনের মিলন উৎসব আমার খুব ভালো লাগে। ইংরেজদের গ্রাম্য জীবনের এটা একটা অংশ তাই না?

উৎসবস্থলের দোকান থেকে একটা বড় পুতুল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আর মাথায় উজ্জ্বল জরিদার কাপড়ের পাগড়ি পরে এবং গলায় এক টন ওজনের কুটো মিশরীয় পুঁথির মালা ঝুলিয়ে আমাদের সিবিল আমার সম্বন্ধে যে আশ্চর্যজনক আর অবাস্তব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো তা শুনে এসেছি।

—ভালোমানুষ বুড়ি সিবিল, বললো কর্নেল ডেসপার্ড—আজ বিকেলে আমরা ওখানে যাচ্ছি থিরজার চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে। জায়গাটি ভারি আকর্ষণীয়।

—পেল হর্স? হ্যাঁ। আমার ধারণা এখনও ওটা সরাইখানাই রয়েছে। সব সময় মনে হয় সরাইখানাটা রহস্যে আচ্ছন্ন। আর ওটার অতীত ইতিহাস হচ্ছে অস্বাভাবিক দুষ্কৃতির ঘটনায় ভরা। যে দুষ্কৃতি চোরাচালান এমন কি তার কাছাকাছি কাজ নয়। এটা বোধ হয় পথ দস্যুদের একটা ডেরা ছিল। কিংবা ধনবান পথিকরা ওখানে রাত কাটাতো এবং তারপর থেকে আর তাদের কোনো হদিস পাওয়া যেতো না। মনে হয় এখন ওটা তিন জন বৃদ্ধার পছন্দসই বাসস্থান হয়ে উঠেছে।

—ওহো! ওদের সম্পর্কে এমন সব কথা ভাবিনি। বললো রোডা—সিবিল স্ট্যামফোর্বাওস সব সময় শাড়ি পরে থাকেন। তার আচার আচরণ এমন আজগুবি যে সে সব সময় লোকজনের মাথার পিছনে ক্ষীণ আলোকপ্রভা দেখতে পায়। সত্যিকারের মোহময় আকর্ষণ তাই না? সে যে তোমার মনের কথা জানে এটা তুমি নিজেই অনুভব করতে পারবে। তার

Scanned by CamScanner

অতীন্দ্রিয় দৃশ্য দেখার শক্তি সম্পর্কে নিজে কোনো কথা না বললেও ও প্রত্যেককেই বলে তার এ শক্তি রয়েছে। বেল্লার দু দুটো স্বামী করে দিয়েছে সে এখনও বুড়ি হয়নি।

কর্নেল ডেসপার্ড কথাগুলো বললো। হাসতে হাসতে বললো ভেনবলস—ওর হয়ে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।

ডেসপার্ড আবার বললো—ওদের মৃত্যু সম্পর্কে প্রতিবেশীরা যে সব কথা বলে তার অশুভ ব্যাখ্যা হচ্ছে, ওরা স্বামীরা বেল্লাকে অখুশি করেছিলো—কাজেই সে তাদের দিকে তাকিয়েছিলো। তার চোখের দৃষ্টিতে ছিলো এক ধরনের দ্যুতি। এর ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের দেহ যায় শুকিয়ে।

—কথাটা ভুলে গেছি। ও অবশ্যই স্থানীয় ডাইনী হবে?

—মিসেস ডেন ক্যালথ্রপও তাই বলে।

—পঙ্গু ভেনবলস চিন্তিত মনে বললো, ডাইনীবিদ্যা তো বড় মজার ব্যাপার। সারা পৃথিবীজুড়ে এদের জাত রয়েছে। আমি যখন পূর্ব আফ্রিকায় ছিলাম...। সে সহজ গলায় মজার মজার কথা বলতে শুরু করলো এ বিষয়ে। সে বললো—আফ্রিকার জড়িবুটি দেওয়া বদ্যিদের কথা, আর বললো বোর্নিওর স্বল্প পরিচিত ধর্মীয় আচরণের কাহিনী—এবং শপথ করলো লাঞ্চ খাওয়ার শেষে সে পশ্চিম আফ্রিকার যাদুকরদের ব্যবহার করা মুখোশের কিছু কিছু নমুনা দেখাবে।

রোডা হেসে বললো—এ বাড়িতে সব কিছুই আছে।

সে কাঁধ নাচিয়ে বললো ঠিকই তো। কেউ যদি সবকিছু দেখতে না পায় তবে তার কাছে সবকিছু আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিমেষের মধ্যে তার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব বোঝা গেল। নিজের পঙ্গু পা দুটোর দিকে বারেক তাকালো।

—বিশ্বে অসংখ্য ধরনের বস্তু রয়েছে। ভেনবলস বলতে লাগলো যে আমার মনে হয় এর জন্য আমার অক্ষমতা দায়ী। অনেক কিছু আমি দেখতে চাই জানতে চাই। আমার জীবনে এর জন্য কসুর আমি কম করিনি। কখনো কখনো হয়তো করেছি এইটুকুই আমার জীবনে সান্ত্বনা।

—আচমকা মিসেস অলিভার শুধালো এখানে কেন?

অন্যদের মনের সহজ ভাবটুকুর সুর সামান্য যেন ছিঁড়ে গেলো, হাওয়াতে যখন কোনো একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ভেসে বেড়ায় তখন মানুষের মনের ভাব যেন পাল্টে যায়। কেবলমাত্র মিসেস অলিভারের মনে কোনো ভাবান্তর ঘটলো না।

ব্যাপারটা শুধু জানবার জন্য মিসেস অলিভার জিজ্ঞাসা করেছিল। তার মনের সরল কৌতূহল পরিবেশ হালকা করে তুললো।

ভেনবলস জিজ্ঞাসার সুরে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। —বলছি, মিসেস অলিভার বললো—এই গ্রামাঞ্চলে আপনি কেন বাস করতে এসেছেন। কত বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে, কত ঘটনা ঘটেছে দূর দূর অঞ্চলে। আপনার কি এখানে কোনো বন্ধুবান্ধব আছে?

—না। কেন এই জায়গায় এসেছি সেটা জানতে চাইছেন বলে বলছি এখানে আমার কোনো বন্ধুবান্ধব নেই।

তার মুখে এক টুকরো শ্লেষমিশ্রিত হাসি ভেসে উঠলো।

অবাক মনে ভাবতে লাগলাম তার এই অক্ষমতা তার মনে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সব দেশে দেশে স্বাধীনভাবে অবধারিতভাবে ঘুরে বেড়াবার অক্ষমতার জন্যই কি তার মন অত ক্ষতবিক্ষত? অথবা পরিবেশ বদলে যাওয়ার জন্য কি সে তুলনামূলকভাবে সত্যিকারের মহানুভবতার সাহায্যে নিজের মানসিক অবস্থাকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, গড়ে তুলেছে মেজাজের সমতা?

ভেনবলস বুঝি আমার মনের ভাবনা বুঝতে পেরেই বললো, আপনার প্রবন্ধে মহানুভবতার সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এই শব্দটার যেসব অর্থ প্রচলিত হয়েছে সেগুলো আপনি তুলনামূলকভাবে বিচার করেছেন। কিন্তু

Scanned by CamScanner

এখানে এই ইংল্যান্ডে আজকাল একজন মহান মানব শব্দ সমূহ ব্যবহার করে আমরা কি বোঝাতে চাই?

—বুদ্ধিজীবীদের মহানুভবতা নিশ্চয়, জবাব দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে নিশ্চয় বলেছি মানসিক শক্তির কথা, তাই তো?

আমার দিকে সে তাকিয়ে রইলো, তার দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং দ্যুতিময়।

—আচ্ছা, দুরাত্মা বলে কি কোনো লোক সংসারে নেই? তবে কাকে মহানুভব মানব বলে বর্ণনা করা যাবে? জিজ্ঞাসা করলো ভেনবলস।

—অবশ্যই আছে। সজোরে বলে উঠলো রোডা। নেপোলিয়ন এবং হিটলারের মতন এমন অনেক লোক রয়েছে। তাঁরা সকলে ছিলেন মহান মানব।

—কেননা তাঁদের কর্মের ফল, তাই তো? শুধালো ডেসপার্ড—কিন্তু তাঁদের সাথে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হয়ে থাকলে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন কি না সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ আছে।

জিনজার সামনে ঝুঁকে বসে নিজের ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে আঙুল বুলাচ্ছিলো।

—দারুণ মজাদার ভাবনা তো, বললো জিনজার—বোধহয় এমন মর্মস্পর্শী খর্বকায় রূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য, কারণ কৃত্রিম ভঙ্গির জন্য অক্ষম ভাবে।

রোডা দারুণ ভাবে প্রতিবাদ করলো—না একেবারেই না। তারা যদি অমন হতেন তবে তাঁরা কিছুতেই এ ধরনের কর্মফল লাভ করতে পারতেন না।

—জানি না। মিসেস অলিভার বললো। তবে নির্বোধ একটা শিশু একটা বাড়িতে আগুন লাগাতে পারে।

—শান্ত হোন। ভেনবলস বললো—সে ধরনের অমঙ্গলজনক বস্তুর সত্যিকারের অস্তিত্ব নেই, আজকের দিনে সে সব বস্তুর ক্রিয়াকলাপ দেখানোর চেষ্টা আমি পছন্দ করি না। জানি, পাপের অস্তিত্ব আছে। অমঙ্গলজনক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে। এবং পাপ খুবই শক্তিশালী। মাঝেমাঝে পাপের চেয়ে সততার শক্তি বেশি বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই পাপ রয়েছে। তাকে চিনতে হবে—তার সাথে লড়াই করতে হবে। নইলে...। আচমকা দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে সে বললো—আমরা অন্ধকারে ডুবে যাবো।

—অবশ্য শয়তানকে নিয়েই আমার কাহিনী দানা বাঁধে। মিসেস অলিভার ক্ষমা চাইলো এবং বললো—বলছি তাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু সব সময় তার কাজকর্ম আমার কাছে ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। তার পাগুলোতে খুর রয়েছে। আর একটা ল্যাজ আছে, আরো এমনি অনেক কিছু। মুক অভিনেতার মতো চারধারে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য মাঝে মাঝে আমি ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতিদের কাহিনী লিখে থাকি। লোকজনেরা এমন কাহিনী পছন্দ করে। কিন্তু এসব দুষ্কৃতিদের ধরা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ তাকে চিনতে পারে না। আমিও তার কাহিনী আকর্ষণীয় করে তুলি—কিন্তু রহস্যের সমাধান যখন হয়ে যায় তখন মনে হয় সবটা যেন বলা হলো না। এ হচ্ছে এক ধরনের কাহিনীর শেষভাগের গুরুত্বহীনতা। এর চেয়ে ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপকারী কোনো ম্যানেজার অথবা স্ত্রীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে বাচ্চাদের ধাত্রীকে শাদি করতে ইচ্ছুক স্বামীর কাহিনী লেখা খুবই সহজ আমার কথা বুঝলে তো।

সবাই হেসে উঠলো।

মিসেস অলিভার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললো, জানি খুব গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কিন্তু যা বললাম তা বুঝেছো তো?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিকেল চারটে বাজার পর আমরা প্রায়র কোর্ট থেকে ফিরে এলাম। রীতিমতন ভুরিভোজ খাওয়ানোর পর ভেনবলস আমাদের বাড়িখানা ঘুরে দেখালো। নিজের সংগৃহীত নানারকমের বস্তুগুলো আমাদের দেখিয়ে সে দারুণ খুশি হয়ে উঠলো—সত্যিই তার বাড়িখানা বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান সম্পদে ভরা।

Scanned by CamScanner

অবশেষে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললাম বহু অর্থের মালিক ভেনবলস। ওই বুড়ো ঘোড়াগুলো আর আফ্রিকান মূর্তিগুলো সে কেবল শখের খাতিরে সংগ্রহ করেনি। এমন একজন প্রতিবেশী তোমরা ভাগ্যগুণে লাভ করেছো।

—আমরা কি জানতাম না? জবাব দিলো রোডা—এখানকার বেশির ভাগ লোকজন খুবই ভদ্র স্বভাবের তবে মন্দ দৃষ্টিতে দেখলে মিস্টার ভেনবলসকে তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে বেশি ভিন্ন জগতের মানুষ বলে মনে হয়।

—আচ্ছা, এত টাকা সে কিভাবে রোজগার করছে। মিসেস অলিভার বললো, এসব টাকা তার আগে থেকেই ছিলো?

ডেসপার্ড বিকৃতকণ্ঠে মন্তব্য করলো, যে আজকাল উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল আয় নিয়ে কেউ অহঙ্কার দেখায় না, দেখাতে পারেও না। মৃত্যু শুল্ক আর কর ব্যবস্থা এসব দিকে নজর রাখে। তারপর বলতে লাগলো—একজনের মুখ থেকে শুনেছিলাম জাহাজে মাল সরবরাহকারী হিসাবে জীবন শুরু করেছিলো কিন্তু মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব। সে তার শৈশবকাল বা তার পরিবার সম্পর্কে কেন বলেনি—মিসেস অলিভারের দিকে ঘুরে বললো, আপনার জন্য একজন রহস্যময় লোক...

মিসেস অলিভার জানালো যে, লোকজনরা এলেন এবং অনেক কথা বলেন, জিনিস দিতে চায় কিন্তু মিসেস অলিভার দিতে চায় না...।

পেল হর্সের বাড়িখানা অর্দ্ধেক কাঠের তৈরি। সত্যিকারের কাঠের তৈরি নকল নয়। গ্রামের সদর সড়ক থেকে একটু দূরে বাড়িখানা পিছন দিকে প্রাচীর ঘেরা বাগান, বাড়িখানা পুরানো আমলের চমৎকার বাড়ি।

বাড়িখানা দেখে হতাশ হয়ে পড়ালাম—মুখ ফুটে কথাটা বললামও। অভিযোগ জানালাম— বাড়িখানা অশুভ না হলেও পরিবেশটা ভালোও নয়।

—একবার বাড়ির ভিতরটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। জিনজার বললো, গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির সদর দরজায় হাজির হলাম।

সদর দরজাটা খুলে গেলো।

মিস থিরজা গ্রে ঠিক সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলো। দীর্ঘাঙ্গিনী। পুরুষালি দেহ। পরনে টুইড কোট আর স্কার্ট। চওড়া কপালের উপর ঝামরে পড়ছে রুক্ষ পাকা চুলের গোছা। নীল চোখ দুটিতে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি।

মহিলার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো, অবশেষে তোমরা এলে এখানে, মনে হচ্ছে তোমরা সবাই হারিয়ে যাবে এখানে।

ওর ওই টুইডের কোট পরা দেহের পিছন থেকে মনে হচ্ছে যেন এক জোড়া চোখের সন্ধানী দৃষ্টি দরদালানের অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। আজব একখানা আকারহীন মুখমণ্ডল, ঠিক যেন ভাস্করের শিল্প ঘরে ছড়ানো এক শিশু শিল্পীর তৈরি একটা মুখ। মনে পড়লো, ইতালির বাক্লাণ্ডার্স অঞ্চলের আদিম শিল্পকৃতির মধ্যে এ ধরনের মুখের ছবি নজরে পড়ে।

রোডা আমাদের সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমরা সবাই প্রায়র কোর্টে মিস্টার ভেনবলসের বাড়িতে লাঞ্চ সেরে এখানে এসেছি।

মিস গ্রে জবাব দিলো, ভালো ভালো। ওখানে তো নানারকম বিলাসদ্রব্যের ছড়াছড়ি। আর ওর ইতালীয় পাচকটি ভালো রান্না করে। ওর বাড়িখানা যেন মূলবান সম্পদ সম্ভারের কোষাগার। তবে বড় অভাগা লোকটা। ওকে মাঝে মাঝে উৎসাহ দেওয়া দরকার। এখন সবাই ভিতরে এসে বসো। আমাদের এই ছোট্ট বাড়িখানা সম্পর্কেও আমরা গর্ববোধ করতে পারি। পঞ্চদশ শতাব্দী, এমনকি চতুর্দশ শতাব্দীরও কিছু কিছু সামগ্রী এখানে রয়েছে।

নিচু ছাদ দরদালান। অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। একটা বিশাল ফায়ারপ্লেস রয়েছে দরদালানে। তার উপর ফ্রেমে আঁটকানো একখানা ছবি আঁকা সাইনবোর্ড। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে মিস গ্রে বললো—ওটা হচ্ছে এই সেকেলের সরাইখানাটার নাম।

Scanned by CamScanner

এত কম আলোতে ওটা দেখতে পাবে না। নামটা হচ্ছে 'দি পেল হর্স'।

—তোমার হয়ে আমি ওটা ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করে দিয়েছি। জিনজার বললো, ওটা আমি পারবো। আমাকে পরিষ্কার করতে দাও। কাজ দেখে অবাক হয়ে যাবে।

থিরজা গ্রে অভদ্রভাবে বলে উঠলো, সন্দেহ হচ্ছে। তুমি যদি ওখানা ভেঙ্গে ফেলো?

জিনজার বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো নিশ্চয়ই ভাঙ্গবো না। এই ধরনের কাজই আমার পেশা। তারপর জিনজার মার্ককে বোঝাবার জন্য বললো, লণ্ডন গ্যালারিতে কাজ করি। দারুণ মজার কাজ।

—সেকেলের ছবি পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে কলমে শিখতে হয়। জিনজার প্রতিবাদ জানালো, সরাইখানার নাম লেখা সাইনবোর্ড খানা নিরীক্ষণ করতে করতে বললো, আরো কিছু ফুটে উঠবে। ঘোড়ার কাছে একজন সওয়ারও থাকতে পারে।

ওর মতন আমিও ছবিখানা নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। অদক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবি—ধুলোয় আবছা, একমাত্র বিশেষত্ব ছবিখানার পর্ণো হওয়ার সন্দেহটা। দুর্বোধ্য ধুলোয় ঢাকা পটভূমিতে বিবর্ণ একটা অশ্বের ছবি।

—ওহে সিবিল, থিরজা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—দর্শকরা আমাদের ঘোরাটা খুঁড়ে বার করতে চাইছে। ওদের এই ঔদ্ধত্য একেবারে অসহ্য।

মিস সিবিল স্ট্যামফোর্বিওস একটা দরজা খুলে বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। লাবণ্যময়ী দীর্ঘদেহী তরুণী। মাথায় চকচকে কালো চুলের ঢাল। মাছের মতন মুখে এক চিলতে হাসির ঝিলিক। পরণে উজ্জ্বল পান্না সবুজ শাড়ি। অবশ্য শাড়ির জন্য তার দেহের রূপলাবণ্যের কোনো হেরফের হয়নি। কণ্ঠস্বরে মৃদু কম্পমান, বললো সিবিল, আমাদের এই ঘোড়াটাকে সরাইখানার নাম লেখা সাইনবোর্ডখানা প্রথম দেখেই আমরা ভালোবেসেছিলাম। সত্যিই মনে হয় এ বাড়িখানা কিনতে এই সাইনবোর্ডখানা আমাদের প্রভাবিত করেছিলো। তাই না থিরজা? কিন্তু এখন সবাই চলো ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে থাকি।

আমাদের সে যে ঘরে নিয়ে এলো সেটা একখানা চারকোণা ছোট্ট ঘর। একসময় এটা হয়ত বার ছিলো। মদ বিক্রি করতো, ঘরখানা এখন মহিলাদের ব্যবহারের উপযোগী করে সাজানো গোছানো। ফুলদানিতে রাখা এক গোছা চন্দ্রমল্লিকা।

একটু পরেই আমি বাড়ির ছোট্ট বাগানখানা ঘুরে দেখতে গেলাম। গরমের মরশুমি ফুল ফুটে আছে অজস্র। আবার যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন টেবিলে চা দেওয়া হয়েছে। আমরা সবাই টেবিলে বসতেই খেতে দেওয়া হলো স্যান্ডউইচ আর ঘরে তৈরি পিঠে। এ বাড়ির দালানে ঢুকেই এক নজরে দেখে নেওয়া বৃদ্ধা এখন ঘরে ঢুকলো, হাতে রুপোর চা দানি। পরনে একদম সাদাসিধে গাঢ় সবুজ ঢিলা জামা। বৃদ্ধার মস্তকটা যেন একটা শিশুর অপটু হাতের কাদা দিয়ে তৈরি, আর মুখমণ্ডলে বুদ্ধিহীন আদিমতার প্রকাশ। এমন মুখখানা যে কেন আমার কাছে অশুভ মনে হয়েছিলো তার কারণ বুঝে উঠতে পারছি না।

আচমকা নিজের উপর নিজে রাগান্বিত হলাম। একটা বদলানো সরাইখানা আর তিন জন মাঝবয়সী স্ত্রীলোককে নিয়ে কি সব ঘটে চলেছে।

—ধন্যবাদ, বেল্লা। বললো থিরজা।

—যা কিছু চাইছো তা কি পেয়েছো?

অস্ফুট স্বরে জবাব ধ্বনিত হলো, হাঁ ধন্যবাদ, দরজার দিকে এগিয়ে গেল বেল্লা, কারো দিকে একবারও তাকিয়ে দেখলো না, তবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো একটি বার। তার সেই দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু ছিলো যা দেখে চমকে উঠলাম, এবং কেন তার কারণ বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে কষ্টকর। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল দুষ্টবুদ্ধি আর একান্তভাবে জানার ইচ্ছা। বুঝতে পারলাম, কোনো রকম চেষ্টা এবং কৌতূহল ছাড়াই সে আমার মনের ভাবনার সব খবরাখবর জানতে পারছে একেবারে ঠিকঠাক।

থিরজা গ্রে আমার মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলো।

Scanned by CamScanner

—আচ্ছা মিস্টার ইস্টারব্রুক, মানুষকে বড় অপ্রতিভ করে দেয় তাই না? নরম গলায় সে বললো, আপনার দিকে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি আমার নজরে পড়েছে।

—ও ওখানকার স্থানীয় অধিবাসী তাই না? মনের কৌতূহল খুবই ভদ্রভাবে প্রকাশ করলাম।

—হাঁ মনে হচ্ছে আপনাকে কেউ বলেছে যে, সে এখানকার ডাইনী রমণী। সিবিল স্ট্যামফোর্বিওসের পুঁতির মালাটা ঝন্‌ঝন্ করে কেঁপে উঠল।

—এখন স্বীকার করুন, মিস্টার...মিস্টার...।

—ইস্টারব্রুক।

—হাঁ ইস্টারব্রুক। নিশ্চিত হয়ে বলছি যে, আপনি শুনেছেন যে আমরা এখানে ডাইনীবিদ্যা নিয়ে চর্চা করি। কথাটা স্বীকার করুন। জানেন তা, এ ব্যাপারে এ অঞ্চলে আমাদের নাম খুব ছড়িয়ে পড়েছে।

—বোধহয়, কথাটা অনভিপ্রেত নয়। দারুণ একটা মজার খোরাক পেয়ে বললো থিরজা—এখানে সিবিলের অনেক দান আছে।

খুশি মনে সিবিল বলতে লাগলো নরম গলায়—ভোজবিদ্যা সব সময় আমার মনকে আকর্ষণ করে। এমন কি খুব ছোটবেলাতেও বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার অস্বাভাবিক একটা শক্তি আছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখার শক্তি আমার মধ্যে দেখা দেয়। আর এই শক্তিটা যে কি তাও আমার জানা ছিল না। একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে কেবল বসতাম—তারপর কি যে ঘটে চলেছে তা বুঝতে পারতাম না। অবশ্য এটাও ঠিক যে, আমার কান সব সময় অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। একবার এক বান্ধবীর বাড়িতে চা পান করবার সময় আমি আমার চেতনা হারিয়ে ফেলি। আর সেই ঘরের মধ্যে সে দিন যে একটা কিছু আজব ঘটনা ঘটেছিল তা আমি জানি। পরে অবশ্য এর খবর আমরা জানতে পারি যে, বছর পঁচিশ আগে একটা লোক খুন হয়েছিলো। ঠিক এই ঘরটায়।

আমাদের দিকে তাকিয়ে সে মাথা নাড়লো। তার আচরণে খুশির আমেজ।

কর্নেল ডেসপার্ড খুবই ভদ্রভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে বললো—ভারি আশ্চর্য তো!

—অনেক অশুভ ঘটনা এই ঘরের মধ্যেই ঘটেছে। গম্ভীর ভাবে বললো সিবিল—তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। ইহলোকে বন্দী আত্মাদের এখানে মুক্ত করা হয়েছে।

—এক ধরনের ধর্মীয় পরিষ্কারকরণ প্রক্রিয়া। তাই না? শুধালাম।

সন্দেহভরা দৃষ্টিতে সিবিল বরং আমাদের দিকে তাকালো।

—আহা, কি চমৎকার রঙীন শাড়ি তুমি পড়ে আছো। রোডা বললো। সিবিল উৎসাহভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—হাঁ ভারতবর্ষে যখন থাকতাম তখন এই শাড়িখানা পেয়েছিলাম। খুব সুন্দরভাবে জীবন ওখানে কাটিয়ে এসেছি। জানো তো ওখানে থাকাকালীন যোগব্যায়াম করতাম। আরো অনেক কিছু শিখেছি। তবে না অনুভব করে পারছি না যে এসব বিকৃত অভ্যাস—স্বাভাবিক বা আদিম কোনোও কিছুরই কাছাকাছি একেবারেই নয়। অনুভব করি যে আদিম জীবনের শুরুর অবস্থায় লোকের ফিরে যাওয়ার একটা ইচ্ছে থাকে। মুষ্টিমেয় যে কজন রমণী হাইতিতে গিয়েছে আমি তাদের মধ্যে একজন। ওখানেই কেবল তুমি ভোজবিদ্যার মূলস্রোত দেখতে পাবে। অবশ্য কিছু কিছু দুর্নীতির বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে ভোজবিদ্যার মূল অস্তিত্ব এখনও হাইতিতে রয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত থেমে সিবিল আবার বলতে লাগলো, আমার একটা যমজ বোন ছিলো সামান্য বয়সে বড়, এ কথা জানার পর বিশেষভাবে ওরা আমাকে অনেক কিছু দেখিয়ে ছিল। যমজ শিশুদের মধ্যে যেটি অন্যটির পরে ভূমিষ্ঠ হয় তার মধ্যে বিশেষ ধরনের শক্তির প্রকাশ ঘটে। কথাটা ওরাই আমাকে জানিয়েছিলো। খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার তাই না? ওদের মৃত্যুনৃত্য বিস্ময়কর। মৃত্যুর বর্মের প্রতীক হচ্ছে মাথার খুলি আর আড়াআড়ি করে বাঁধা হাড়। এছাড়াও কবর খোঁড়ার যন্ত্রপাতি কোদাল শাবল আর বেলচা। মৃত্যু নর্তকরা পরে কবর খোঁড়ার লোকদের মতন কালো আলখাল্লা ও লম্বা টুপি...।

Scanned by CamScanner

সবাই নীরবে শুনছিলো।

সিবিল আবার বলতে লাগলো—প্রধান কর্তা হচ্ছে ব্যারন সামেদি এবং লেগবা দেব তাকে জাগিয়ে তোলে আর এই দেবতাই বাধা দূর করেন। মৃত্যুকে পাঠাও মৃত্যু ঘটানোর জন্য। অলৌকিক ধারণা, তাই না?

বলা থামিয়ে সিবিল উঠে পড়লো এবং জানলার তাক থেকে একটা জিনিস নিয়ে এসে আবার বলতে লাগলো, এটা আপনার বাদ্যযন্ত্র। একটা লাউয়ের শুকনো খোলার উপর অনেকগুলি পুঁতি বসিয়ে এটা তৈরি। আর এই টুকরোগুলো দেখছো তো মরা সাপের শুকনো মেরুদণ্ডের হাড়ের টুকরো।

আমরা সবাই ভদ্রভাবে ওটা দেখলাম। তবে আমাদের মনে আর কোনো উৎসাহ ছিলো না।

সিবিল কিন্তু পরম স্নেহে তার সেই বিকট খেলনাটা বাজাতে শুরু করলো।

—ভারি মজাদার বাজনা। খুবই ভদ্রভাবে ডেসপার্ড আওড়ালো।

—তোমাদের কাছে আমি আরো অনেক কিছু বলতে পারি...।

ঠিক তখুনি আমার মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলো। সিবিল যখন ইন্দ্রজাল, ডাকিনীবিদ্যা ও তার জ্ঞানের কথা বলছিলো, আলোচনা করছিলো মৈত্রী ক্যারিফোর, কোয়া এবং গাইড পরিবার সম্বন্ধে—তখন কথাগুলো খুবই অস্পষ্টভাবে আমার কানে এসেছিলো। একসময় থিরজা বিড় বিড় করে বলতে লাগল। তুমি এই সব একদম বিশ্বাস করো না তাই তো? কিন্তু তুমি জানো যে তোমার ধারণা ভুল, তুমি কখনো প্রতিটি ঘটনাকে কুসংস্কার, বা ভয় অথবা ধর্মীয় গোঁড়ামি বলে ব্যাখ্যা করতে পারো না। প্রাকৃতিক সত্য এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের অস্তিত্ব রয়েছে। সব সময় ডাকবে।

—মনে হয় না এ ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ করার কোনো কারণ আছে। জবাব দিলাম।

—তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক, চলো আমার লাইব্রেরি দেখবে চলো।

ওর সাথে ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে এসে বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

—পুরানো আস্তাবলটায় আমার লাইব্রেরি তৈরি করেছি। থিরজা বুঝিয়ে বললো। আস্তাবল আর বাইরের একখানা বিশাল ঘর বানানো হয়েছে। একটা পুরো দেওয়াল জুড়ে তাক তাতে সারি সারি বই সাজানো। উঠে গিয়ে দেখতে দেখতে তারিফ করে জানালাম—তুমি তো অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যোগাড় করেছ মিস গ্রে। আমার কথা, তুমি একটা মহা সম্পদ জমা করেছো।

—করেছি তাই না?

তাক থেকে এক একখানা বই নামিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগলাম। আমাকে পরখ করছিলো থিরজা। তার মুখে চোখে খুশির ভাব। কিন্তু তার কারণ আমার বোধগম্য হলো না।

এক সময় থিরজা বললো—সম্পদের তারিফ যে করতে পারে তার সাথে মিশতে ভালো লাগে। বেশির ভাগ লোকই তো এসব বই দেখে হাই তোলে আর না হয় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

—মনে হয়। ডাকিনীবিদ্যা এবং জাদুমন্ত্র সম্পর্কে যা কিছু জানবার আর অভ্যাস করবার পদ্ধতি আছে তা সবই এখন তোমার আয়ত্ত্বাধীন। এর চেয়ে বেশি আর কিছু নিশ্চয় নেই। আচ্ছা, এই বিদ্যায় আজ কেন সবচেয়ে বেশি তোমার আকর্ষণ? শুধালাম।

—এত দিনের পুরানো কথা যে, এখন সবকিছু মনে করে বলা কঠিন কাজ।

প্রথমে একটা জিনিস হেলা ফেলা ভাবে মানুষের নজরে পড়ে, শেষে সেটাই একদিন তার সমস্ত মনটা জুড়ে বসে। আর লোকজনরা সে সব বিশ্বাস করেছিলো।

হাসলাম।

—যা কিছু পড়ো তা সব বিশ্বাস করো না এটা জেনে খুশি হলাম।

—হতভাগিনী সিবিলকে দেখে তুমি আমার বিচার করতে বসো না। তোমাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি ভুল করছো। অনেক দিক দিয়ে সিবিল একটা বাজে স্ত্রীলোক। সে

Scanned by CamScanner

ডাকিনীবিদ্যা, পিশাচবিদ্যা আর ভোজবিদ্যাকে মিশিয়ে এক ভয়ানক অলৌকিক কাণ্ড ঘটায়। তবে সে এক শক্তির অধিকারিণী।

—শক্তির অধিকারিণী! শুধালাম।

—জানি না, এ ছাড়া আর কি বলবে একে তুমি...। এমন কিছু লোক আছে যারা এই সব জগতের সাথে আজব ভৌতিক শক্তির জগতের সেতুবন্ধনের কাজ করে, সিবিল তাদের মধ্যে একজন। সে একজন সেরা মাধ্যম—তার উপর ভর হয়। টাকা পয়সা রোজগার করার জন্য সে একাজ কখনও করেনি। কিন্তু তার দান ব্যতিক্রম পর্যায়ের। যখন সে আমি আর বেল্লা...।

—বেল্লারও আছে।

—হাঁ বেল্লারও নিজের শক্তি রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের শক্তির মান বিভিন্ন। এবং দলগত হিসাবে...বলতে বলতে থামলো মিস থিরজা গ্রে।

একটু হেসে বললাম—যাদুকর লিমিটিউ তাই না?

—এভাবে অবশ্য বলা যায়।

তাক থেকে একখানা বই নামিয়ে ছিলাম। সেখানকার পাতা ওলটালাম—নস্ত্রাদাম এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ।

শান্ত কণ্ঠে শুধালাম—এ বইতে যা লেখা আছে তা কি বিশ্বাস করো?

বিশ্বাস করি না। আমি জানি। বিজয়িনীর মত সে বললো।

তার দিকে তাকিয়ে আবার শুধালাম—কিন্তু কেন? কোনো ভাবে? আর কি কারণে?

হাত তুলে বইয়ের তাকগুলো দেখিয়ে সে বলতে লাগলো। এই যে এগুলো। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কত গোঁজামিল, কত বাজে কথা। চমৎকার সব হাস্যকর নির্বাচিত শব্দের প্রয়োগ। লোকের মন জুড়ানোর জন্য এদের উপর খোসা জড়ানো থাকে। তুমি এবার খোসা ছাড়িয়ে নাও।

—তোমার কথা বুঝতে পারছি বলে মনে হয় না।

দেখো বন্ধু কেন যুগে যুগে মানুষ যাদুকরের কাছে, ঐন্দ্রজালিকের কাছে, ডাকিনীবিদ্যার চিকিৎসকের কাছে ছুটে এসেছে? এর সত্যিকারের দুটো কারণ রয়েছে। দুটি বস্তু লাভের ভয়ানক কামনায় তারা এই নরক ভোগের ঝুঁকি নিয়েছে। প্রেম রূপ বিষের পেয়ালা অথবা পেয়ালা ভরা বিষের জন্য তাদের এই কামনা।

তাই তো তারা আসে।

—আহা—

—কত সরল, তাই না? প্রেম...অথবা মৃত্যু। যাকে মানুষ চায়, ভালোবাসে, কামনা করে তাকে পাওয়ার জন্য ঐন্দ্রজালিকের আশ্রয় নেয়—প্রেমের সফলতার জন্যই প্রক্রিয়া। পূর্ণিমার রাতে শুধু একবার মাত্র চুমুক দেওয়ার প্রক্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান অথবা ভৌতিক বিদ্রোহী আত্মার নামোচ্চারণ। মেঝের উপর বা দেওয়ালের গায়ে খড়ির নমুনা অঙ্কন। এ সবই জানলা ঢাকার কসরৎ।

এই এক ঢোক পানের আড়ালে যে সত্য রয়েছে তা হচ্ছে নারীসঙ্গমের মাধ্যমে তৃপ্তিলাভের কামনা।

—আর মৃত্যু? শুধালাম।

—মৃত্যু! এক ধরনের আজব মৃদু হাসি ফুটে উঠলো আর সেই হাসি দেখে আমার মন অস্বস্তিতে ভরে গেলো।

থিরজা শুধালো—তুমি কি মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী?

—কে নয় আগ্রহী? হালকা ভাবে জবাব দিলাম। আমার দিকে তীক্ষ্ণ, সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থিরজা বললো—অবাক হচ্ছি!

অবাক হয়েও আমি তাকিয়ে ছিলাম।

—মৃত্যু। এই পাওয়ার লড়াইয়ে প্রেমের সাফল্যের চেয়ে মৃত্যুর পাল্লাটাই বেশি ভারি। এবং তবুও অতীতে কত না ছেলেমানুষি ঘটনা ঘটেছে। এই ধর বরজিয়া সম্প্রদায় মানুষরা

Scanned by CamScanner

আর তাদের সেই বিখ্যাত গোপন বিষের কথা। জানো কি সত্যিই তারা কি কাজে এই বিষ ব্যবহার করতো? সাধারণতঃ এটা হচ্ছে সাদা আর্সেনিক বিষের গুঁড়ো। বস্তির রাস্তার সাধারণ বউরা এমন বিষের গুঁড়ো ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এ অবস্থা থেকে আমরা এখন অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানের সীমাকে বর্ধিত করেছে।

—চিহ্ন নজরে পড়ে না এমন বিষগুলো সম্বন্ধে?

—বিষ। ও কিছু না। ছেলেখেলার জিনিস। এখন নূতন দিগন্তের উদ্ভব ঘটেছে।

—কি সেটা?

—মন। মন যে কি সেই জ্ঞান—মন কি করতে পারে—মনকে দিয়ে কি করানো যায়।

—দয়া করে আরো বলো। খুবই আকর্ষণীয় কথা বলছো তো।

—মত এবং পদ্ধতি সুপরিচিত। আদিম সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চিকিৎসকরা এই পদ্ধতির ব্যবহার করে আসছে। যাকে তুমি হত্যা করতে চাও তাকে তোমার খুন করার প্রয়োজন নেই। তোমাকে কেবল একটা কাজ করতে হবে—তাকে বলো নিজেই মরা।

—মৃত্যুর ওঝারা বা ভবিতব্য? কিন্তু উদ্দিষ্ট হবু নিহত ব্যক্তি যদি ইঙ্গিতে বিশ্বাস না করে তাতে কাজ হয় না।

—তুমি বলছো ইউরোপবাসীর মনের উপর এই ইঙ্গিত কোনো কাজ করে না। আমার বক্তব্যকে সে সংশোধন করতে চাইলো—মাঝে মাঝে কাজ করে। কিন্তু যুক্তিটা তা নয়, ডাইনী ওঝারা যতদূর পর্যন্ত কখনও যায়নি আমরা আলোচনা করতে করতে সেখানে পৌঁছে গেছি। মনঃসমীক্ষকরাই আসলে পথ দেখিয়েছেন। মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যেক মানুষের মনে এই আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে। এর উপরই কাজ করে। বিচার বিশ্লেষণ করে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

—এটা খুবই আকর্ষণীয় ধারণা। আমার বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসু মৃদু স্বরে জানানো, তোমার বশীভূত মানুষটিকে আত্মহত্যা করার জন্য প্রভাবিত করতে হবে? এটাই কি বলতে চাইছ?

—তোমার চিন্তা এখনও পেছনে পড়ে রয়েছে। আচ্ছা মূর্ছা রোগের কথা কি শুনেছো?

—নিশ্চয়।

—কাজে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এড়াবার জন্য যে সব মানুষের গোপন অবচেতন মনে একটা ইচ্ছা জাগে তাদের মধ্যেই সত্যিকারের অসুস্থতা দেখা দেয়। এটা ভালো নয়—লক্ষণসহ, প্রকৃত দৈহিক যন্ত্রণাসহ সত্যিকারের রোগ। বহুকাল এটা চিকিৎসকদের কাছে একটা সমস্যা।

ধীরে ধীরে বললাম—তুমি যে কি বলছো তা বুঝতে পারছি না।

—তোমার বশীভূত মানুষটিকে ধ্বংস করতে হলে তার গোপন অবচেতন মনে শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দাও। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে যে মৃত্যুর আশঙ্কা বিরাজ করছে তাকে উত্তেজিত উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। থিরজার মনেও উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে বাড়ছিলো। বলতে লাগলো—দেখতে পাচ্ছো না? মৃত্যু সন্ধানী আত্মার জন্যই সত্যিকারের অসুস্থতা তার দেহ মনে প্রবিষ্ট হবে। তুমি অসুস্থ হতে চাও। তুমি মরতে চাও—আর তাই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, মারা যাবে।

এবার বিজয়িনীর ভঙ্গিতে সে মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হলো। সহসা আমার ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে এলো। অবশ্য এসবই বোকামি। এই স্ত্রীলোকটির মধ্যে রয়েছে একটু ক্ষ্যাপামি...এবং তবুও...।

আচমকা সে হেসে উঠলো। শুধালো—তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো না, তাই না?

—মিস গ্রে, এটা একটা জাদু করা তত্ত্বকথা—আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গেও এর মিল রয়েছে। তুমি কিভাবে উজ্জীবিত করে তুলবে তা প্রস্তাব করছো?

—ওটা আমার একান্ত গোপনীয় প্রস্তাব। এটা একটা পথ। একটা উপায়।

Scanned by CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

—এই যে তোমরা ফিরলে এতক্ষণে। আমরা ভাবছিলাম, তোমরা গেলে কোথায়! খোলা দরজা পেরিয়ে বাইরে আসতে রোডা শুধালো। তার পেছন পেছন অন্য সবাই বেরিয়ে এলো। চারদিকে এক নজর বুলিয়ে আবার বললো—তুমি কি এইখানে সাধনা করো তাই না?

—ঠিক জেনেছো। থিরজা গ্রের মুখের হাসি ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে গেলো—তোমার কাজকর্ম সম্বন্ধে তোমার চেয়ে বেশি জেনে ফেলে গ্রামের লোকজন। শুনলাম তোমার সম্বন্ধে গ্রামে নাকি দারুণ দুর্নাম রটে গেছে। একশো বছর আগে এমন ঘটনা ঘটলে ডুবিয়ে মারা হতো, সাঁতরে পালাতে হতো আর না হয় চিতায় জ্বলতে হতো। আমার একজন অতি প্রমাতামহী কিংবা এক বা একাধিক আমাদের বংশের প্রাচীন মহিলাকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, ঘটনাটা ঘটেছিল আয়ারল্যান্ডে। সে সব দিন এমনই ছিলো।

—সব সময় আমার ধারণা ছিলো যে তুমি স্কটল্যান্ডের অধিবাসিনী।

—বাবার দিক থেকে আমি স্কটল্যান্ডের, কিন্তু মায়ের দিক দিয়ে আয়ারল্যান্ডের সেই রক্তধারা আমার শরীরে বইছে। আমাদের সিবিল হচ্ছে অজগরনাগিনী গ্রীকজাতীয় রক্ত বইছে ওর ধমণীতে আর সেকালের ইংরেজ ঘরের মেয়ে বেল্লা।

—ভয়ানক তীব্র এক মানব জাতীয় মিশ্র সুরা। মন্তব্য করলো কর্নেল ডেসপার্ড।

—তুমি যেমন ইচ্ছে বলতে পারো।

জিনজার বললো, বড় মজা তো। থিরজা বারেকের জন্য দেখলো জিনজারকে।

—হাঁ একদিক দিয়ে তাই বটে। মিসেস অলিভারের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো থিরজা। ইন্দ্রজালের দ্বারা একজনকে খুন করা হয়েছে এমন একটা কাহিনী নিয়ে বই লেখো তুমি। ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর আমি তোমাকে দিতে পারবো। লজ্জিত মিসেস অলিভার ক্ষণেক তাকে শুধু দেখলো। তারপর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললো—দেখো আমি শুধু সাধারণ মানুষের খুনের কাহিনী নিয়ে লিখি। তার বলার ধরনটা এমন যেন কেউ বলছে—আমি শুধু সাধারণ রান্নাবান্না রাঁধতে পারি। তারপর মিসেস অলিভার আরো বললো—ঠিক এমন লোকের সম্পর্কে লিখি যে তার পথের কাঁটা উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করে চতুরতার সঙ্গে।

—তবে আমার কথা হলো তারা খুবই চতুর। ডেসপার্ড বললো। হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা এক পলক দেখে বললো—রোডা মনে হয়...। হাঁ, এবার আমাদের উঠতে হবে। মনে হচ্ছে, আমাদের খুব দেরি হয়ে গেছে। বিদায় নেওয়ার পালা চুকলো। আমরা আর বাড়ির ভেতর গেলাম না। পাশের একটা গেট দিয়ে বাইরে চলে এলাম।

কর্নেল ডেসপার্ড তারের জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা দেখিয়ে বললো—অনেক মুরগী পোষ দেখছি।

—মোরগগুলিকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না—জিনজার বললো—এমন বিশ্রীভাবে ওরা ডাক ছাড়ে।

—বোধহয় ওগুলো ককরেল জাতের মোরগ। এবার যে কথা বললো সে বেল্লা। বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে।

—সাদা ককরেল জাতের মোরগ ওগুলো। বললাম।

—ওগুলো কি টেবিল বার্ড? ডেসপার্ড শুধালো। বেল্লা জবাব দিলো—ওগুলো আমাদের প্রয়োজন মেটায়। আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ছোটখাটো মুখখানা বিস্ময়ে হতবাক্। মুখের হাঁ খানা যে টানা বক্র রেখা। দু চোখে ধূর্ত সন্ধানী দৃষ্টি।

—ওদের দেখাশোনা করার কাজ বেল্লার। থিরজা গ্রে হাল্কা সুরে বললো।

আমরা বিদায় নিলাম। আর ঠিক তখুনি সিবিল স্ট্যামফোর্বিওস সদর দরজা পেরিয়ে দ্রুত পদে এগিয়ে এলো বিদায়ী অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের গাড়ি যখন ফিরে আসছে

Scanned by CamScanner

তখন মিসেস অলিভার আচমকা বললো—ঐ রমণীকে আমি একদম পছন্দ করি না। একদম আমার ভালো মনে হয় না।

ডেসপার্ড তাকে সমর্থন জানিয়ে বললো—তবে বুড়ি থিরজাকে অত গভীরভাবে বিচার করো না। সে অনর্গল খবরগুলো আমাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের মনে কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে দেখতে চেয়েছে।

—ওর কথা বলছি না—দুষ্টুবুদ্ধির স্ত্রীলোক। একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য যেন তীক্ষ্ণ নজরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অপর স্ত্রীলোকটির মতন সে অত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির নয়।

—বেল্লার কথা বলছো? মেনে নিচ্ছি সে একটু রহস্যময়ী।

—ওদের কথা আমি বলতে চাইছি না। বলছি ওই সিবিলের কথা। তাকে ঠিক নির্বোধ বলে মনে হচ্ছিল। ওই সব পুঁতির মালা আর ঝালর এবং জাদুবিদ্যাচর্চার মন্তরপাতি আর আজগুবি পুনর্জন্মের কাহিনী সে বলছিল। (আচ্ছা রান্নাঘরের ঝি কিংবা কুৎসিত দর্শন বুড়ো চাষী কেন পুনর্জন্ম লাভ করে না? সব সময় এ ঘটনা ঘটেছে মিশরের কোনো রাজকুমারী কিংবা ব্যাবিলনের কোনো সুদর্শন ক্রীতদাসের জীবনে। ব্যাপারটা বড় গোলমেলে।) তা সবই এক কথা। স্ত্রীলোকটি নির্বোধ বটে। আমার ধারণা সে সত্যই ঘটনা ঘটাতে পারে, আর সে সব খুবই আজব ঘটনা। সব ঘটনা বাঁকা চোখে দেখা আমার অভ্যাস। তবে ওকে দিয়ে করানো যাবে। কেননা ও নির্বোধ। মনে হচ্ছে কেউ আমার কথা ধরতে পারছে না। মিসেস অলিভার থেমে গেল। তার কণ্ঠে সমবেদনার ছোঁয়া।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। বললো জিনজার, তোমার কথা যদি সঠিক না হয় তবে আমার অবাক হওয়া উচিত হবে না।

—সত্যি একজন ভূতপ্রেতের ওঝার কাছে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। রোডা রাগান্বিত স্বরে বললো। এতে বরং আমরা কিছু মজার খোরাক পাবো।

—না, তোমরা যেতে পারবে না। ডেসপার্ড দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, এ ধরনের লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে আমি তোমাদের দেবো না। ওরা হালকা তর্কাতর্কি আর হাসাহাসিতে মেতে উঠলো। মিসেস অলিভার যখন পরের দিনের সকালবেলার ট্রেনের ব্যাপারে জানতে চাইলো তখনই আমার সম্বিত ফিরে এলো।

বললাম, আমার গাড়িতে ফিরতে পারবে।

মিসেস অলিভারের দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়েছে। তাই বললো, না, আমি ট্রেনেই ফিরবো।

—এর আগেও তো তুমি আমার গাড়িতে গেছো। বিশ্বাস করার মতন ড্রাইভার আমি।

—ব্যাপারটা তা নয় মার্ক। আগামীকাল সকালে একজনের শব সৎকারে আমাকে হাজির থাকতে হবে। কাজেই তোমার গাড়িতে গেলে শহরে পৌঁছতে আমার দেরি হয়ে যাবে। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস অলিভার বললো, জানো শব সৎকারে যেতে আমার ঘৃণা হয়।

—যেতেই হবে তোমাকে?

—মনে হয় এক্ষেত্রে আমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে। মেরী দেল ফনটেইন আমার বহুদিনের বান্ধবী। আমার যাওয়া সে চায়। এ ধরনের মানুষ সে ছিলো।

—অবশ্যই। বললাম, দেল ফনটেইন...নিশ্চয়। সবাই অবাক নয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, দুঃখিত। সম্প্রতি দেল ফনটেইন নামটা মনে হয় কোথায় শুনেছি...তাই। তোমার মুখে হয়তো শুনেছি, তাই না? কয়েকবার অলিভারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—কোনো একটা নার্সিং হোমে তুমি যেন তার সাথে দেখা করতে যাবে এমন ধরনের কিছু একটা বলে ছিলে।

—বলেছিলাম বুঝি? তা হতেও পারে।

—কিসে মারা গেছে মহিলা?

Scanned by CamScanner

—বিষক্রিয়ায় স্নায়ু প্রদাহের জন্য...এমনি ধরনের কোনো একটা রোগে। জিনজার কৌতূহলীর দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষা করেছিলো। তার দু'চোখে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি। আমরা সবাই গাড়ি থেকে নামলাম। আচমকা বললাম, খানিকটা পায়চারি করে আসি। খুব জব্বর লাঞ্চ খাওয়া হয়েছে। একটু পরিশ্রম করলে হজমের সুবিধা হবে। আমার সাথী হওয়ার জন্য কেউ প্রস্তাব করার আগে আমি একাই চলতে শুরু করলাম। আমি ভীষণভাবে একাকী কিছুক্ষণ থাকতে চাই। আমার চিন্তা-ভাবনাগুলোকে এই সময়টাতেই ঝাড়াই বাছাই করে নেবো।

এসব ঘটনা কি? নিজের মনকে আমি এ ঘটনার একটা পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা শোনাতে চাই। পপি যখন অপ্রত্যাশিত কিন্তু আতঙ্কজনক মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়েছিলো যে, যদি কোনো লোকের কবল থেকে মুক্তি চাও তবে পেল হর্সে যাও। ওটাই উপযুক্ত জায়গা।

সেই মন্তব্যটা অনুসরণ করতে জিম করিগ্যানের সাথে আমার দেখা হয়েছে এবং জেনেছি তার নামের তালিকা, সঙ্গে ফাদার গোরম্যানের খুন হওয়ার সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। ওই তালিকাতে দেখা হেসকেথ ডিউবয় আর টাকারটনের নাম দেখে লুইজির কফিবারে ওই নামদুটো এক সন্ধ্যায় শোনার ঘটনা আমাকে স্মরণ করতে হয়েছে। তালিকায় দেলা ফনটেইনেরও নাম ছিলো, তবে পরিচয় অস্পষ্ট। এক অসুস্থ বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে মিসেস অলিভার এই নামটা উল্লেখ করেছেন। এই অসুস্থ লোকটি এখন মৃত। এর পরের কারণটা ঠিক মনে করতে না পারলেও ফুলের দোকানে পপিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলাম। পপি কথাগুলো শোনার পর প্রতিবাদ করে বলেছিলো যে পেল হর্স নামে যে একটি সংস্থা আছে তা তার জানা নেই। পপি যে ভয় পেয়েছিলো তা তাকে তখন দেখে আর কথা বলে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।

—আজ, থিরজা গ্রে-কে দেখলাম।

কিন্তু নিশ্চয় পেল হর্স আর তার অধিবাসী এক জিনিস এবং ওই নামের তালিকা অন্য আর এক ধরনের জিনিস, দুটির মধ্যে একেবারেই কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু কোনো প্রয়োজন সার্থক করতে আমি মনে মনে এই দুটিকে জুড়তে চাইছি? মুহূর্তের জন্য কেন আমি ভাবছি, কল্পনা করছি যে, এই দুটির মধ্যে সংযাগ রয়েছে?

ধরে নেওয়া যায় মিসেস দেলা ফনটেইন বাস করতো লন্ডন শহরে। আর থমসিনা টাকারটনের বাস ছিলো সারের কোনো একটা জায়গায়। ওই তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের কারো সাথে এই ছোট্ট গ্রাম সুচ ডিপিঙের কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে না। যদি না...।

ঠিক তখনি আমি কিংস আর্মস পাবের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কিংস্ আর্মস্ একটা খাওয়ার ঘর। সাদা রঙ করা বোর্ডে লিখে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং লাঞ্চ ডিনার এবং চা খাবার সরবরাহের সব ব্যবস্থা রয়েছে।

পাবের দরজা ঠেলে খুলে ভিতরে ঢুকলাম। মদ সরবরাহের বার আমার বাঁ-দিকে, ওটা তখনও বন্ধ। ডানদিকে ছোটখাটো একটা লাউঞ্জ, বিস্বাদ ধোঁয়ার গন্ধ। সিঁড়ির এক পাশে একটা নোটিশ অফিস। অফিসের জানলায় কাঁচের শার্সি দৃঢ়ভাবে আটকানো। পাশে একটা ঘণ্টা বাজানোর বেল। দিনের কোনো একসময় পাবটা একদম খালি থাকে। অফিসের জানালার উপর নাম লেখার তেলচিটে রেজিস্টার দর্শকদের ওতে নাম লিখতে হয়। রেজিস্টারখানা নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগলাম। খুব বেশি মানুষজনের এখানে আনাগোনা নেই। পাঁচ-ছটা নাম লেখা, এক সপ্তাহের মধ্যে ওদের বেশির ভাগই শুধু রাতটুকুর জন্য থেকেছে। রেজিস্টার থেকে নামগুলো টুকে নিলাম।

একটু পরে রেজিস্টারখানা বন্ধ করলাম। কিন্ত এখনও কারো দেখা নেই। আর ঠিক এই মুহূর্তে কাউকে আমার প্রশ্ন করারও নেই। তাই আবার পথে নামলাম, বিষণ্ণ বিকাল। গত বছর স্যানফোর্ড নামের একজন লোক এবং পারকিনসন নামের আর একজন এই কিংস্ আর্মস হোটেলে ছিলো এটা কি কেবল একটা ঘটনার সংগঠন? দুটো নামই করিগ্যানের নামের তালিকায় ছিলো। তবে নামগুলো বিরল নয়। আরো একটা নাম লিখে নিয়েছি, নামটা হচ্ছে

Scanned by CamScanner

মার্টিন ডিগবি। যে মার্টিন ডিগবিকে আমি জানি সে যদি এই মার্টিন ডিগবি হয় তবে সে আমার মিন চাচী লেডি হেসকথ ডিউবয়ের ভাইপো।

কোথায় যে চলেছি তা বুঝতে পারছিলাম না। কারো সাথে কথা বলার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। জিম করিগ্যান, কিংবা ডেভিড আরডিংলি বা শান্তশিষ্ট হারসিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হত। আমার গোলমেলে ভাবনা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল, আর একলা থাকতে পারছি না। সত্যি কথা বলতে কি আমি যা জেনেছি, যা ভাবছি তা নিয়ে কেউ আমার সাথে তর্ক করুক, সত্যের আলোক ঝলসে উঠুক আমার মনে।

ঘণ্টাখানেক জল-কাদা-ভরা পলিপথ হেঁটে অবশেষে গ্রামের পুরোহিতের বাড়ি হাজির হলাম এবং নোংরা দেউড়ির দরজার পাশে লাগানো জঙ্ ধরা ঘণ্টা বাজালাম।

* * * *

আশাতীত এক দানবীর মতন আমার সামনে হাজির হয়ে মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ। বললো, ঘণ্টাটা বাজে না। আগেই আমার মনে সে সন্দেহ হয়েছিলো।

—বার দুয়েক ওরা ঘণ্টাটা সারিয়ে দিয়েছিলো, বললো মিসেস ক্যালথ্রপ, কিন্তু বেশিদিন ঘণ্টাটা চালু থাকেনি। তাই নিজেই আমি সজাগ থাকি। যদি কিছু জরুরি খবর আসে। আচ্ছা তুমিও তা জরুরি কাজেই এসেছো তাই না?

—হাঁ আমার কাছে ব্যাপার খুবই জরুরি। পুরোপুরি আমার মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে মিসেস ক্যালথ্রপ শুধালো, আমিও তাই ভাবছি। ব্যাপারটা খুবই খারাপ....কিন্তু কাকে চাও তুমি? গ্রামের পুরোহিতকে?

—ঠিক নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না...। আমি গ্রামের পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিল। কিন্তু কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আর ঠিক তক্ষুনি মিসেস ক্যালথ্রপ আমাকে বললো, বলছি, গ্রামের পুরোহিত হওয়ার কথা ছেড়ে দিলেও আমার স্বামী খুবই ভালো মানুষ। আর এর ফলে মাঝে মাঝে আমাদের খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় জানো, ভালো মানুষরা মন্দকে চিনতে পারে না। কাজেই আমার সাথে কথা বলে। আমার মুখে মৃদু হাসি ফুটলো। শুধালাম, তাহলে মন্দর দেখভাল করা আপনার কাজ?

—ঠিক তাই। গীর্জায় নানা ধরনের পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয়। সে সবের খবরাখবর রাখা জরুরি প্রয়োজন। জবাব দিল মিসেস ক্যালথ্রপ। তাহলে পাদরি হিসাবে মন্দ কাজের দেখভাল করার সাথে আপনার স্বামীর কি কোনো সম্পর্ক নেই?

মিসেস ক্যালথ্রপ আমার কথার ভুল শুধরে দিয়ে বললো, পাপের জন্য ক্ষমা প্রদর্শনই তার কাজ। সে শুধু পাপের হাত থেকে পাপীকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। আমি ক্ষমা করতে পারি না। তবে অনুষ্ঠিত পাপ কাজগুলো বাছাই করে তাকে সাহায্য করতে পারি। এ কাজ জানা থাকলে লোকে অপরকে ক্ষতি করার কাজে বাধা দিতে পারে। কেউ জনসাধারণকে নিজের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত করতে পারে না। আমি যে পারি না এটাই বলেছি। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে অনুশোচনা করাতে সক্ষম, অথবা বলতে পারি যে, তুমিও তা জানো না। আজকাল অবশ্য অজস্র লোক তা জানে না।

—আপনার অভিজ্ঞতার লব্ধ জ্ঞানের প্রতিবাদ করতে চাইছি না, বললাম, তবে মানুষজনকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে চাই।

খুব তাড়াতাড়ি ঐ মহিলা আমার মুখের দিকে নজর বুলিয়ে নিলো। তারপর বললো, ব্যাপারটা হলো এই। এসো ভিতরে এসো বসো। আমরা সহজভাবে সবকিছু আলোচনা করতে পারবো।

পাদরীর বসবার ঘরখানা বেশ বড়সড় এবং অগোছালো ঘরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার আমলের আসবাবপত্তর সাজানো। আলোর কিছুটা অভাব থাকলেও ঘরখানা বিশেষ কোনো

Scanned by CamScanner

কারণে পুরো আঁধার ঢাকা নয়। বরং বেশ আরামদায়ক বিশ্রামের উপযুক্ত পরিবেশ। কদাকার চেয়ারগুলো দেখলে মনে হয় বহু বছর ধরে কারা যেন এর উপর বসে আছে। মস্ত বড় একটা ঘড়ি টিক্ টিক্ শব্দে চলছে। এই পরিবেশে সবসময় কথা বলা যায়, লোকে মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে। বাইরে নানা ঝামেলা সহ্য করার পর এখানে নির্ঝঞ্ঝাট আরাম করতে সক্ষম হয়।

এই ঘরে বসেই অনুভব করলাম, গোল চোখ যুবতী কন্যারা জল ভরা ছল ছল দৃষ্টিতে এখানে বসেই প্রথম জানতে পারে তারা আসন্ন প্রসবা এবং বিশ্রুত কণ্ঠে যুবতীরা তাদের বিপদের কথা মিসেস ডেন ক্যালথ্রপের কাছে বলে, তার পরামর্শ গ্রহণ করে, যদিও সব সময় পরামর্শগুলোর সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামির যোগ থাকে না। এখানেই ক্রুদ্ধ আত্মীয়রা তাদের সন্তানসন্ততিদের উপর তাদের জমে ওঠা বিরক্তি উজাড় করে দেয়, নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে। এইখানে বসেই জননীরা বুঝিয়ে বলে, তাদের বক্কেরা একেবারেই খারাপ ছেলে ছিলো না। শুধু তাদের একটু মাথা গরম। তাই তাদেরকে সংশোধন করার জন্য দূরে স্কুলে পাঠানোর কথাটা একদম একটা আজগুবি প্রস্তাব। স্বামী এবং স্ত্রীরা এখানে বসেই তাদের বিবাহ সম্বন্ধীয় ঝঞ্ঝাটের কথাগুলো খুলে বলে।

আর আজ সেই ঘরেই বসে পণ্ডিত এবং বিশ্বপ্রেমী লেখক আমি ইস্টারব্রুক বসে আছি এক অভিজ্ঞ বয়সী বৃদ্ধার সামনে। সুন্দর ধূসর দুটি চোখ মহিলার। আমার সমস্যাগুলো আমি এই মহিলার সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছুক। কেন? কারণ জানি না। শুধু এক আজব নিশ্চয়তা আমার মনে যে এই মহিলার কাছেই এসব সমস্যার কথা খুলে বলা যায়।

বলতে শুরু করলাম, একটু আগেই থিরজা গ্রের সাথে চা পান সেরে এলাম। মিসেস ক্যালথ্রপকে কোনো বিষয় বুঝিয়ে বলা কঠিন কাজ নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে কথার অর্থ বুঝতে পারে।

—বুঝতে পেরেছি। ঘটনাটা তোমাকে কি বিব্রত করেছে? এই তিনজনকে সহ্য করা এবং তাদের হালচাল বুঝতে পারা যে একটু কঠিন কাজ তা স্বীকার করছি। আমি নিজেই অবাক হয়েছি এত সব ওদের অহঙ্কারী কথাবার্তা। আমার অভিজ্ঞতা বলে নিয়ম অনুযায়ী আসল দুষ্টরা এত অহঙ্কার প্রকাশ করে না। অন্যায় কাজ করে তারা সম্পূর্ণ নীরব থাকে। সত্যসত্যই তোমার অন্যায় কাজ গুরুতর নয় বলেই তুমি এত কথা বলতে চাইছো। অন্যায় কাজ বড় জঘন্য নিচ আর ঘৃণ্য। তাই অন্যায় কাজগুলোকে যাতে জমকালো আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তার জন্য দারুণ ভাবে চেষ্টা করতে হবে। গ্রাম্য ডাইনীরা সাধারণত বাচাল আর রগচটা বৃদ্ধা। তারা মানুষকে শুধু ভয় পাইয়ে দেয় এবং এই সব কাজ করে তারা কিছুই পায় না। অথচ কাজটা অতি সহজেই করা যায়। তাই তো মিসেস ব্রাউনের মুরগীগুলো মারা গেল তোমরা সবাই মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলেছিলে, আহা! গত সপ্তাহের মঙ্গলবারে মহিলার বিল্লি আমার পুশিকে বিরক্ত করেছিলো। তার ফলেই এমনটা ঘটেছে। বেল্লা ভয়ের এ ধরনের ডাইনী হলেও তার মধ্যে আরো কিছু ক্ষমতা আছে। একেবারেই শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে এ ধরনের ক্ষমতা জন্মেছে। সেই ক্ষমতা এখন বেড়ে উঠেছে গ্রাম্য পরিবেশে এসে। যখন এই ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে তখন তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, প্রভাব বিস্তারের প্রবণতাকে ভাসিয়ে দিয়ে প্রকাশ পায় ঈর্ষা। সিবিল স্ট্যামফোর্বওসের মতন এমন বাচাল রমণী আমি আমার জীবনে আর কখনও দেখিনি। তবে তার উপর আত্মার ভয় খুবই সফল হয়। থিরজা, ওকে আমি জানি না। সে তোমাকে কি বলেছে বলে মনে হয়। এমন কিছু হয়তো বলেছে যার জন্য তুমি বিব্রত হয়ে পড়েছো তাই না?

—আপনি অনেক কিছু জানেন, মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ। আপনি যা কিছু জেনেছেন এবং যা কিছু শুনেছেন সেই অভিজ্ঞতার সাহায্য আপনি কি বলবেন যে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও একজন মানুষকে ধ্বংস করতে পারে?

মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধালেন, তুমি যখন ধ্বংসের কথা বলছো তখন মনে করতে পারি সেটা খুন? এটাই বাস্তব ঘটনা তাই তো?

Scanned by CamScanner

—হাঁ।

মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ জোরালো গলায় জবাব দিলেন, এটা অবাস্তব ব্যাপার।

একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

—কিন্তু আমারও ভুল হতে পারে, বললেন মিসেস ক্যালথ্রপ, আমার বাবা বলতেন, বিমানপোত অলীক কল্পনা। এবং আমার ঠাকুর্দা বলতেন রেলওয়ে ট্রেনও অবাস্তব ঘটনা। কিন্তু এখন এদের দুটোই বাস্তব ঘটনা। সে সময় এদের আবিষ্কার ছিল অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু এখন আর তারা অসম্ভব নয়। থিরজা কি করেছ, সক্রিয় মৃত্যু রশ্মি, না আর কিছু-না কি তারা তিনজনে মৃত আত্মাকে আহ্বান করে ইচ্ছা জানিয়েছে?

আমি হেসে বললাম, দেখছি সব ব্যাপারটাই আপনি প্রকাশ করেছেন। ওই রমণী যাতে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে তার সুযোগ তাকে দিতে হবে। মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ বলে উঠলেন, না, না। ও কাজ করবেন না। আপনি ঠিক 'ভর' হওয়ার মাধ্যম নন। ঘটনাটার সঙ্গে আরও কিছু জড়িয়ে আছে। এসব ঘটার আগেই সে ঘটনাটা ঘটেছিলো। এরপর খুব সংক্ষেপে ফাদার গোরম্যানের খুনের ঘটনা তাঁকে বললাম। এবং পেল হর্স নাইট ক্লাবের কথাটাও। তারপর পকেট থেকে ডাক্তার করিগ্যানের লেখা নামের তালিকার অনুরূপ তাঁকে দেখালাম।

ভুরু কুঁচকে মিসেস ক্যালথ্রপ তালিকার নামগুলোর উপর নজর বুলিয়ে বললেন, বুঝেছি, এই লোকগুলো? এদের মধ্যে মিল কোথায়?

—আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানি না। ব্ল্যাকমেল বা গোপন নেশার বস্তু হতে পারে?

—বাজে কথা। জবাব দিলেন মিসেস ক্যালথ্রপ, এর জন্য তুমি চিন্তিত নও। তুমি বিশ্বাস করো যে, আসলে তারা সবাই মৃত তাই না? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বিশ্বাস করি না। মিন্নি হেসকথ ডিউবয়, থমসিনা টাকারটন এবং মেরী দেলা ফনটেইন, এরা তিনজনই মারা গেছে। অস্বাভাবিক কারণেই তারা শয্যায় মারা গেছে। থিরজা গ্রে দাবি করেছে যে এটা ঘটাতোই।

—তুমি বলছো যে, সেই এটা ঘটিয়েছে?

—না, না। আসলে সে কোনো বিশেষ লোকের কথা বলেনি। তার বিশ্বাস যে, বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাভিত্তিক এটাই সে বুঝিয়ে বলেছিল। মিসেস ক্যালথ্রপ চিন্তিত মনে শুধালো, এটা শুনে আজগুবি কাণ্ড মনে হচ্ছে।

—জানি। এ ব্যাপারটা আমি শান্ত মনে নম্রভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে নিজের মনেই হাসতাম যদি না কৌতূহলজনক 'পেল হর্স' সম্বন্ধে উল্লেখ করা হতো।

মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ চিন্তিত মনে বললো, পেল হর্স কথাটার মধ্যে যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে। মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে মহিলা মাথা তুলে আবার বললো, ব্যাপারটা অন্যায়। খুবই অন্যায়। এর পিছনে সে উদ্দেশ্যই থাকে না। কেন এর রদ করতেই হবে। কিন্তু এটা তো তোমার জানা।

—হাঁ। কিন্তু কি করা যায়?

—উপায় একটা তোমাকে খুঁজতেই হবে। আর সময় নষ্ট করা যায় না। মিসেস ক্যালথ্রপ উঠে দাঁড়িয়ে চঞ্চলভাবে একটা পাক ঘুরে আবার বললো, এ ব্যাপারে তুমি এখুনি খোঁজখবর নিতে থাকো। এ কাজে তোমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কোনো বন্ধু তোমার কি নেই?

ভাবতে লাগলাম। জিম করিগ্যান? ব্যস্ত লোক তার হাতে সময় কম, তবু তার পক্ষে যা করা সম্ভব তা এর মধ্যেই সে করতে শুরু করেছে। ডেভিড আরডিংলি, কিন্তু সে কি এই ঘটনার কথাও বিশ্বাস করবে? হারসিয়া? হাঁ, হারসিয়া রয়েছে। পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি এবং প্রশংসাজনক বিচারশক্তি। তাকে যদি এ কাজের সাহায্যকারিণী হিসাবে নামাতে রাজী করানো যায় তবে একটা প্রবল ক্ষমতা হাতে পাওয়া যাবে। যা হোক সে এবং আমি...কথা শেষ করলাম না। হারসিয়া সুস্থির বুদ্ধির রমণী।

মিসেস ক্যালথ্রপ ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্না মহিলা। তাই সংক্ষেপে শুধালো, কি কারো কথা ভাবতে পারলে? খুব ভালো কথা তাহলে।

Scanned by CamScanner

—তিনজন ডাইনীর উপর আমি নজর রাখবো। এটা যে জবাব নয় তা এখনও মনে হচ্ছে। এই স্ট্যামফোর্বওস নারী যখন মিশরীয় রহস্য আর পিরামিডের ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে গালগল্প করেছিলো তখনই আমার এটা মনে হয়েছিলো। অবশ্য পিরামিডের অস্তিত্ব রয়েছে, রয়েছে তার সম্পর্কে নানা কাহিনী আর মন্দিরের রহস্যসমূহও তো আছে তবু মহিলার কথা স্রেফ গালগল্প। তাই মনে না করে পারলাম না যে, থিরজা গ্রের দখলে একটা কিছু আছে, সে তার সন্ধান পেয়েছে, বা লোকজনের মুখ থেকে শুনেছে এবং নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করার এবং ডাইনীবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এইসব গালগল্প বানিয়ে বানিয়ে বলছে। লোকজন দুষ্টুমির চমকে তাই এত মোহিত হয়। সৎ-লোকেরা এর জন্য অহঙ্কার করে না। এটা অবাস্তব তাই না? আমার মনে হয় এর জন্যই খৃস্টধর্মের মধ্যে এই মালিন্যের স্পর্শ ঘটেছে। তারা এমনকি জানেও না যে তারা সৎ লোক।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরব থেকে মহিলা আবার বললো, আমাদের এখন এই মহিলাদের কোনো একজনের সাথে পেল হর্সের কি সম্পর্ক রয়েছে তা জানার প্রয়োজন। আর সেটাই হবে নির্দিষ্ট একটা উপায়।

অষ্টম অধ্যায়

বাইরের পথে অতি পরিচিত সিনেমার গানের সুর কানে যেতেই গোয়েন্দা ইনসপেক্টর লেজুন মাথা তুলে দেখলেন ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকেছেন।

—সবাই বিমুখ করায় দুঃখিত, বললো করিগ্যান, কিন্তু জাগুয়ার গাড়িখানার তেল ফুরিয়ে গেছে। অথচ পুলিশ কমিশনার এলিস দেখেশুনে বলেছিল, যে গাড়িতে তেল রয়েছে। এটা এলিসের কল্পনা কিংবা মনের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মোটর ড্রাইভারদের এসব প্রাত্যহিক অভাব নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে লেজুনের নেই। তাই সে বললো, এসে এটা দেখ তো।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে করিগ্যান নজর বুলাতে লাগলো। সুন্দর একখানা কাগজে চিঠিখানা লেখা। চিঠির মাথায় ছাপা, এভারেস্ট, গ্লেন ডাওয়ার ক্লোজ, বোরনিমাউথ।

* * * *

প্রিয় ইনসপেক্টর লেজুন,

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, আপনি আমাকে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন একটা ব্যাপারে, যে রাতে ফাদার গোরম্যান খুন হন সে রাতে যে লোকটি তাঁকে অনুসরণ করেছিলো তাকে যদি আমার নজরে পড়ে তবে আমি যেন আপনাকে জানাই। আমার দোকান যে অঞ্চলে সেখানে আমি ভালোভাবে সন্ধান করেছি; কিন্তু সে লোকটাকে আর কোনোদিন দেখিনি।

গতকাল এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটি গীর্জার উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। প্রখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনীর লেখিকা মিসেস অলিভার ওখানে যাচ্ছেন দেখে খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম। গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার খুব ভালো লাগে এবং মহিলাকে দেখে আমার মনে দারুণ কৌতূহল জন্মেছিলো।

ফাদার গোরম্যান খুন হওয়ার রাতে যে লোকটি তাঁকে অনুসরণ করে আমার দোকানের সামনে দিয়ে গিয়েছিলো বলে আপনার কাছে বর্ণনা করেছিলাম, দারুণ অবাক হয়ে তাকে দেখতে পেলাম। লোকটি বোধ হয় ওই খুনের পর একটা কোনো দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। কেননা সে চাকা লাগানো চেয়ারে বসে বেড়াচ্ছিলো। লোকটির সম্পর্কে আমি গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি যে, স্থানীয় লোক সে। নাম তার ভেনবলস। সুচ ভিপিঙের প্রায়ার কোর্টে সে থাকে। লোকে বলে, তার হাতে যথেষ্ট পয়সা কড়ি আছে।

আশা করি এই খবর আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

আপনার বিশ্বস্ত/জাকারিয়া অসবর্ণ

Scanned by CamScanner

—কি ভাবছো? শুধালেন গোয়েন্দা ইনসপেক্টর লেজুন।

—অবাস্তব মনে হচ্ছে। হতাশ কণ্ঠে বললো করিগ্যান।

—বোধ হয় চিঠিখানা পড়েই বলছো। তবে আমি নিশ্চিত নই...।

এই যে অসবর্ণ লোকটা সেদিনকার কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে কখনও লোকটার মুখ পরিষ্কার দেখতে পায়নি। এবং কারো মুখ দেখা সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছে এটা স্রেফ ঘটনার সাদৃশ্য। লোকজনের স্বভাবও তোমার জানা। সারা দেশে খবর ছড়িয়ে দাও যে তারা একজন হারিয়ে যাওয়া লোকের দেখা পেয়েছে কিনা বলার জন্য। এবং দেখবে দশ'জনের মধ্যে ন'জনের পাঠানো খবরের মধ্যে কোনো মিল থাকবে না। এমন কি কাগজে হারিয়ে যাওয়া লোকটার ছবি ছাপালেও মিলের সমস্যা মিটবে না।

—অসবর্ণ ঠিক সে ধরনের মানুষ নয়। বললেন লেজুন।

—সে কি ধরনের লোক?

—সামান্য ওষুধ দোকানদার হলেও লোকে তাকে খাতির করে। স্বভাবে পুরানো চালচলনের মানুষ। বলা যায়, সে একটা চরিত্র এবং মানুষ চিনতে ওস্তাদ। তার জীবনের একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে, একবার একজন সধবা রমণী—তার দোকান থেকে বিষ কিনে প্রয়োগ করেছিলো, তাকে সে কোনোদিন ঠিক সনাক্ত করবে।

করিগ্যান হেসে উঠলো।

—ও ব্যাপারে এটা পরিষ্কার যে, সে সকল চিন্তার মানুষ।

—বোধহয় তাই।

করিগ্যান এবার ইনসপেক্টরের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলো। এবং কয়েক মুহূর্ত পরে শুধালো, তাহলে তুমি বলছো যে, এর মধ্যে একটা কিছুর সম্পর্ক আছে। কি করবে এখন?

—এ মিস্টার ভেনবলস সম্পর্কে গোপনে খোঁজখবর নিলে কিছু ক্ষতি তো হবে না...এবং চিঠিখানা দেখিয়ে বললো, সে যখন সুচ ডিপিঙের প্রায়ার কোর্টে বাস করে।

নবম অধ্যায়

হারসিয়া হালকা গলায় বললো, গ্রামে কি সব চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটছে।

এখুনি আমাদের ডিনার খাওয়ার পালা চুকলো। এক এক কাপ নিছক কালচে কফির পেয়ালা বসানো আমাদের সামনে।

ওর দিকে তাকালাম। এসব কথা ওর মুখ থেকে শুনবো বলে আশা করিনি।

মিনিট পনেরো ধরে আমার কাহিনী ওকে শুনিয়েছি। বেশ বুদ্ধিমতীর মতন আগ্রহ ভরে সে আমার কাহিনী শুনেছে। কিন্তু শোনবার পর তার কাছ থেকে যে সাড়া পেলাম তা আমার কাছে একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়। তার কণ্ঠস্বরে আশ্রয় দেওয়ার ইঙ্গিতও নয়। তাকে মানসিকভাবে আহত মনে হলো না। দেখা পেলো না তার মধ্যে কোনোও চাঞ্চল্য।

—যে সব লোক বলাবলি করে যে, গ্রাম শান্ত, বোবা আর যত উত্তেজনার খোরাক সবকিছু রয়েছে শহরে তারা জানে না তারা কি বলছে। হারসিয়া বলতে লাগলো, ডাইনীদের অবশিষ্টরা ভেঙে পড়া কুটিরের মধ্যে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে, সহিষ্ণু যুবকরা জমিদারের খাস খামারে তাদের জন্য নীরবে আড়ম্বরহীন শব সৎকারের ব্যবস্থা করেছে। বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোর বুকে এখনও শুধু কুসংস্কারের অস্তিত্ব রয়েছে। মধ্যবয়সী কুমারীরা কেবল মন্ত্রতন্ত্র আওড়ায়, ডুগডুগি বাজায় আর কাগজের উপর মৃত আত্মার আদেশ লেখার জন্য 'ভর' হওয়ার ভান করে। এ সম্বন্ধে লেখকরা চটকদার প্রবন্ধও লিখে থাকে। আচ্ছা চেষ্টা করে এমন প্রবন্ধ লিখছো না কেন?

—হারসিয়া, মনে হচ্ছে তোমাকে যা বলছি তা তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না।

—না মার্ক, বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে, তোমার কাহিনী দারুণ রোমাঞ্চকারী এবং

Scanned by CamScanner

চিত্তাকর্ষক যেন ইতিহাসের পাতায় উদ্ধৃত, মধ্যযুগের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে একটা যোগ রয়েছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম, ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করার জন্য আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কেবল যা সত্য এবং ঘটনা তার প্রতিই আমার কৌতূহল। তা হচ্ছে কয়েকটা না লেখা একখানা কাগজ। জানি ওই লোকগুলোর কি হয়েছে? এবং অবশিষ্টদের ভাগ্যে এখন কি ঘটতে চলেছে অথবা কি হচ্ছে?

—তুমি কি ভাবাবেগে ভেসে যাচ্ছো না মার্ক?

নাছোড়বান্দার মতন জবাব দিলাম, না, আমার তা মনে হচ্ছে না। সর্বনাশ যা ঘটেছে তা আমার ধারণায় সত্য। আর কেবল আমিই এ কথা ভাবছি না। পাদরী সাহেবের স্ত্রীও আমার কথায় সায় দিয়েছেন।

বিরক্ত তিক্ত কণ্ঠে বললো হারসিয়া, ওহো পাদরী সাহেবের স্ত্রীও সায় দিয়েছে।

—না, না। পাদরী সাহেবের স্ত্রী ঠিক এভাবে কথাটা বলেননি। অসাধারণ রমণী তিনি। গোটা ঘটনাটা কিন্তু সত্য, হারসিয়া।

হারসিয়া বারেক কাঁধ নাচিয়ে বললো, হবেও বা।

—কিন্তু তোমার কি তা মনে হচ্ছে না?

—আমার ধারণা তোমার কল্পনাশক্তি খানিকটা উড়ে গেছে, মার্ক, সাহস করেই বলছি তোমার এই মধ্য বয়স্কা বিড়লীরা নিজেদের উপর প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করে কাজ করছে। তাই ওরা যে নোংরা স্বভাবের বিড়ালী সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

—কিন্তু সত্যিকারের মন্দ স্বভাবের স্ত্রীলোক নয়।

—সত্যি কথা, মার্ক তারা তেমন হবে কি করে?

মুহূর্তের জন্য নীরব হলাম। আমার মন দোদুল্যমান, আলোক থেকে আঁধারে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে আলোকে। আঁধার হচ্ছে 'পেল হর্স' পান্থশালা—আর আলোকের সূর্য প্রতীক হারসিয়া। প্রতিদিনের চেতনাসম্পন্ন এক শুভ্র আলোকশিখা—যেন খোপে শক্ত করে আটকানো একটা উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি—সমস্ত আঁধার ঢাকা কোণগুলো আলোকে ভরে দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে দৈনন্দিন ব্যবহার করা বস্তু সম্ভার আর আসবাব ছাড়া আর কিছু নেই, একেবারেই কিছু নেই। কিন্তু তবু হারসিয়ার ছড়িয়ে দেওয়া আলোক তরঙ্গ—যা বস্তু সম্ভারকে পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে, সে আলোক তরঙ্গ নকল।

আমার মন ফিরে এলো। দৃঢ়ভাবে, উদ্ধতভাবে। তাই বললাম, আমি এর সবকিছু দেখতে চাই, হারসিয়া। যা কিছু ঘটছে তার তলদেশ পরখ করা প্রয়োজন।

—মানছি তোমার কথা। সত্যিই তোমার তা করা উচিত। এটা মজার ব্যাপারও হতে পারে। সত্যিই এটাও একটা মজা ছাড়া আর কিছু হবে না।

তীব্রকণ্ঠে জবাব দিলাম, না, এটা মজা নয়। তুমি আমাকে সাহায্য করো, এটাই আমি চাই হারসিয়া।

—তোমাকে সাহায্য করবো? কিন্তু কিভাবে?

—ব্যাপারটা তদন্তের কাজে আমাকে সাহায্য করো। এটা আসলে কি সেটাই জানতে চেষ্টা করো।

—কিন্তু মার্ক, এখন আমি ভয়ানক ব্যস্ত। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখছি। আর বাইজানটিয়ান বস্তুগুলো নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। আমার দুজন ছাত্রকে কথা দিয়েছি...। তার কণ্ঠস্বরে যুক্তির বুদ্ধিমত্তার স্পর্শ রয়েছে।

কিন্তু আমি একেবারেই তার কথা শুনছিলাম না। এক সময় বললাম, বুঝেছি। তোমার হাতে বহু কাজ রয়েছে।

—ঠিক তাই। আমার অভিযোগ শুনে হারসিয়া সোয়াস্তি লাভ করেই যেন কথাটা বললো। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। হারসিয়ার চোখে মুখে এই আসকারা দেওয়ার ভাবপ্রকাশ দেখে আমি দারুণ অবাক হয়ে গেলাম। নতুন খেলনা নিয়ে ছেলেকে অভিনিবিষ্ট দেখে

Scanned by CamScanner

একমাত্র মায়ের মুখেই এমন আসকারার ভাবপ্রকাশ ঘটে।

উচ্ছন্নে যাক ওর মুখের এসব ভাবপ্রকাশ, আমি বাচ্চা ছেলে নই। কোনো মায়ের সন্ধানে আমি উদ্‌গ্রীব নই—নিশ্চয় এই ধরনের কোনো মায়ের খোঁজ করছি না, আমার নিজের মা ছিলেন আনন্দময়ী, নিরানন্দের কোনো চিহ্ন ছিল না, তাঁর আচারআচরণে, তাই তাঁর চারপাশে যারা ছিলো এবং তাঁর ছেলেরা গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। বিরক্ত চিত্তে মুখোমুখি বসে থাকা হারসিয়াকে আমি মনে মনে যাচাই করছিলাম।

কত রূপবতী, মানসিক দিক দিয়ে কত উন্নত, কত বুদ্ধিমতী আর কত বিচিত্র পড়াশুনার অভিজ্ঞতা হারসিয়ার। এবং কিভাবে কোনো একজন এত কিছু আহরণ করে? কাজের ব্যাপারটা একেবারেই অবাধ্য।

* * * *

পরের দিন সকালবেলাতেই জিম করিগ্যানের সাথে দেখা করতে গেলাম, কিন্তু দেখা হলো না। তাই একটা চিরকুট লিখে জানিয়ে এলাম যে, যদি সে সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে চা পানে বাড়ি ফেরে তবে আমি আসবো। জানি করিগ্যান খুবই কাজে ব্যস্ত। তাই আমার মনে তার সাথে দেখা হওয়া সম্বন্ধে বেশ সন্দেহ ছিলো। কিন্তু সাতটা বাজতে দশ মিনিট আগে সত্যিই সে হাজির হলো। আমি যখন ওর জন্য হুইস্কি ঢালছিলাম তখন সে আমার বই ও নানা ধরনের ছবি সংগ্রহ করে দেখাচ্ছিলো অবাক হয়ে। অবশেষে সে মন্তব্য করলো যে, আমার কর্মব্যস্ত পুলিশ সার্জেন নয় হওয়া উচিত ছিলো একজন মোগল সম্রাট।

অবশেষে আসনে বসে করিগ্যান বললো, সাহস করে এটা বলতে পারি যে নারীঘটিত ব্যাপারে সম্রাটরা সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকলেও আমি এ ব্যাপারে একেবারে মুক্ত পুরুষ।

—তাহলে তুমি বিয়ে করোনি?

—ভয় নেই। তোমার ঐ অগোছালো সংসার দেখেই কথাটা অনুমান করে নিচ্ছি। ঘরে বউ থাকলে এসব অগোছালো কখন ঘুচে যেতো। মদের গেলাসটা টেবিলে রাখতে রাখতে বললাম, তোমার মত আমি মেয়েদের খারাপ মনে করি না, বুঝেছো?

করিগ্যান মদের গেলাসে চুমুক দিলো।

—তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছো, কেন তোমার সাথে আমার দেখা হওয়াটা খুবই জরুরি। এর মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যার সঙ্গে আগের দিন তোমাতে আমাতে সে বিষয়ের আলোচনা করছিলাম তার সম্পর্ক রয়েছে।

—ব্যাপারটা কি বলো তো? ওহো, বুঝেছি। সেই ফাদার গোরম্যানের খুন হওয়ার ব্যাপারটা!

—হাঁ। তবে প্রথমে বলো 'পেল হর্স' শব্দ দুটো শুনে তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছো?

—পেল হর্স...পেল হর্স...না, বুঝতে পারছি না। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করছো? সাথে পেল হর্সের একটা সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সাথে সুচ ডিপিঙ নামের একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বন্ধুরা আমাকে একটা পুরানো আমলের কফিখানায় নিয়ে যায়। ওটাই সেকালে ছিল পান্থনিবাস, 'পেল হর্স'।

—একটু থামো। সুচ ডিপিঙের নাম করলে তো? ওটা বোনসাউথের কাছাকাছি কোনো গ্রামে?

—গ্রামটা বোধহয় বোনসাউথ থেকে মাইল পনের দূরেই হবে।

—মনে হয়, 'ভেনবলস' নামের কোনো লোকের সাথে ওখানে তোমার দেখা হয়নি?

—হ্যাঁ নিশ্চয় হয়েছে।

—সত্যিই দেখা হয়েছে কি? উত্তেজনায় করিগ্যান সোজা হয়ে উঠে বসলো, দেখছি গ্রামে শহরে ঘুরে বেড়ানোর তোমার প্রবল শক্তি রয়েছে। কেমন দেখতে তাকে?

—খুবই দর্শনীয় আর উল্লেখযোগ্য লোক সে।

—সত্যিই কি সে দর্শনীয়? কোনো দিক দিয়ে সে দর্শনীয়?

Scanned by CamScanner

—প্রধানত তার ব্যক্তিত্বের জন্য। যদিও পোলিও রোগের দরুণ সে প্রায় পুরোপুরি পঙ্গু। করিগ্যান আমাকে তীব্রকণ্ঠে বাধা দিয়ে শুধালো, কি বললে?

—কয়েক বছর আগে তার পোলিও হয়েছিল। তার ফলে তার কোমর থেকে নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পুরোপুরি অক্ষম।

বিরক্তি তিক্ত চিত্তে করিগ্যান চেয়ারের পিঠে ঠেসান দিয়ে বসলো। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে বললো, ওটাই তাকে কুঁরে কুঁরে শেষ করছে। আমার মনে হচ্ছে, এটাই ওর পক্ষে ভালো।

—তুমি কি বলতে চাইছো, বুঝতে পারছি না। করিগ্যান বললো, তোমাকে একবার গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান ইনসপেক্টর লেজুনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তোমার কথা তার কাজে লাগবে। ফাদার গোরম্যান খুন হওয়ার পর ইনসপেক্টর লেজুন জনসাধারণের কাছে খবর জানতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করছে, যদি কোনো লোক সে রাতে ফাদার গোরম্যানকে অনুসরণ করতে দেখে থাকে তবে সে যেন থানায় সমস্ত খবর পাঠায়। যে সব খবর এসেছে তার মধ্যে সারবস্তু কিছু নেই। খুনের ঘটনার কাছাকাছি অঞ্চলের একটি ওষুধের দোকানের কর্মী অসবর্ণ। সে জানিয়েছে, সে রাতে ফাদার গোরম্যান তবে দোকানের সামনে দিয়ে গিয়েছিলেন আর একজন তাঁর পিছু নিয়েছিলো। লোকটিকে সে ভালোভাবে দেখেছিলো তাই তার চেহারার বর্ণনাও জানিয়েছে। মনে হয় আবার লোকটাকে কোথাও দেখলে সে ঠিক চিনতে পারবে।

আমি নীরবে করিগ্যানের কথা শুনছিলাম,—কদিন আগে ওই অসবর্ণ জানিয়েছে যে, সে এখন কাজ থেকে অবসর নিয়ে বোনসাউথের কাছাকাছি এক গ্রামে বাস করছে। গ্রামের মেলায় সে ওই লোকটিকে দেখতে পেয়েছে। লোকটা চাকালাগানো চেয়ারে বসে মেলায় ঘুরছিলো। মেলার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে অসবর্ণ জানতে পেরেছে যে, লোকটার নাম ভেনবলস।

বলা শেষ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে করিগ্যান আমার দিকে তাকাল।

ঘাড় নেড়ে বললাম। ঠিক, ওই লোকটাই ভেনবলস। সে সত্যিই ভেনবলস। কিন্তু সে রাতে প্যাডিংটনের রাস্তায় ফাদার গোরম্যানকে অনুসরণ করেছিলো। সে তো দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছিলো। সে কি করে ভেনবলস্ হবে। দৈহিক বিচারে এমনটা সম্ভব নয়। তাই অসবর্ণ ভুল করেছে।

—অসবর্ণ কিন্তু নির্ভুলভাবে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। দেহের উচ্চতা প্রায় ছ'ফুট। উঁচু খর্গ নাসা এবং সহজে নজরে পড়ে এমন কণ্ঠমণি। ঠিক বলছি না?

—হ্যাঁ ভেনবলসের চেহারার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু...।

—জানি। সিস্টা অসবর্ণের লোক চেনার ক্ষমতা খুব সীমিত। তাই চেহারার মধ্যে সামান্য মিল আছে, দেখে ঠিক লোককে চিনতে ভুল করেছে। কিন্তু ওই অঞ্চল থেকে তুমিও তো এসেছো, মুখে শুধু পেল হর্সের কথাই বলছো আর কোনো সঠিক খবর তোমার কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে না। এই 'পেল হর্স' বস্তুটি কি?

তোমার কাহিনী শোনাও এবার।

তাকে সাবধান করে দিয়ে বললাম, সে কাহিনী তুমি বিশ্বাস করবে না। কেননা নিশ্চয়ই তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

—ঠিক আছে। বলো তো শুনি।

থিরজা গ্রের সাথে আমার যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা বললাম।

করিগ্যানের মনে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বললো, ঠিক অবর্ণনীয় ঘটনার সংঘাত।

—ঠিক তাই। তাই না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় তোমার কি হয়েছে মার্ক? অনেকগুলো সাদা মুরগী মনে হয়। বলি দিয়ে দিয়েছো। স্থানীয় এক ডাইনীর উপর ভর হচ্ছে সে মাধ্যম। আর মধ্যবয়সী এক গ্রাম্য কুমারী

Scanned by CamScanner

সুদূরে নিশ্চিত প্রাণঘাতী মৃত্যু রশ্মি পাঠাচ্ছে। এসব উদ্ভট পাগলামি বুঝলে হে? ভারি গলায় বললাম, হ্যাঁ। পাগলামি তো বটেই।

—ওহো। আমার কথায় সায় দেওয়ার চেষ্টা থামাও মার্ক। যা তুমি করে এসেছো তা শুনে মনে হচ্ছে যে, এর মধ্যে একটা কিছু আছে। এর সঙ্গে একটা সত্য যে সম্পর্কিত তা তুমিও বিশ্বাস করো, তাই না?

—প্রথমে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। যারা মারা গেছে তাদের প্রত্যেকের মনে মৃত্যুর জন্য একটা গোপন আকুতি বা ইচ্ছে ছিল। এর মধ্যে কি কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে?

মুহূর্তের জন্য করিগ্যান দ্বিধাগ্রস্ত হলো। তারপর বলতে লাগলো, দ্যাখো আমি মনঃসমীক্ষক নই। আলোচনা কেবল তোমার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বলছি যে, আমার ধারণা এই সব লোকগুলো নিজেরাই একটু বাতিকগ্রস্ত। মদের গাঁজলার মতন তাদের আচার আচরণ। নানা তত্ত্বের মিশ্রণ তারা আকণ্ঠ পান করে। এসব নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করাও তাদের স্বভাব। তোমাকে বলতে পারি যে, অর্থের লালসায় কোনো পুরুষ যখন কোনো বৃদ্ধাকে খুন করে তখন বিবাদীর পক্ষে খুনের ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো চিকিৎসা শাস্ত্র বিশারদ সাক্ষী হাজির হোক তা পুলিশ চায় না আর সাক্ষ্য দেওয়ার কাজটা ভালো চোখে দেখেও না।

—তুমি তোমার সেই কোষ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আওড়ানো তাই তো?

হাসলো করিগ্যান। তারপর একসময় বলতে লাগলো, ঠিক আছে। স্বীকার করছি আমিও তাত্ত্বিক। কিন্তু আমার তত্ত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে বাস্তব কারণ যদি কোনো দিন সে—সত্য আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু এসব অবচেতন মনের কাণ্ডকারখানা। বোগাস।

—তুমি কি এটা বিশ্বাস করো না?

—নিশ্চয় এটা বিশ্বাস করি। তবে এই ছোকরাগুলো এটা নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে। এই যে অবচেতন মনের 'মৃত্যু ইচ্ছা'—বলছি এসব সম্বন্ধেই। অবশ্য এর মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয় থাকতে পারে এবং আছে, কিন্তু ওরা যতটা বলছে বা বোঝাচ্ছে ততটা সত্য নেই।

—কিন্তু এমন বস্তুর তো অস্তিত্ব রয়েছে। নিজের মনের জেদ প্রকাশ করে বললাম।

—তুমি বরং এখন গিয়ে মনস্তত্ত্বের একখানা বই কিনে এনে পড়াশোনা করো তবে ভালো হয়।

—থিরজা গ্রে দাবি করেছে, যা জানবার তা সবই সে জেনেছে।

—থিরজা গ্রে। নাক ঝাড়ার এক ধরনের বিশ্রি আওয়াজ করে করিগ্যান বললো, একটা আধ ঝলসানো গ্রাম্য কুমারী মননবিদ্যার কতটুকু জানে?

—সে বলেছে যে, অনেক কিছুই তার জানা।

—আগেই তো বলেছি, এ ঘটনার সংঘাত। মন্তব্য করলাম—সুপরিচিত ধ্যানধারণা স্বীকার করে না এমন কোনো আবিষ্কার লোকজন এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে। তাই তো ব্যাঙেরাও রেলিঙের উপর দাপিয়ে ঘোরে...।

সে আমাকে বাধা দিয়ে বললো, তাহলে দেখছি বঁড়শি, সুতো, ফাতনা সবই তুমি গিলে ফেলেছো। তাই না?

—একেবারেই তা নয়। আমি শুধু জানতে চাই এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা।

করিগ্যান নাক থেকে এক আজব আওয়াজ করে বললো, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি! ফুঃ।

—ঠিক আছে। আমি কেবল সেটাই জানতে চাই।

—এর পরে তুমি বলতে শুরু করবে, সেই হচ্ছে বাক্স হাতে রমণী।

—বাক্স হাতে রমণী কে?

—এ হচ্ছে মাঝে মাঝে ছড়িয়ে পড়া নানা ধরনের আজব কাহিনীর একটি—ঠাকুমার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসা নস্ত্রাদামের একটা কাহিনী। কিছু লোক আছে, যারা এসব কাহিনী শুনে বিশ্বাস করে।

—আমাকে অন্তত তুমি এটুকু জানাতে পারো যে, ওই নামের তালিকা নিয়ে কি ভাবছো?

Scanned by CamScanner

—ছেলেরা কড়া দৃষ্টিতে সন্ধান করছে, খোঁজখবর নিচ্ছে। তবে এ ধরনের কাজে যথেষ্ট সময় লাগে এবং রুটিন মাফিক কাজ করতে হয়। ঠিকানাবিহীন নাম অথবা পদবীহীন কেবল দীক্ষান্তরের নাম দেখে কাউকে খুঁজে বার করা বা সনাক্ত করা খুবই কঠিন কাজ।

—দ্যাখো, অন্য কোণ থেকে আমরা ঘটনাটা বিচার করতে পারি। একটা ঘটনা তোমাকে আমি বুঝতে বলছি। সাম্প্রতিক কালে বা ধরো বিগত এক বছরের মধ্যে তালিকায় লেখা এই নামগুলোর মানুষ মারা গেছে আর তাদের নাম মৃত্যু তালিকায় উঠেছে। তাদের ডেথ্ সার্টিফিকেট আছে। আমি ঠিক বলছি না?

আজব দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক বলেছো। তোমার কথার যুক্তি আছে।

—এটাই বিচার্য বিষয় যে, তারা সবাই একই ভাবে মারা গেছে।

—হাঁ। কিন্তু যে ভাবে বলছো, ঘটনাটা তা নাও হতে পারে, মার্ক। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে কত লোক প্রতি বছর মারা যায় সে সম্পর্কে তোমার কি কোনো ধারণা আছে? এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই নামের মিল থাকে—কাজেই এ বিচার করে কোনো সুবিধে হবে না।

—দেলা ফনটেইন বললো—মেরি দেলা ফনটেইন। এ নামটা কিন্তু খুব সাধারণ নয়, তাই না? জানি গত মঙ্গলবারে তার দেহ সৎকার করা হয়েছে। আমার দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বললো, সে কথা জানলে কি করে? মনে হচ্ছে কাগজে খবরটা পড়েছো।

—মহিলার এক বন্ধুর মুখে খবরটা শুনেছি।

—তার মৃত্যু সম্পর্কে গোলমাল কিছু নেই যে তা তোমায় বলতে পারি। আসলে পুলিশ যে সব মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে সেগুলোর মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে অবশ্য সন্দেহ থাকতো। কিন্তু সবগুলোই স্বাভাবিক মৃত্যু। নিউমোনিয়া, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, মস্তিষ্কে টিউমার, গলস্টোন আর একটা ক্ষেত্রে পোলিও—এ রোগগুলোর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ঘাড় নেড়ে বললাম, না, দুর্ঘটনা নয়। বিষপ্রয়োগও নয়। সাধারণ রোগ থেকে মৃত্যু ঘটেছে।

থিরজা গ্রেও ঠিক এই দাবি করেছে।

—তুমি কি সত্যিই বোঝাতে চাইছো যে, ওই মহিলা যাকে কোনোদিন দেখেনি এমন একজনকে বহু মাইল দূর থেকেও নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত করতে পারে এবং যার ফলে তার মৃত্যু হয়?

—এ ধরনের কোনো কথা আমি বোঝাতে চাইছি না। তবে সে করেছে এমন কাজ। কাজটি আমার মনে হয় চমকপ্রদ এবং এ ধরনের কাজ করা যে অসম্ভব সেটাই আমি বিশ্বাস করতে চাই। কিন্তু কতকগুলো কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটেছে। অবাঞ্ছিত লোকদের খতম করার ঘটনায় মাঝে মাঝে 'পেল হর্স' কথাটা উল্লেখিত হয়েছে। একটা বাড়ির নাম 'পেল হর্স' এবং সেখানে যে মহিলা থাকে সে রীতিমতন গর্বিত কণ্ঠে বলেছে যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব। এই অঞ্চলের অধিবাসী একজন লোক রয়েছে, যে রাতে ফাদার গোরম্যান খুন হয়েছিলেন সে রাতে এই লোকটি ফাদার গোরম্যানের পিছু নিয়েছিলো। ফাদার সে রাতে এক মরণাপন্ন মহিলাকে দেখতে গিয়ে দারুণ বদমায়েশির কথা শুনেছিলেন, তোমার কি মনে হয় না বহু ঘটনার সম্মিলন ঘটেছে।

—এ লোকটা নিশ্চয়ই ভেনবলস হতেই পারে না কেননা তুমিই বলেছো, কয়েক বছর আগে তার দেহ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়।

—চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে পক্ষাঘাত রোগ ঝুটা হওয়া সম্ভব নয়। তাই না?

—নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অপুষ্টির দরুন শীর্ণ হয়ে যায়।

তার যুক্তির স্বীকার করে নিয়ে সখেদে বললাম, এ প্রশ্নের জবাব ঠিকই দিয়েছো।

বড় দুঃখের ব্যাপার। এই সংস্থাটার কি যে নামকরণ করবো জানি না—এমন একটা সংস্থা যে মানব সংহারে বিশেষভাবে পারদর্শী।

আমার বিশ্বাস ভেনবলসই এই সংস্থাটা চালাচ্ছে। তারই বুদ্ধিতে চলছে। ওই বাড়ির

Scanned by CamScanner

মূল্যবান জিনিসগুলো দেখে মনে হয়, সে অগাধ সম্পত্তির মালিক, কিন্তু এ সম্পত্তি সে পেলো কোথায়?

একটু ভেবে আবার বলতে লাগলাম—এ যে লোকগুলো এবং অন্যান্যরা যারা তাদের বিছানায় স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মৃত্যুর জন্য সে সব লোকজন কি মুনাফা করতে পেরেছে?

—কেউ কেউ মৃত্যুর পর সব সময় লাভবান হয়।

—কেউ বেশি, কেউ কম। তুমি যা বলতে চাইছো সেই অনুযায়ী কোনোরকম সন্দেহজনক অবস্থার তো সৃষ্টি হয়নি।

—না, তা হয়নি।

—তুমি বোধ হয় জানো যে, লেডি হেসকথ ডিউবয় পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গেছেন। তার এক ভাইঝি আর এক ভাইপো সে অর্থের উত্তরাধিকারী। ভাইপো থাকে কানাডায়। আর ভাইঝির বিয়ে হয়ে গেছে, থাকে উত্তর ইংল্যান্ডে। দুজনেই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারে। থমসিনা টাকারটন তার পিতার অগাধ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। যদি থমসিনা একুশ বছর বয়সের আগে অবিবাহিতা অবস্থায় মারা যেতো তবে তার সব সম্পদ আবার তার সৎমার হাতেই পড়তো। মনে হচ্ছে এই সৎমা একদম সৎ একজন মহিলা। তারপর ধরো তোমার এই মিসেস দেলা ফনটেইন—তার রেখে যাওয়া সম্পদ পেয়েছে তার এক মাসতুতো বোন...।

—ওহো তার এই মাসতুতো বোন এখন কোথায় থাকে?

—সে এখন তার স্বামীর সাথে কেনিয়াতে থাকে।

—সবাই আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। মন্তব্য ছুঁড়ে দিলাম।

করিগ্যান বারেকের জন্য আমার দিকে বিরক্তি মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, এই তিনজন স্যানফোর্ড যাদের নাম বাছাই করেছে তাদের একজন নিজের চেয়েও অনেক কম বয়সী যুবতী বউকে তালাক দিয়ে খুব অল্প দিনের মধ্যে আবার বিয়ে করেছিলো। অন্য স্যানফোর্ডের আসল নাম আর. সি. স্যানফোর্ড—সে তার বউকে তালাক দেয়নি। সন্দেহ করা হয় সিওনি হারসন্দস ওয়ার্থ মারা গেছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য। লোকটা বহু মানুষকে ব্ল্যাকমেল করে অগাধ সম্পদ অর্জন করেছিলো। তার মৃত্যুতে অভিজাত পরিবারের মানুষ সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

—তাহলে তুমি বলতে চাইছো যে, এদের মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু করিগ্যানের কি হয়েছিল?

করিগ্যান মুচকি হাসি হেসে বললো, দেখো, করিগ্যান একটা সাধারণ নাম। বহু করিগ্যান মারা গিয়েছে—আমরা যতদূর খবর পেয়েছি তাতে জানা যায় যে, এরা কারো কোনোরকম সুবিধা করার জন্য মারা যায়নি।

—এই সমস্যারও সমাধান হলো। এর পর তুমিই হচ্ছো সম্ভাব্য বলি। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থাকার চেষ্টা করো।

—থাকবো। তবে তোমার এই ডাইনী আমাকে পেটের রোগ অথবা স্প্যানিশ ফ্লুতে মারতে পারবে না। চিকিৎসকের কোনো দুঃসাধ্য রোগও আমার হবে না।

—শোন জিম। থিরজা গ্রের দাবি নিয়ে আমি তদন্ত করতে চাই। আমাকে কি সাহায্য করবে?

—না, আমি চাই না। তোমার মতন একজন চতুর শিক্ষিত লোক কেন এমনভাবে কু-সংস্কারের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আর কোনো শব্দ কি তুমি ব্যবহার করতে পারো না? তোমার ওই একই কথা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

—তুমি কি বড় নাছোড়বান্দা লোক নও মার্ক? বললাম, ভেবে দেখেছি, একজনকে তো নাছোড়বান্দা হতেই হবে।

Scanned by CamScanner

দশম অধ্যায়

প্লেনদাওয়ার ক্লোজ নব নির্মিত অট্টালিকা। অর্ধ-গোলাকৃতি এই অট্টালিকার নিচের তলায় এখনও রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছে। মাঝামাঝি প্রবেশ দ্বারটা বসানো। গেটে লেখা নাম নজরে পড়ছে—এভারেস্ট।

বাগানের রেলিঙ-এ ঝুঁকে যে লোকটি বিদ্যুতের বাল্ব বসানোর কাজ করাচ্ছে তাকে দেখেই ইনসপেক্টর লেজুন চিনতে পারলেন। চিনতে অসুবিধা হলো না যে ওই হচ্ছে, মিস্টার জ্যাকেরিয়া অসবর্ণ। গেট ঠেলে ইনস্পেক্টর ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর বাড়িতে কে ঢুকলো তা দেখার জন্য মিস্টার অসবর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আগন্তুককে চিনতে পারার জন্য তাঁর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। গ্রামের বাড়ির মিস্টার অসবর্ণের আচার আচরণ লন্ডনের দোকানের মিস্টার অসবর্ণের আচার আচরণ একই রকম, গরমিল নজরে পড়ছে না। পায়ে গ্রাম্য মুচীর তৈরি শক্ত চামড়ার জুতো। গায়ে হাতা আটা জামা পুরোটা। এমন মামুলি পোশাকে তাঁর সুদর্শন দেহে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তাঁর টাক মাথায় স্বেদ-বিন্দুর পাতলা আবরণ—পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি মাথার ঘাম মুছলেন। মহানন্দে মিস্টার অসবর্ণ বললেন, ইন্সপেক্টর লেজুন। আপনি আমার বাড়িতে আসাতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আপনার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আমি পেয়েছি। তবে একবারও ভাবিনি আপনি নিজেই আমার বাড়ি আসবেন। আমার এই এভারেস্টে আপনাকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। আমার বাড়ির নামটা নিশ্চয় আপনাকে অবাক করছে। তাই না? হিমালয় পর্বত সম্বন্ধে আমি সব সময় কৌতূহলী, এভারেস্ট অভিযানের সব খবর আমি রাখি। আমাদের দেশের জন্য স্যার এডমন্ড হিলারি কি বিজয় সম্মান এনেছেন। কি মানুষ। কি ভয়ানক তাঁর সহ্যশক্তি। ব্যক্তিগতভাবে নিজে আমি কোনো দিন কোনো রকম কষ্ট সহ্য না করলেও যারা অপরাজিত পর্বতকে জানার জন্য অভিযানে যোগদান করেছে অথবা বরফ জমা মেরু অঞ্চলের গোপন রহস্য আবিষ্কার করার জন্য পাল তোলা জাহাজে যাত্রা করেছে তাদের আমি বাহবা দিই তাদের সাহসের জন্য। আসুন ভিতরে এসে বসুন।

ইনসপেক্টর লেজুনকে নিয়ে মাস্টার অসবর্ণ তাঁর ছোটখাটো ছিমছাম আর পরিচ্ছন্ন বাংলোর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চমৎকার মার্জিত আসবাবপত্রে সাজানো ঘর।

মিস্টার অসবর্ণ বুঝিয়ে বলতে চাইলেন—সব কিছু এখনও ঠিক গুছিয়ে বসতে পারিনি। স্থানীয় নীলাম বাজারে মাঝে মাঝে আমি যাই। সস্তা ভালো ভালো জিনিসপত্র ওখানে পাওয়া যায়। এত কম দামে দোকানে এমন জিনিস পাওয়া যায় না। এবার বলুন পানীয় হিসাবে আপনাকে কি দেবো। এক গ্লাস শেরি দেবো কি? না কি বিয়ার দেবো?

ইনসপেক্টর লেজুন বিয়ার চাইলেন। একটু পরে বিয়ারের দুটি গ্লাস নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন মিস্টার অসবর্ণ, বললেন, পান করুন। এবার আমরা এভারেস্টে বসে আরামে গল্প করতে পারি। আমার এই বাড়ির নামের দুটো অর্থ আছে। সব সময় আমি রসিকতা করতে ভালোবাসি।

এই ধরনের সামাজিক আদব কায়দা দেখাবার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি মিস্টার অসবর্ণ। একটু সামনে ঝুঁকে শুধালেন—আমার খবর পেয়ে কি আপনার সুবিধে পেয়েছে?

ইনসপেক্টর নরম গলায় জবাব দিলেন—না, যতটা আশা করেছিলাম ঠিক ততটা হয়নি।—ভারি হতাশ হলাম। ভেবেছিলাম, যে লোকটি সেদিন ফাদার গোরম্যানের পিছু নিয়েছিলেন, সেই ফাদারের খুনী। বড় বেশি আশা করেছিলাম। আরও জানতে পেরেছি, এই মিস্টার ভেনবলস স্থানীয় একজন সম্পদশালী মানুষ, সবাই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। উত্তম সামাজিক গণ্ডির মধ্যে তাই তার ওঠা বসা।

—দেখুন। সেদিন রাতে যে ভেনবলসকে দেখেছিলেন তিনি কিছুতেই হীন হতে পারেন না।

মিস্টার অসবর্ণ সোজা হয়ে বসে বললেন। হাঁ তিনিই এই একই ব্যক্তি। এ সম্বন্ধে আমার

Scanned by CamScanner

মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। কোনো একবার দেখা মুখ চিনতে কোনোদিন আমার ভুল হয় না।

ইনসপেক্টর শান্ত কণ্ঠে বললেন, বোধহয় এবার আপনার ভুল হয়েছে। দেখুন, মিস্টার ভেনবলস পোলিও রোগে পঙ্গু। বছর তিনকে হলো কোমরের নিচ থেকে তাঁর গোটা নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। তাই হাঁটতে অক্ষম।

—পোলিও রোগ তবে তো ব্যাপারটা মিটেই গেলো। কিন্তু মনে কিছু করবেন না, ইনসপেক্টর। আপনি কি চিকিৎসকের এজাহার পেয়েছেন যে, তিনি সত্যি সত্যিই পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

—হ্যাঁ পেয়েছি মিস্টার অসবর্ণ। বিখ্যাত চিকিৎসক হারলে স্ট্রিটের স্যার উইলিয়াম ডাগডেল তাঁর চিকিৎসা করে থাকেন। জবাব দিলেন ইনসপেক্টর লেজুন।

—হ্যাঁ খুবই নামকরা চিকিৎসক তিনি। দেখছি, আমি দারুণ ভুল করেছি। অথচ আমি খুবই নিশ্চিত ছিলাম। শুধু শুধু আপনাকে ঝঞ্ঝাটে জড়ালাম। সখেদে বললেন মিস্টার অসবর্ণ।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ইনসপেক্টর আপনার খবরের এখনও মূল্য রয়েছে।

মিস্টার ভেনবলস সুস্পষ্টভাবে এক বিশেষ সুদর্শন পুরুষ। কাজেই আপনার সে রাতে দেখা মানুষটার সাথে মিস্টার ভেনবলসের দেহগত একটা মিল রয়েছে। এটা খুবই একটা মূল্যবান খবর। এমনি ধরনের আকৃতির মানুষ সমাজে বহুজন থাকতে পারে না। মিস্টার অসবর্ণ একটু উৎসাহিত হয়ে বললেন ঠিক অপরাধ জগতের একজন মানুষের সাথের মিস্টার ভেনবলসের আকৃতিগত মিল রয়েছে। এমন ধরনের মানুষ বহু হতে পারে না। তাহলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের (ইংল্যান্ডের গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তর) ফাইলগুলোতে...। বলতে বলতে আশান্বিত হয়ে তিনি ইনসপেক্টরের মুখের দিকে তাকালেন। ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন লেজুন, ব্যাপারটা এত সহজে মিটবে না। হয়ত তার সম্বন্ধে কোনো ফাইল রেকর্ড নেই। তা ছাড়া আপনার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, সে রাতে ফাদার গোরম্যানকে আক্রমণ করার কোনো কারণ এই বিশেষ লোকটির ছিল না।

মিস্টার অসবর্ণ হলেন আবার হতাশ। তিনি একসময় বললেন, আমাকে মাপ করুন। একটা খুনের মামলায় সাক্ষী দিতে পারবো ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি বহু ফ্যাসাদ। তবে আমাকে কেউ আমার পথ থেকে সরাতে পারবে না। তা আপনাকে বলে রাখছি। আমার ধারণা অটুট থাকবে। লেজুন নীরবে মিস্টার অসবর্ণের হাবভাব কথাবার্তা মনে মনে খতিয়ে দেখতে লাগলেন।

ইনসপেক্টরের এই নীরব ভাবনা বিচলিত করলো মিস্টার অসবর্ণকে। তাই একসময়ে শুধালো, হ্যাঁ, বলুন কি বলছেন?

—মিস্টার অসবর্ণ, আপনার এই ধারণা অটুট থাকার কথা বলে কি বোঝাতে চাইছেন? বিস্মিত দেখালো মিস্টার অসবর্ণকে। বলতে লাগলেন—কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম এই সেই লোক। অথচ আপনার ধারণা, এ লোক সেই লোক নয়। কাজেই, আমার আর নিশ্চিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার ধারণা...।

লেজুন সামনে একটু ঝুঁকে বসে বলতে শুরু করলেন, আমি কেন আজ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি তা শুনলে আপনি অবাক হবেন। চিকিৎসকের এজাহার দেখে জানতে পেরেছিলাম যে আপনার দেখা লোক ভেনবলস হতে পারে না, তবু কেন এসেছি?

—ঠিক, ঠিক তাহলে কেন এসেছেন, ইনসপেক্টর লেজুন?

—আপনার বর্ণিত সনাক্তকরণ পড়ে আমি প্রভাবিত হয়েছি, তাই দেখা করতে এসেছি। জানতে চাই কোনো কারণের উপর ভিত্তি করে আপনি এত নিশ্চিত হয়েছেন। মনে আছে তো সে রাতে ছিল কুয়াশায় ঢাকা। আপনার দোকানে আমি গিয়েছি। আপনার দোকানের দরজার কাছে যেখানে সে রাতে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে আপনি তাকিয়ে ছিলেন, ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি পরখ করে এসেছি, আমার মনে হয়েছে কুয়াশা ভরা রাতে এত দূরের একটা চলমান মানুষের দেহ আবছা হয়ে যায়। স্পষ্টভাবে সেই মানুষটাকে চিনতে পারা প্রায় অসম্ভব কাজ।

Scanned by CamScanner

—একদিক দিয়ে আপনি সঠিক বলেছেন। কুয়াশা পড়ছিল। তবে পাতলা কুয়াশা তাই মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গা পরিষ্কার হয়ে পড়েছিলো। দেখলাম কুয়াশাহীন পথ পেরিয়ে ফাদার গোরম্যান ওপার থেকে এপারে আসছেন। আর তাঁর পিছনে আসছে লোকটা। তাছাড়া পিছু নেওয়া লোকটা আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লাইট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। তাই তার মুখখানা সে রাতে স্পষ্ট ভাবে আমি দেখতে সক্ষম হয়েছিলাম। —নজরে পড়েছিলো লোকটার নাক, কান এবং কপাল। আজব দেখতে মানুষটা। তাকে আমি দেখিনি। সে যদি আমার দোকানে কোনো দিন আসতো তবে তাকে আমি চিনতে পারতাম। বুঝলেন তো আমার কথা। মিস্টার অসবর্ণ চুপ করলেন। চিন্তিত মনে লেজুন বললেন, হাঁ বুঝতে পারলাম।

সহসা আশাব্যঞ্জক কণ্ঠে মিস্টার অসবর্ণ বলে উঠলেন—ভাই বোধ হয় তার যমজ ভাই হবে। তাহলে একটা সমাধান পাওয়া গেলো।

—যমজ ভাই হলো সমস্যার সমাধান? হেসে মাথা নেড়ে লেজুন বললেন, উপন্যাসের কাহিনীতে এমন সমাধান লেখা খুবই সহজ। কিন্তু জেনে রাখুন, বাস্তব জীবনে এমন ঘটে না। সত্যিই এমন ঘটে না।

—না আমারও ধারণা এমন ঘটে না। তাহলে মনে হয় কোনো সহোদর ভাই। দারুণভাবে পারিবারিক সাদৃশ্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে। বলার সময় মিস্টার অসবর্ণকে আনন্দিত মনে হলো।

লেজুন খুব সতর্ক হয়ে কথাটা বললেন, আমরা যতদূর সম্ভব খবর সংগ্রহ করেছি তা থেকে জেনেছি, ভেনবলসের কোনো ভাই নেই।

—আপনারা যতদূর সম্ভব খবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন?

—জাতিতে বৃটিশ হলেও ভেনবলসের জন্ম হয়েছিলো বিদেশে, তাঁর বাবা-মার সাথে মিস্টার ভেনবলস ইংল্যান্ডে আসেন। তখন তার বয়স এগারো বছর।

—যদি আপনারা তাঁর সম্পর্কে জানতে না পেরে থাকেন তাহলে? বলছি তাঁর পরিবার-পরিজন সম্পর্কে?

চিন্তিত লেজুন আবার বলতে লাগলেন, মিস্টার ভেনবলসের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে আমরা আর বেশি কিছু জানতে পারবো এবং তা করবার মতন কোনো কারণ আমাদের হাতে নেই।

ইনসপেক্টর লেজুন ইচ্ছে করেই কথাটা বললেন। তার কাছে না গিয়ে এবং তাকে না জিজ্ঞেস করেও তার সম্বন্ধে জানার উপায় রয়েছে কিন্তু মিস্টার অসবর্ণকে সে কথা জানানোর একটুও ইচ্ছে তার নেই। তারপর উঠে শুধালেন, চিকিৎসকের এজাহারে না থাকা সত্ত্বেও তার সনাক্তকরণ সম্পর্কে আপনি তাহলে নিশ্চিত?

মিস্টার অসবর্ণ জানালেন—নিশ্চয়। দেখা মানুষের মুখ মনে রাখা আমার একটা হবি। কিন্তু নামগুলো মনে রাখতে পারি না।

—আপনার মতন লোককে আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় চাই। সনাক্তকরণ ব্যাপারটা বড় ঝামেলার। বেশির ভাগ লোকই সাক্ষী দিতে এসে গোলমাল পাকায়।

—এটা আমার ঈশ্বরের দান। তা ছাড়া আমি চর্চা করি। জানেন আমি ম্যাজিকও জানি। খ্রিস্টমাসের আসরে বাচ্চাদের দেখাই। এটাও শিখেছি। দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার বুকপকেটে কি রয়েছে দেখি। তারপর একটু ঝুঁকে ইনসপেক্টর-এর বুকপকেট থেকে একটা ছাইদানি বার করলেন।

—এ হে! আপনি পুলিশে চাকরি করছেন?

দুজনে হেসে উঠলেন।

ইন্সপেক্টর চলে গেলেন।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মিস্টার অসবর্ণ আওড়ালেন—মেডিক্যাল এভিডেন্স। সত্যিকারের

Scanned by CamScanner

চিকিৎসক। আমি চিকিৎসকদের সম্পর্কে যা জানি তার অর্ধেক যদি ওই লোকটা জানতো। চিকিৎসকরা—ওরা সব নির্দোষ। সত্যিকারের চিকিৎসা বাস্তবিক।

একাদশ অধ্যায়

প্রথমে হারসিয়া। এখন করিগ্যান।

ঠিক আছে। আমি তাহলে বোকা বনেছি।

বাক চাতুরিতে ভুলে তাকেই সত্য বলেই গ্রহণ করেছিলাম। ওই বাচাল মেয়ে মানুষ থিরজা গ্রে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলো। আমি একটা কুসংস্কার বিশ্বাসী মানুষ। তাই ঠিক করলাম সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলতে চেষ্টা করবো এটার সাথে কি বা সম্পর্ক? সহসা মোহমুক্তি কুয়াশার আবরণ ভেদ করে যেন মিসেস ডেন ক্যালথ্রপের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—তোমার কিছু একটা করা উচিত।

কথাটা বলতে খুব ভালো লাগে।

হারসিয়াকে তো প্রয়োজন ছিলো। করিগ্যানকেও প্রয়োজন। কিন্তু ওরা দুজনের কেউই এই খেলায় মাততে রাজী হল না। ওরা ছাড়া কেউ তো সাহায্য করার মতন নেই। যদি না...।

বসে বসে একটা মতলব ভাঁজতে লাগলাম। খানিকটা আবেগ তাড়িত হয়ে মিসেস অলিভারকে ফোন করলাম।

—হ্যালো। মার্ক ইন্টারব্রুক কথা বলছি।

—কি ব্যাপার।

—আচ্ছা। মেলার দিন যে মেয়েটি বাড়িতে ছিলো তার নাম বলতে পারেন কি?

—হ্যাঁ, তার নাম জিনজার।

—ওটা ওর সঠিক পদবী নয়। ওর আসল নামটা কি বলতে পারেন?

—না। তার আর অন্য নাম আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে রোডাকে একবার ফোন করে আপনি জানতে পারবেন।

তাকে আমি ফোন করে জানতে লজ্জিত হলাম। তাই বললাম—ফোন করতে আমি এখন পারছি না।

মিসেস অলিভার উৎসাহিত করার জন্য বললেন—খুবই সহজ কাজ। ফোন করে রোডাকে বলুন যে ঐ মেয়েটির ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি তাই নামটা মনে পড়ছে না। অথচ আপনি তাকে আপনার একখানা বই পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন কিংবা সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি করে যে দোকানটা তার নাম জানাবেন বা সেদিন নাক ঝাড়বার জন্যে তার কাছ থেকে একখানা রুমাল ধার করেছিলেন সেখানা ফেরত দিতে চান কিংবা পুনরুদ্ধার করা ছবি কিনতে চান এমন এক ধনী বন্ধুর নাম জানতে চান—এর মধ্যে যে কোনো একটা ছুতো করে তা নাম ঠিকানাটা জানতে চাইতে পারেন, তাই না?

—হাঁ, এর যে কোনো একটা ছুতোয় কাজ হাসিল করা যাবে। রোডাকে ফোনে পেয়ে গেলাম।

—জিনজার? সে ক্যালগারি প্লেসের একটা আস্তাবলে থাকে। রোডা তার ফোন নম্বর বললো।

—কিন্তু তার নাম আমি জানি না। তার নাম কখনও শুনিনি।

—তার নাম? তার আসল নাম জানতে চাইছেন তো। করিগ্যান। হাঁ করিগ্যান। কিছু বললেন?

—না, কিছু বলিনি। ধন্যবাদ রোডা।

মনে হলো এই ঘটনা পরম্পরা। করিগ্যান। দু'জন করিগ্যান। মনে হচ্ছে একটা শুভ লক্ষণ।

তাই ফোন করলাম ক্যাথরিন করিগ্যানকে।

* * * *

Scanned by CamScanner

হোয়াইট কোকাটু বারে দুজনে মদ পানের জন্য ঢুকেছিলাম। টেবিলে জিনজার আমার মুখোমুখি বসেছিলো তাকে ঠিক আগের মতনই প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে—সেদিন সুচ ডিপিঙে এমনই দেখায় তাকে। পরনে আঁটসাটো প্যান্ট—গায়ে জার্সি জামা আর পায়ে পশমের মোজা মাথায় লালচে চুল। জিনজারকে এই মুহূর্তে বড় ভালো লাগছে।

বলালম, তোমার সাথে দেখা করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তোমার আসল নাম ঠিকানা আর ফোন নম্বর আমার জানাই ছিলো না। একটা সমস্যায় পড়েছিলাম।

জিনজার একটা রসিকতা করলো।

হারসিয়াকে যে কাহিনী শুনিয়েছিলাম জিনজারকে সেই কাহিনী বললাম। বেশি কথা বলতে হলো না জিনজারকে, কেননা পেল হর্স বাড়ি আর তার অধিবাসীদের সে চেনে। ওর মুখের উপর থেকে নজর ঘুরিয়ে নিয়ে আমি কাহিনী শেষ করলাম। কাহিনী শোনার পর ওর মুখের উপর ফুটে ওঠা প্রতিক্রিয়া দেখার এতটুকু ইচ্ছা আমার হলো না। এখন মনে হচ্ছে আমি দারুণ বোকামী করেছি।

জিনজারের বিরক্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো—কি বলা শেষ তো?

স্বীকার করলাম—হ্যাঁ, কাহিনী শেষ।

—এ ব্যাপারে কি করতে চাও।

—কাউকে ত এ কাজটা করতেই হবে। একটা সংগঠন মানুষকে খতম করছে এবং আর কিছুই করছে না।

—কিন্তু আমি কি করতে পারি?

আমি ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ওকে পিষ্ট করতে পারতাম।

ভুরু কুচকে জিনজার মদ পান করেছিলো। তার আচার আচরণে উষ্ণতার আবেশ। বুঝতে পারলাম যে, আমি আর একা নই।

খুশি ভরা কণ্ঠে জিনজার বললো, এ সবের কি অর্থ তাই তুমি জানতে চাও।

—তোমায় স্বীকার করছি। কিন্তু কিভাবে করবো?

—জানবার দু'তিনটে উপায় আছে। বোধ হয় আমি সাহায্য করতে পারবো।

—করবে? কিন্তু তোমার চাকরি রয়েছে। চিন্তিত জিনজার ভুরু কোঁচকালো। বললো, অফিসের কাজ সেরেও অনেক কাজ করবার সময় পাবো। রাতের ভোজনের সময় পপি নামের একটা মেয়েকে দেখছো। ওই মেয়েটা এ ব্যাপারে জানে। সে কি করেছে তার মুখ থেকে শুনতে হবে।

—হাঁ, জানি। তাকে যখন কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম তখনই সে ভয় পেয়ে সরে গেলো। সে দারুণ ভয় পেয়েছে। সে নির্ঘাৎ মুখ খুলবে না।

বিশ্বাসভরা কণ্ঠ জিনজারের—এ ব্যাপারে তোমাকে আমি সাহায্য করবো। সে তোমাকে যা বলবে না তা আমাকে বলবে। আমাদের মধ্যে যাতে দেখা হয় তার ব্যবস্থা করতে পারবে কি? সেখানে থাকবে তোমার বন্ধু এবং তার বন্ধু আর থাকবো আমি তুমি, এই ত? একটা ছবি দেখা কিংবা ডিনার বা এধরনের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি? আচ্ছা, এতে কি খুব খরচ হবে?

ওকে আঘাত করে জানালাম যে, সে খরচ আমি দিতে পারবো।

একটু চিন্তা করে জিনজার বললো, থমসিনা টাকারটন রূপী বঁড়শীতে তোমার সেরা টোপ গেঁথে দেবে।

—কিভাবে দেব? সে ত মৃত।

—তোমার ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে নিশ্চয় কেউ তার মৃত্যু চেয়েছিলো। এবং পেল হর্সের মাধ্যমে সে ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলো। দু'টো সম্ভাবনা রয়েছে। মনে হচ্ছে এই সম্ভাবনার দুটো দিক রয়েছে। এর জন্য দায়ী তার বিমাতা। আর না হয় যে মেয়েটির বয়ফ্রেন্ডকে ঠাট্টা করায় তার সাথে লড়াই বেধেছিলো। সেই লুইজি মেয়েটির। বোধ হয় মেয়েটি ওই যুবকটিকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। এদের দুজনের মধ্যে যে কোনো

Scanned by CamScanner

একজনের পক্ষে পেল হর্সে যাওয়া খুবই সম্ভব ছিলো। আমরা এখান থেকেই শুরু করবো। মেয়েটির নাম কি? অথবা তুমি তাকে জানো নাকি?

—মনে হয়, ওর নাম লাউ।

—ধূসর সোনালি চুল, মাঝারি দৈহিক উচ্চতা, বেশি ভারি বক্ষঃস্থল।

ওর কাছ থেকে শোনা লাউ-এর দেহ বর্ণনা যে সঠিক তা স্বীকার করলাম।

—মনে হচ্ছে, ওকে আমি জানি। লোর্ড এলিস। ওর হাতে টাকা পয়সা আছে।

—ওকে দেখে ত তা মনে হয় না।

—লোক মনে না করলেও ওর হাতে পয়সা আছে। যা হোক, পেল হর্সের দাবি মেটানোর ক্ষমতা ওর আছে। আমার ধারণা, কোনো কিছু না পেলে ওরা কাজ করে না।

—কোনো লোকের পক্ষে তা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

—ওর সৎ মাকে তুমি সামলাবে। তার বাড়ি তোমার বাসার কাছে। আমি আরো দূরে থাকি। কিন্তু ওর সৎ মা থাকে কোথায় তা আমি জানি না।

—লুইজি জানে টমির বাড়ির ঠিকানা। কিন্তু আমরা কি বোকা। তুমি ত মেয়েটির মৃত্যুর খবর দ্য টাইম পত্রিকায় দেখেছো। কাজেই পুরনো পত্রিকার ফাইল দেখলে তুমি ঠিকানা জানতে পারবে।

চিন্তিত মনে বললাম, ওর সৎমাকে হয়ত আমি সামলাতে পারবো।

আমার কাজ যে সহজেই আমি করতে পারবো জানিয়ে জিনজার বললো, দ্যাখো তুমি একজন ঐতিহাসিক বস্তা। তোমার নামের পাশে ডিগ্রি লেখা থাকে। মিসেস টাকারটন তোমাকে দেখে প্রভাবিত হবে এবং হয়ত মরণের কোলে ঢলে পড়বে বেদম হাসতে হাসতে।

—কোনো ছুতো নিয়ে যাবো?

জিনজার অস্পষ্টভাবে বললো, তার বাড়ির কিছু কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু দেখতে চাও এটা কি বলা যায়? বাড়িখানা পুরানো হলে এমন দর্শনীয় বস্তু থাকতে পারে।

—এসব আমি জানতে চাই না। ওকে বাধা দিয়ে বললাম।

জিনজার বললো, এসব বিষয় মহিলাও জানে না। তবে শতাব্দী প্রাচীন বস্তুগুলো যে ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্ববিদদের মন আকর্ষণ করে তা সবাই জানে। কিংবা ধরো ছবির কথা বললে কেমন হয়? কিছু পুরনো ছবি ওখানে থাকতে পারে। কাজেই মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করে তার বাড়িতে যাও। নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মহিলাকে বলবে যে তার সৎ মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিলো। মেয়েটির মৃত্যুর জন্য তুমি দুঃখিত। কথা বলতে বলতে আকস্মিকভাবে পেল হর্সের প্রসঙ্গ তুলবে। একটু বদ লোকের মতন আচরণ করার ইচ্ছে হলে।

—এবং তারপর?

—মহিলার প্রতিক্রিয়ার উপর নজর রাখবে।

যদি এর অপরাধ সচেতন মন হয় তবে আচমকা পেল হর্সের নাম শুনলেই তার মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

—যদি তার মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তবে এরপর কি করবো?

—তাহলে বুঝবো আমরা ঠিক পথে চলেছি। তখন আমরা পুরোপুরি কাজে নেবে পড়বো।

বলতে বলতে বার কয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে জিনজার বললো—ওই গ্রে স্ত্রীলোকটি নিজের অনুষ্ঠিত কাজ কর্মের কথা তোমাকে বলতে গেল কেন? বিশেষ করে তোমাকে? ভাবছি, এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না? তোমাকে কি জড়াতে চায়?

—আমাকে কিসের সাথে জড়াবে?

—ধরো এমন হতে পারে। ওই পপি মেয়েটি 'পেল হর্স' বাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তবে লোকমুখে সে বাড়ির রহস্যের কথা শুনেছে। তুমি তাকে 'পেল হর্স' বাড়িখানার কথা জিজ্ঞাসা করতে তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছ। কেন জানতে চাইছে? তুমি পুলিশনও। তাই

Scanned by CamScanner

হয়ত তোমাকে ভেবেছে ওখানকার তুমি একজন সম্ভাব্য খরিদ্দার।

—কিন্তু নিশ্চিতভাবে...।

—যেটা যুক্তির কথা সেটাই তোমাকে বলছি। নিজের প্রয়োজনে খোঁজ নিতে গিয়ে তুমি 'পেল হর্স' বাড়িখানার রহস্যের গুজব শুনেছিল। তারপর গেলে মেলায়। সেখানে তুমি 'পেল হর্সে' যেতে চাইলে আর তখন তোমাকে আরো কৌতূহলী করার জন্যই থিরজা গ্রে তোমাকে এসব কাহিনী শুনিয়েছে।

—হাঁ, এটা হতে পারে। আচ্ছা জিনজার, তুমি কি ভাবো মেয়েটা যা করেছে এবং যা বলে দাবি করেছে তা কি সে সত্যি করতে পেরেছে?

জিনজার বললো, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি সে একাজ করতে পারে না। তবে আজব ঘটনা ত ঘটতেই পারে। বিশেষভাবে সম্মোহনের সাথে জড়িত ঘটনা। ধরো কাউকে বলা হয়েছে যাও কাল বিকেল চারটার সময় বাড়িতে এক কামড় বসাবে। কাজটা কেন করছে তা না জেনেও লোকটা তাই করবে। কিংবা বলা হলো বিদ্যুতের বাক্সের উপর এক ফোঁটা রক্ত ফেলো তা থেকে জানা যাবে যে, আগামী দু'বছরের মধ্যে তোমার ক্যানসার হচ্ছে কি না। এসবই আজগুবি কাজ মনে হয়—কিন্তু হয়ত সবটাই আজগুবি নয়। কিন্তু থিরজা সম্পর্কে আমার ভয়। সে হয়ত এমন কাজ করতে পারে।

বললাম—সুন্দর ব্যাখ্যা করেছো।

জিনজার চিন্তিত মনে বললো, লাউ সম্পর্কে মনে হয় আমি খোঁজ নিতে পারবো। কয়েকটা জায়গায় গেলে ওর সাথে আমার দেখা হতে পারে। লুইজিও কিছু কিছু খবর জানতে পারে।

তবে প্রথমেই পপির সঙ্গে দেখা করার দরকার। বললাম। খুব সহজেই দেখা হয়ে গেলো। তিনটে রাত ডেভিডের হাতে কোনো কাজ ছিল না। তাই একদিন পপিকে নিয়ে এলো। আমরা সবাই ফ্যানটাসি খাবার ঘরে ডিনার খেতে গেলাম। জিনজার একান্তে উঠে গেলো পপিকে নিয়ে। এক সময় খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে ছাড়াছাড়ি হলো আমাদের। জিনজারকে আমি নিজের গাড়িতে তুলে নিলাম। একসময় বেশ খুশি ঝরা গলায় বললো জিনজার—খুব বেশি না হলেও কাজটা হয়েছে কিছুটা। যে যুবকটির জন্যে লাউ বিবাদ করেছিলো তার নাম জোন প্লেডন। খুবই বদ যুবক। মেয়েগুলো ওর পিছনে মরীয়া হয়ে ছোটে। লাউ এবং পরে টমির সাথে ছোকরা প্রেমের খেলা খেলছিলো। লাউ এর কথায় ছোকরা তার টাকা পয়সা হাতাবার জন্যই তার পিছনে ঘুরছে। ফলে একদিন ছোকরার সঙ্গে লাউ-এর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কাজেই সে রেগে গেলো। কিন্তু এসব মেয়েলি ঝগড়া।

—মেয়েলি ঝগড়া! সে তো টমির মাথা থেকে গোড়া সহ চুল ছিঁড়ে নিয়েছিলো।

—ওরা সবাই নিজের নিজের কথা বলতে চায়। আমি লাউ-এর কথাই বলছি। এর মধ্যেই সে আর একজন বয় ফ্রেণ্ড জোগাড় করেছে। তাই মনে হয় লাউ পেল হর্সের খরিদ্দার হয়নি। কাজেই ওকে আমরা বাদ দিতে পারি। টমির সাথে এখন জোনের খুব বেশি মাখামাখি। ওরা আর এসবের মধ্যে নেই। তুমি ওর সৎ মায়ের সম্পর্কে কি খোঁজ পেলে?

—মহিলা বিদেশে গেছে। কাল ফিরছে। তাকে একটা চিঠি লিখেছি। বললাম।

ঘটনাটা একেবারে শুরু থেকে আলোচনা করা যাক। খবরে প্রকাশ—ফাদার গোরম্যান সে রাতে যখন একজন মরণাপন্ন মহিলার সাথে দেখা করে ফিরছিলেন তখন পথে খুন হন। মহিলা ফাদারের কাছে মৃত্যুকালীন যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তারই জন্য তিনি খুন হন। সেই মহিলার কি হলো? মহিলা কি মারা গেছেন? আর সেই মহিলা কে? এসব প্রশ্নের জবাব থেকে আমরা কিছুটা এগিয়ে যেতে পারবো।

বললাম মহিলা মৃত। তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে পারিনি। তবে মহিলার নাম ডেভিস।

—আর বেশি কিছু কি জানতে পারোনি?

—কি করতে পারি দেখবো।

Scanned by CamScanner

—মহিলার বিগত জীবনের কথা না জানতে পারলেও তিনি যা জেনেছিলেন তা কিভাবে জেনেছিলেন তার খোঁজ নাও।

—তোমার যুক্তি বুঝেছি।

করিগ্যানের কাছ থেকে মহিলার খবর জানার জন্যই পরের দিন সকালে তাকে ফোন করলাম।

—দ্যাখো। ডেভিস ওর আসল নাম নয়। তার আসল নাম আর্ডার। তবে মহিলার স্বামী ছিল একটা জালিয়াৎ। তাই মহিলা স্বামীকে ছেড়ে চলে আসে। এবং আবার কুমারী জীবনের পদবী গ্রহণ করে।

—কি ধরনের জালিয়াৎ ছিলো তার স্বামী? এবং লোকটি এখন কোথায় থাকে?

—ছোট খাটো জালিয়াৎ। দোকান থেকে হাত সাফাই করে দাগী আসামী। বেশ কয়েকবার জেলও খেটেছে। কোথায় সে জানতে চাইছো ত? সে মারা গেছে।

—মহিলা সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা থাকলে বল।

—না, আর কিছু জানা যায়নি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মহিলা যেখানে কাজ করতেন, তারাও কিছু বলতে পারেনি। করিগ্যান।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিন তিনেক পর জিনজার ফোন করলো আমাকে।

—তোমাকে একটা নাম আর ঠিকানা দিচ্ছি। লিখে নাও। বললো জিনজার। নোটবুক খুলে লেখার জন্য তৈরি হয়ে বললাম, বলো।

—নাম ব্রাডলে। আর ঠিকানা—আটাত্তর নম্বর মিউনিসিপ্যাল স্কোয়ার বিল্ডিংস বারমিংহাম।

—এই নাম আর ঠিকানা কি হবে?

—ঈশ্বর জানেন। আমি জানি না। সন্দেহ আছে, এটা পপির কাজ।

—পপি? সত্যি?

—হাঁ পপিকে আমি জেরা করেছি, তার ওপর নজরও রেখেছি। বুঝেছি, চেষ্টা করলে ওর মুখ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো। ওর মনটাকে নরম করতে পারলে সব কিছু সহজে পেয়ে যাবো।

—মেয়ে মহলের গোপন রহস্য। তুমি ঠিক বুঝবে না। কোনো মেয়ে যদি অন্য এক মেয়ের কাছে মনের কথা বলে তবে সে কিছু মনে করে না। এটা সামান্য ব্যাপার।

—এটা তাহলে সাংগঠনিক আদান প্রদান তাই না?

—কথাটা সেভাবে বলতে পারো। আমরা একসাথে লাঞ্চ খেতে গিয়ে আমার জীবনের প্রেমকাহিনী বলছিলাম—অনেক বাধা বিপত্তি—আমার প্রেমিক পুরুষটি বিবাহিত। তার বউ ক্যাথলিক। তাই কিছুতেই তার বউ বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হচ্ছে না। বুঝতে পারছো আমরা বেঁচে থেকে প্রেমহীন নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। অথচ বউটি পঙ্গু এবং শয্যাশায়ী। দীর্ঘকাল ধরে এমনি অবস্থায় ভুগছে। মরছেও না। ওই বউটি মরলে এখন সব দিক দিয়ে ভালো হয়। তারপর বললাম, ভাবছি একবার পেল হর্সে যাবো। কিন্তু কি করে ওখানে যোগাযোগ করবো তা বুঝতে পারছি না। আর জানি না ওরা অনেক টাকা নেবে কিনা! পপি জবাব দিলো যে, সে যতদূর জানে ওখানে খরচ অনেক হবে। বললাম, আমার কিছু টাকা পয়সা পাওয়ার আশা আছে। আমার বড়জ্যাঠার সম্পত্তি। সেই বুড়োও যদি তাড়াতাড়ি সরে তবে আমার সমস্যা মেটে। আচ্ছা, ওরা আগাম কাজ করে বোধ হয়? কিন্তু ওদের সঙ্গে কি ভাবে যোগাযোগ করবো? আর তখুনি পপি আমাকে এই নাম আর ঠিকানা দিয়ে বললো, এর সঙ্গে কাজের কথা আর তোমাকে এর জন্য কত টাকা দিতে হবে তা ঠিক করে নিও।

Scanned by CamScanner

—এ ত দেখছি দারুণ খবর। বললাম।

—হাঁ তাই।

একটি মুহূর্তের জন্য আমরা উভয়ে নীরব রইলাম। বিস্মিত কণ্ঠে একসময় বললাম—সে খোলাখুলি সবকিছু তোমায় বললো? তাকে কি একটুও ভীত মনে হয়নি?

অধীর কণ্ঠে জবাব দিলো জিনজার—বুঝতে পারছো না, আমার কাছে বলার জন্য ভয়ের কোনো কারণ সে বোধ করেনি। দ্যাখো মার্ক, আমরা যা ভাবছি সে নিরিখে এটা যদি সত্য সত্যই একটা ব্যবসা তবে লোকজনের মধ্যে তার সম্প্রচার প্রয়োজন, তাই না? বলতে চাইছি, ওরা সব সময় নতুন নতুন মক্কেল পাকড়াও করতে চায়।

—এ ধরনের ঘটনা যে ঘটে তা বিশ্বাস করে আমরা পাগল বনছি।

—ঠিক আমরা। আমরা পাগল। তুমি কি মিস্টার ব্রাডলের সঙ্গে দেখা করতে বারমিংহাম যাচ্ছো?

হাঁ, মিস্টার ব্রাডলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। অবশ্য যদি লোকটার অস্তিত্ব থাকে।

সত্যিই লোকটার অস্তিত্ব আছে একথাটা তখন আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। মিস্টার ব্রাডলের অস্তিত্ব আছে।

মিউনিসিপ্যাল স্কোয়ার বিল্ডিংস ঠিক যেন একটা অতিকায় মৌচাক—আর তার খোপে খোপে অজস্র অফিস। আটাত্তর নম্বরটা চার তলায়। ঘসা কাঁচের দরজার গায়ে পরিচ্ছন্নভাবে লেখা—সি. আর. ব্রাডলে ভারপ্রাপ্ত দালাল। এবং নিচে একটু ছোট অক্ষরে লেখা—দয়া করে ভিতরে আসুন।

ভিতরে ঢুকলাম।

ছোট খাটো বাইরের অফিসটা ফাঁকা। এবং পাশের ঘরের 'প্রাইভেট' লেখা দরজার পাল্লাটা সামান্য খোলা। ওপাশ থেকে ডাক এলো—দয়া করে ভিতরে আসুন।

ভিতরের অফিস ঘরটা একটু বড়ো সড়ো। ঘরে একখানা টেবিল, দু একখানা আরামদায়ক চেয়ার, একটা টেলিফোন, একটা তাক ভরা ফাইল—টেবিলের ওপাশে বসা মিস্টার ব্রাডলে। ছোটোখাটো লোকটির গায়ের রঙ কালো। দুটো কালো চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। পরনে ব্যবসায়ী সুলভ কালো রঙের পোশাক। তার চেহারায়, আচার আচরণে আভিজাত্যের লক্ষণ।

আনন্দিত কণ্ঠে লোকটি বললো—দরজাটা বন্ধ করে দিন, দেবেন কি? এবং বসুন, ওই চেয়ারখানা খুবই আরামদায়ক। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য?

তার দিকে তাকালাম। কি করে শুরু করবো জানতাম না। কি বলবো তারও কোনো ধারণা ছিলো না। আমার মনের হতাশাই সরাসরি আক্রমণাত্মক শব্দ ব্যবহার করতে উৎসাহ দিলো। কিংবা ওর ভাঁটার মতন দুচোখের দৃষ্টি দেখেই আক্রমণ শানালাম।

—কত খরচ পড়বে? শুধালাম।

আমার প্রশ্ন ওকে বিচলিত করলো। খুশি হলাম যেভাবে তার বিচলিত হওয়ার কথা তা সে হয়নি দেখে। ওর আসলে বসে থাকলে যে ধারণা করতাম যে, মাথায় কিছু নেই এমন একটা লোক তার অফিসে ঢুকেছে—এ ধারণা তার মাথায় আসেনি।

তার ভুরু দুটো তির্যক হলো।

বললো—ঠিক আছে। আসতে আপনার বেশি সময় নষ্ট হয়নি ত?

আমি কিন্তু নিজের কথায় অনড় থেকে শুধালাম—আমার প্রশ্নের জবাব কি?

সামান্য ভর্ৎসনা করার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে সে বললো—এভাবে কোনো কিছু আলোচনা করা যায় না। আমরা উপযুক্ত আচরণ করবো।

কাঁধ নাচিয়ে বললাম—আপনার কথাই মানলাম। তা উপযুক্ত আচরণ কি?

—আমরা এখনও কেউ কারো সাথে পরিচিত হইনি, হয়েছি কি? আমি আপনার নামও জানি না।

বললাম—এই মুহূর্তে আপনাকে আমার নাম বলার ইচ্ছা অনুভব করছি না।

—সতর্কতা?

Scanned by CamScanner

—সতর্কতা।

—একটি প্রশংসা সূচকগুণ—যদিও সব সময় তা বাস্তবায়িত হয় না। এখন বলুন, কে আমার কাছে আপনাকে পাঠিয়েছে? কে আমাদের পরস্পরের বন্ধু?

—আবার আপনাকে তা বলতে পারছি না। আমার এক বন্ধুর এক বন্ধু আছে সে আপনাদের এক বন্ধুকে জানে।

মিস্টার ব্রাডলি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো—এমনিভাবে আমার অনেক মক্কেল এখানে আসে। কতকগুলো সমস্যা মার্জিত। মনে করতে পারি যে, আপনি আমার পেশার কথা জানেন? কিন্তু আমার জবাব শোনবার জন্য সে অপেক্ষা করতে চাইলো না। সে নিজেই তাড়াতাড়ি আমার জবাব দিলো—রেসের মাঠের ভারপ্রাপ্ত দালাল? ঘোড়া সম্পর্কে কি আপনি জানতে আগ্রহী? লোকটার সাথে তর্ক এড়াবার জন্য বললাম—আমি রেসুড়ে নই।

—ঘোড়ার অনেক ধরনের বিশেষত্ব আছে। রেসের ঘোড়া, শিকারের জন্য ঘোড়া, ভাড়া দেওয়ার জন্য ঘোড়া। ঘোড়াদের এই খেলোয়াড়ি দিকটায় আমি আগ্রহী। বাজি ধরার অভ্যাস। মুহূর্ত থেমে সে এবার শুধালো—তা কোনো বিশেষ ঘোড়ার দিকে কি আপনার মনের আগ্রহ?

বারেক কাঁধ নাচিয়ে নিজের সর্বনাশ করে বললাম—পেল হর্স...। একটি ফ্যাকাসে ঘোড়া..।

—বাঃ চমৎকার। আপনি নিজেই দেখছি একটি ডার্ক হর্স। রহস্যময় লোক। তবে বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

খানিকটা কটুকণ্ঠে বললাম—ওটা নিছক আপনার বক্তব্য।

মিস্টার ব্রাডলের আচরণ এ সত্ত্বেও আরো কোমল ও সুখকর হয়ে উঠলো—আপনার মনোভাব আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি। আপনার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার প্রয়োজন নেই। নিজে আমি একজন আইন ব্যবসায়ী। যদিও আদালত থেকে আমি বিতাড়িত। নইলে এখানে এমনভাবে বসে থাকতাম না। আইন আমার জন্য। তাই আমি যে সব কাজের অনুমোদন করি তার মধ্যে কোনো খুঁত থাকে না। এটা ধরার খেলা। মানুষ যে কোনো ব্যাপারেই বাজি ধরতে পারে। যেমন দেখুন—কাল বৃষ্টি হবে কি না বা রাশিয়ানরা চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারবে কি না। অথবা আপনার স্ত্রীর যমজ সন্তান হবে কিনা। আপনিও বাজি ধরতে পারেন মিসেস ব্রাডলি খৃষ্টমাসের আগেই মারা যাবে অথবা মিসেস করিগ্যান শতবর্ষ জীবনী হবে। আপনি বিচার শক্তি বা ইচ্ছা শক্তি ব্যবহার করে এসব নির্ধারণ করতে পারেন। একেবারেই সহজ একটা কাজ।

অনুভব করলাম যে, ঠিক যেন অস্ত্রোপচারের আগে একজন শল্য চিকিৎসক অভয়বাণী শোনাচ্ছে। সত্যিই এটা খুবই সহজ ব্যাপার।

একসময় ধীরে ধীরে বললাম—এই পেল হর্সের রহস্যটা সত্যিই বুঝতে পারছি না।

—আপনি কি তার জন্য চিন্তিত? হাঁ অনেকেই এর জন্য উদ্বিগ্ন হয়। স্বর্গ ও মত্যে বহু আশ্চর্যজনক ঘটনাই ঘটে থাকে। খোলাখুলি বলছি, আমি নিজেও এর মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারি না। কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ উপায়ে এর ফল ফলে।

—এ সম্বন্ধে আরো কিছু যদি আমাকে বলবেন...। নিজের কাজ সম্বন্ধে এখন আমি অটল—সতর্ক, উৎসাহ—কিন্তু ভীম। আমার এই মানসিক অবস্থা মিস্টার ব্রাডলি বুঝতে পারছে—আর এই অবস্থান মোকাবিলা করতে তিনি সক্ষম।

—ও জায়গাটা কি আপনি চেনেন?

সিদ্ধান্ত দ্রুত স্থির করে ফেললাম। এখন মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া মূর্খামি হবে।

বললাম—হাঁ, ওদের একজন ওখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো।

—চমৎকার পুরনো পান্থ নিবাস। ঐতিহাসিক আগ্রহ সঞ্চারকারী বস্তুতে পূর্ণ। এবং ওরা চমৎকার ভাবে ওটা পুনর্নির্মাণ করছে। বন্ধু, আমার ধারণা মিস গ্রের সাথে আপনার দেখা হয়েছে তাই না?

Scanned by CamScanner

—হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়। আপনি সঠিক জায়গাতেই আঘাত করছেন। অসাধারণ মহিলা। এবং অসাধারণ মহিলার ক্ষমতা।

—সে যে কাজ করতে পারে বলে দাবি করছে নিশ্চয়ই সে সব করা সম্ভব নয়?

—ঠিক তাই। এটাই বিচার্য বিষয়। যে সব জিনিস জানতে এবং করতে পারে বলে দাবি করছে সেসব জানা বা করা সম্ভব নয়। সবাই একথাটাই বলে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আদালতে আইনের দৃষ্টিতে...।

ওর কালচে ভাঁটার মতন দু'চোখের দৃষ্টি আমার ভিতরটা কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে।

মিস্টার ব্রাডলি জোরালো গলায় আবার কথাগুলো বলতে লাগলেন—আদালতে আইনের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারটা হাস্যকর বলে নির্ধারিত হবে। যদি ওই মহিলা নিজে উঠে দাঁড়িয়ে স্বীকৃতি সূচক জবানবন্দী দেয় যে, সে খুন করেছে, খুন করছে দূর থেকে আঘাত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিংবা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা যে মহিলা খুশিমতন যে কোনো অবাধ্য নামই বলুক না তবুও এই স্বীকৃতি সূচক জবানবন্দীর জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। এমন কি তার জবানবন্দী যদি সত্য হয়। (অবশ্য আপনার আমার মতন বিবেচক লোক তা মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করবে না) তবুও তা আইন সিদ্ধভাবে আদালতে গৃহীত হবে না। দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত খুন আদালতে বিচার যোগ্য খুন হবে না। এটা গাল গল্প। এ ব্যাপারটার তাই এটাই সৌন্দর্য—মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলে আপনিও এ সৌন্দর্যের তারিফ করবেন।

বুঝতে পারলাম আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে। যাদু বিদ্যার দ্বারা খুন করা হলে ইংল্যান্ডের আদালতে তা আইনের দৃষ্টিতে বিচার্য বলে গৃহীত হয় না।

আমি যদি কাউকে লাঠির ঘায়ে বা ছুরিকাঘাতে খুন করার জন্য একজন গুণ্ডাকে ভাড়া করে নিয়োগ করি তবে খুনের ঘটনা ঘটাবার আগে সাহায্যকারী রূপে এবং তার সাথে মিল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অপরাধী সাব্যস্ত হবো। কিন্তু যদি থিরজা গ্রে কে তার যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করার জন্য নিয়োগ করি তবে সেই যাদু বিদ্যা প্রয়োগের যুক্তি আদালতে গ্রাহ্য হবে না। মিস্টার ব্রাডলির কথা অনুসারে এটাই হচ্ছে জিনিসটার বা পদ্ধতিটির সৌন্দর্য।

আমার মনের স্বাভাবিক সন্দেহ প্রবণতা বলে উঠলো প্রতিবাদ করার জন্য। চিৎকার করে বললাম—উচ্ছন্নে যাক এসব সৌন্দর্য। আমি এসব বিশ্বাস করি না। এমন কাজ করা সম্ভব নয়।

—আপনার সাথে আমি একমত। সত্যি আমিও বিশ্বাস করি না। থিরজা গ্রে একজন অসাধারণ মহিলা, অসাধারণ কিছু কিছু শক্তি তার আছে—কিন্তু যে সব জিনিস সে দাবি করে তা কোনো লোক বিশ্বাস করতে পারে না। আপনার মতন আমিও বলছি—এ এক অপূর্ব সুন্দর বস্তু। আজকের যুগে কোনো লোকই সত্যিই বাহবা নিতে পারে না যে, ইংল্যান্ডের কুটিরে বসে ক্যাপ্র বা আর কোনো স্থানে বসবাসকারী একটি লোককে ভাবনার ঢেউ বা সেটা যাই হোক না কেন, তার দ্বারা একজন মানুষকে কোনো সুবিধাজনক রোগে সে অসুস্থ করে তুলতে এবং তার মৃত্যু ঘটাতে পারে।

—কিন্তু ঠিক এ কাজই করতে পারে বলে দাবি করছে থিরজা গ্রে, তাই ত?

—ঠিক তাই। অবশ্যই মহিলার শক্তি আছে। সে স্কচ জাতির মানুষ। আর যাকে তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি বলে তা এই জাতির মানুষদের বিশেষত্ব। আর এটাই আমি বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি নিঃসন্দেহে। একটু ঝুঁকে বসে বেশ মন কাড়া ভঙ্গিতে মিস্টার ব্রাডলি আঙুল নাড়াতে লাগলো। তারপর আবার এক সময় সে বললো—থিরজা গ্রে আগে থেকেই জানতে পারে কখন লোকটির মৃত্যু ঘটবে। এটা এক ধরনের ঐশ্বরিক দান। এবং তাই এ শক্তির সে অধিকারিণী। বলা শেষ করে পিছনে হেলান দিয়ে বসে সে আমার প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগলো।

আমি কিন্তু নীরব। অনড়।

—একটা ঘটনা ধরা যাক। কোনো একজন, ধরুন আপনি নিজে বা আর কেউ জানতে খুবই উদগ্রীব, ধরুন এলিজা পিসি মারা যাবে। এমনি ধরনের একটা খবর জানা আপনার পক্ষে দারুণ প্রয়োজন—আপনি অস্বীকার করতেও বাধ্য। এর মধ্যে নিষ্ঠুরতার কোনো স্পর্শ

Scanned by CamScanner

নেই—নেই কোনো অন্যায়—এটা শুধু একটা ব্যবসায়িক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ। কি মতলব করতে হবে? আমরা কি স্বীকার করবো যে, এর ফলে আগামী নভেম্বরে হাতে কিছু প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে? যদি আপনি জানতে পারেন যে এই উদ্দেশ্য সাধনের দ্বিতীয় একটা পথও রয়েছে—সে পথটা খুবই মূল্যবান। মৃত্যু এমনই একটা সুযোগ। এলিজা পিসি হয়ত ডাক্তারদের চেষ্টায় আরো বছর দশেক বেঁচে থাকতো। বুড়ি পিসিকে হয়ত খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু বুড়ির মৃত্যু সংবাদ আগাম জানতে পারলে আপনি দারুণ খুশি হয়ে উঠতেন। মিস্টার ব্রাডলি থামলো। একটুখানি সামনে ঝুঁকে বলতে শুরু করলো—ঠিক এই অবস্থায় আমি দেখা দিই। আমি হচ্ছি জুয়াড়ি। আমার নিজে শর্তে আমি যে কোনো ব্যাপারে বাজী ধরে থাকি। আপনি আমার কাছে এলেন। স্বাভাবিকভাবেই আপনি বুড়ি পিসির মৃত্যু সম্বন্ধে বাজী ধরতে চাইবেন না। এটা আপনার মনকে বিব্রত করে তুলবে। কাজেই ব্যাপারটা এভাবে বিচার করা যায়। আপনি আমার সঙ্গে বাজী ধরলেন যে, এলিজা পিসি আগামী খৃষ্টমাস পর্যন্ত সুস্থ সবল থাকবে—কিন্তু আমি বাজী ধরলাম যে, থাকবে না।

ভাঁটার মতন দু চোখের দৃষ্টি আমার উপর আরোপিত আমাকে দেখছে...

—এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, আছে কি? একেবারে সরল কথা। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে একটা বিরোধ হয়েছে। আমি বলছি, এলিজা পিসির মৃত্যু আসন্ন—আপনি বলছেন, না। মৃত্যু আসন্ন নয়। এই বিষয়ে একটা চুক্তি পত্র করে আমরা সই করলাম। আমি আপনাকে একটা তারিখ জানিয়ে বললাম যে, এই তারিখের পনেরো দিন আগে হোক বা পরে হোক এলিজা পিসির মৃত্যু হবে এবং তার শ্রাদ্ধও চুকে যাবে। আপনি বললেন যে, তেমনটা কিছুতেই ঘটবে না। আপনার কথা সত্য হলে আমি বাজীর টাকা আপনাকে মিটিয়ে দেবো। আর আপনার কথা যদি না মেলে, তবে আপনি আমাকে বাজীর টাকা মিটিয়ে দেবেন।

তার দিকে তাকালাম। যে লোক তার জীবন পথ থেকে একজন ধনী বৃদ্ধাকে সরিয়ে দিতে চায় ঠিক তেমন একজন লোকের মানসিক অবস্থা ভাবতে চেষ্টা করলাম। এই লোকটার বদলে ভাবতে লাগলাম একজন ব্ল্যাকমেলারকে। এ কাজটা খুব সহজ হলো। লোকটা কয়েক বছর ধরে আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে। আর সহ্য করতে পারজি না। সে সরুক এটাই আমি চাই। কিন্তু নিজে আমি তাকে খুন করবো তেমন স্নায়বিক ক্ষমতা আমার নেই—কিন্তু এর জন্য যে কোনো বস্তু আমি দিতে পারি—হাঁ। যে কোনো বস্তু। কথা বললাম—কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনালো। এক ধরনের বিশ্বাস অবলম্বন করে নিজের ভূমিকায় যেন অভিনয় করে চলেছি।

শুধালাম—শর্তগুলো কি?

মিস্টার ব্রাডলির আচরণ দ্রুত বদলে গেলো।

আনন্দোজ্জ্বল প্রায় কৌতুকপ্রিয় আচরণ।

—আসল জায়গায় আসা গেলো, তাই না? অথবা আপনি রাজী হলেন। জানতে চাইছেন, কত খরচ পড়বে? সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেছি। এত দ্রুত কাউকে রাজী হতে কখনও দেখিনি।

আবার শুধালাম—শর্তগুলো কি?

—নানা ধরনের ঘটনা আর বিষয়ের উপর তা নির্ভরশীল। যার জন্য বাজী ধরা হচ্ছে তার অর্থমূল্যের পরিমাণের উপর সেটা নির্ভর করে থাকে। মক্কেল কত পরিমাণ অর্থ লাভ করবে তার উপর সেটা নির্ভর করে। অসুবিধাজনক স্বামীর কবল বা ব্ল্যাকমেলারের শোষণ কিংবা এমনি ধরনের আর কারো হাত থেকে মুক্তি—এসব কিছু বিচার বিবেচনা করে তবে ঠিক করতে হয় আমার মক্কেল কি পরিমাণ অর্থ দিতে সক্ষম হবে। খোলাখুলি স্বীকার করছি যে, সে জাতীয় কাজ আমি হাতে নিই না। এ ব্যাপারে এলিজা পিসির সম্পত্তির অর্থ মূল্যের উপর শর্ত নির্ভরশীল। মৌখিক চুক্তির দ্বারা শর্তগুলো নির্ধারিত হবে। আমরা দুজনেই এই চুক্তি করে লাভবান হতে চাই, তাই না? বিশেষ ধরনের বিষম কাজ করার জন্য ব্যয় হয় পাঁচশো টাকার এক টাকা এই অনুপাতে।

Scanned by CamScanner

—পাঁচশো টাকার এক টাকা অনুপাত? এত বেশি কঠিন শর্ত।

—আমার শর্ত একটু বেশি কঠিন। এলিজা পিসির মৃত্যু যদি আসন্ন হতো তাহলে আপনি তা ভালোভাবে জানতেন, আমার কাছে আসতেন না। দু সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হবে এমন ঘোষণা করা খুবই কঠিন কাজ। তাই পাঁচ হাজার পাউণ্ডের অনুপাত এক হাজার পাউণ্ড দাবি কিছুতেই অস্বাভাবিক হতে পারে না।

ধরুন, আপনি হেরে গেলেন, তাহলে?

—সেটা হবে আমার পক্ষে খারাপ। তবে বাজীর টাকা শোধ করে দেবো।

—আর আমি যদি হারি, তবে আমিও বাজীর টাকা শোধ করবো। ধরুন যদি না দিই?

মিস্টার ব্রাডলি চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ বোঁজা চোখে নরম গলায় বললো—

সে রকম করার পরামর্শ আপনাকে দিচ্ছি না, আমি সত্যিই দেবো না সে পরামর্শ।

লোকটার মৃদু কণ্ঠস্বর—কিন্তু আমার দেহে ভয়ের শিহরণ কিলবিল করে উঠলো।

অথচ সে সরাসরি আমাকে ভয় দেখায়নি। ভয়ের সঞ্চার ছিলো।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—আমি একবার ভেবে দেখি, মিস্টার ব্রাডলির শান্ত কণ্ঠস্বর, অচঞ্চল বাকচাতুরি—নিশ্চয় ভেবে দেখবেন।

কোনো কাজ তাড়াহুড়ো করে করবেন না। কাজটা যদি করবেন বলে ঠিক করেন ফিরে আসবেন। তখন আমরা সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবো। সংসারে তাড়াহুড়ো করা নিরর্থক। সময় নিন। চলে এলাম। শুনছিলাম তখনও ওর শেষ কথাগুলোর প্রতিধ্বনি...।

—সময় নিন...।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইচ্ছে না থাকলেও মিসেস টাকারটনের সাথে দেখা করতে গেলাম। জিনজার জেদ করলেও মিসেস টাকারটনের সঙ্গে দেখা করলে যে কোনো সুফল ফলবে তা আমার মন সায় দিচ্ছিলো না। মনে হলো, যে কাজ করবো বলে হাতে নিয়েছি আমি তার উপযুক্ত নই। ওখানে গিয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া আমি দেখাতে পারবো না—এবং মিথ্যা পরিচয় দিতে গিয়ে যে আমি সমস্ত কাজটাই ভেস্তে দেবো এ সম্বন্ধে আমার মন ছিল সচেতন। অন্য দিকে জিনজার কাজ সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া দেখাতে ভয়ানকভাবে দক্ষ। সে ফোন করে বললো কাজটা খুবই সহজ। বাড়িখানা সাধারণ বাড়ির মতন নয়। প্রায় গোথিক পদ্ধতির ওই বাড়িখানা মনকাড়া।

—কিন্তু সেখানে কেন আমি যাচ্ছি?

—তুমি এ ধরনের স্থাপত্য শিল্পের উপর একখানা বই লিখছো। তাই বাড়িখানা দেখতে চাও।

—এটা বাজে যুক্তি বলে আমার মনে হচ্ছে। বললাম। জিনজার জোরালো কণ্ঠে জানালো—বাজে বকো না। যা জানতে চাও তা জানার জন্য অবিশ্বাস্য তথ্যের কথাও বলতে হয়। অনেকেই এ কথা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনে লিখে গেছেন।

—তাই ত বলছি তুমি এ কাজ সহজে করতে পারবে। আমি তোমার মতন পারবো না।

—এটাই তোমার ভুল হচ্ছে। তুমি যে কে এবং কি কাজে যাচ্ছ তা জানতে পারলে মিসেস টাকারটন অভিভূত হবে। কিন্তু আমাকে গ্রাহ্যই করবে না। ওর কথায় সাময়িকভাবে পরাস্ত হলেও ওর যুক্তি মানতে পারলাম না।

মিস্টার ব্রাডলির সাথে অবিশ্বাস্য সাক্ষাৎকার সেরে এসে আমি আর জিনজার আলোচনায় বসলাম। এই সাক্ষাৎকার আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও জিনজারের কাছে ততটা অবিশ্বাস্য মনে হয়নি। সাক্ষাৎকারের সব কথা শুনে মনে হলো সে বেশ খুশি। তাই সে বললো—আমাদের কল্পনার ইতি ঘটলো। দেখা যাচ্ছে, বাস্তবে একটা সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেই সংগঠন অবাঞ্ছিত মানুষকে খতম করে দিতে পারে।

Scanned by CamScanner

—অতি প্রাকৃত উপায়ে।

—নিজের চিন্তায় তোমার মন একদম আচ্ছন্ন। সিবিলের ওই যাদুদণ্ড আর ঝুটো পুঁতির মালা তোমার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মিস্টার ব্রাডলি যদি হাতুড়ে রোজা অথবা একজন আধা শিক্ষিত জ্যোতিষী বলে প্রমাণিত হয় তবু তোমার মত আশ্বস্ত হবে না। কিন্তু তুমি যা বলেছো, তা থেকে মনে হচ্ছে লোকটা একটা ছোটখাটো আইনডার্ড বদমাস...।

—প্রায় তার কাছাকাছি বলতে পারো। বললাম।

—এর ফলে সব ব্যাপারটা একেবারে সরল হয়ে গেলো। যত আজগুবি শোনাক, 'পেল হর্স' বাড়িখানায় বসবাসকারী ওই তিনজন স্ত্রীলোকের এমন এক ক্ষমতা আছে যা কাজ করে।

—তুমি যদি ওদের কাজ কর্ম এতই বিশ্বাস করে থাকো তবে মিসেস টাকারটনের কাছে কেন যাবো?

—বাড়তি প্রমাণের জন্য। থিরজা গ্রে কি করতে সক্ষম তা আমরা জানি। আর্থিক লেন দেন কিভাবে হয় তাও আমরা জানি। ওদের হাতে খুন হওয়া তিনজনের কিছু খবরও আমরা জেনেছি। এবারে মক্কেলদের কিভাবে গাঁথা হয় সেটা আমরা জানবো।

—এবং ধরো মিসেস টাকারটন যে ওদের একজন মক্কেল তার কোনো ইঙ্গিত যদি প্রকাশ না করেন?

—তাহলে অন্য জায়গায় আমরা অনুসন্ধান করবো। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললাম—নিশ্চয়ই, আমি তোমার কথা মতন কাজই করছি।

জিনজার বললো আমি যেন নিজের কাজের কথাটাই ভাবি।

করাওয়ে পার্কের সদর দরজায় হাজির হলাম। বাড়িখানা প্রায় একটা দুর্গ প্রাসাদের মতন। জিনজার বলেছিলো গোথিক স্থাপত্য রীতি সম্পর্কে সে আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে যাবে। কিন্তু সে আসেনি। তাই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হলো।

দরজায় ঘণ্টাটা বাজতেই শুকনো চেহারা আলপাকার কোট পরা একটা লোক দরজা খুললো।

—আপনার নাম ইস্টারব্রুক। মিসেস টাকারটন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বললো লোকটা।

ওর সাথে সুসজ্জিত এবং দামী আসবাবপত্র সাজানো বসবার ঘরে ঢুকলাম। তবে সাজানো গোছানোর মধ্যে রুচির কিছু কমতি রয়েছে। দেওয়ালে ঝোলানো অনেকগুলো বাজে ছবির মধ্যে রয়েছে খান কয়েক দর্শনীয় ছবি। ব্রোকেডে মোড়া আরামদায়ক কুশনও রয়েছে খান কয়েক।

একখানা কুশনে বসে পড়লাম।

মিসেস টাকারটন ঘরে ঢুকলো। জানি না কি আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু আমার মনের ভাব একদম বদলে গেলো। বিদ্বেষের কোনো চিহ্ন নেই এই মধ্যবয়সী মহিলার মুখে। মহিলা এতটুকু আকর্ষণীয় নয়—এবং আমার ধারণা ভালো চরিত্রের মহিলা নয় একেবারে। রঙ মাখা ঠোঁট দুটি তার বদমেজাজের ইঙ্গিত বহন করছে। সামান্য ঝুলে পড়া চোয়াল। ফ্যাকাসে নীল দুটো চোখের তারা—মনে হচ্ছে প্রতিটি বস্তু সে যাচাই করে দেখতে অভ্যস্ত। কুলিদের এবং পোশাক ঘরের দারোয়ানকে বখশিস ছাঁটাই করে খুশি মনে। পথে ঘাটে এ ধরনের রমণীর দেখা পাওয়া যায়। অবশ্য এরা দামী পোশাক পরতে চায় না।

আমাকে দেখে দারুণ আনন্দিত মহিলা। বললো—মিস্টার ইস্টারব্রুক। আপনার সাথে দেখা হওয়াতে খুশি হলাম। আমার এই বাড়িখানা ঘুরে দেখতে চান আপনি। আমার এই বাড়িখানা আপনার মতন মানুষকে আকর্ষণ করতে পারবে।

—দেখুন মিসেস টাকাটরন, এই বাড়িখানা ঠিক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তৈরি করা হয়নি। আর তাই বাড়িখানা এত আকর্ষণীয়।

মিসেস টাকারটন বললো—দেখুন স্থাপত্য শিল্পের কিছুই আমি বুঝি না। আপনি আগে কি

Scanned by CamScanner

চা পান করবেন না বাড়িখানা ঘুরে দেখবেন?

আগে বাড়িখানা ঘুরে দেখতে চাইলাম। আমাকে বাড়িখানা দেখাতে দেখাতে মহিলা বললেন—আমার স্বামীর মৃত্যুর পর এত বড় বাড়ি আমি কি করবো। তাই বিক্রি করবার কথাবার্তা চলছে। দালালরা বেচে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

শুধালাম—বাড়ি বিক্রি করে কি এখানে অন্য কোনো বাড়িতে থাকবেন?

—এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না। তবে প্রথমে কিছুদিন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবো। এ জায়গাটার আবহাওয়া বড় জঘন্য। সহ্য হচ্ছে না। ভাবছি একবার মিশরে গিয়ে থাকবো। এর আগে বছর দুয়েক ছিলাম মিশরে। সুন্দর দেশ। বললো মিসেস টাকারটন।

বুঝতে পারলাম, মহিলা এখন নিজের কথা খুব সহজেই প্রকাশ করবে।

বাড়ি দেখা শেষ করে আমরা বসবার ঘরে ফিরে এলাম। চা পান করতে করতে মিসেস টাকারটনের জীবনের অনেক কথা জানতে পারলাম। মৃতদার টমাস টাকারটনের সাথে মহিলার বিয়ে হয়। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর বয়স ছিলো অনেক কম। সমুদ্রের তীরে এক হোটেলে উভয়ের দেখা হয়। মহিলার এক সৎ মেয়ে ছিলো, থমসিনা। স্বামীর কথা প্রসঙ্গে মিসেস টাকারটন বললো—হতভাগ্য টমাস একাকীত্বে ভুগছিলো। কয়েক বছর আগে ওর প্রথম বউ মারা গেছে। বউকে হারিয়ে তার মন বিষণ্ণ। তার স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছিল।

টমাস টাকারটন মৃত্যুর আগেই তার বিশাল সম্পদের দানপত্র সম্পাদন করে গেছে। একটি ট্রাস্ট তার সম্পত্তি দেখাশুনো করবে। তার আয় থেকে মিসেস টাকারটন মাসোহারা পাবে। সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ পাবে তরুণী মেয়ে থমসিনা। তার সম্পদের মূল্য হবে কয়েক লক্ষ টাকা। তবে অবিবাহিত অবস্থায় থমসিনা মারা গেলে সব সম্পত্তির মালিক হবে মিসেস টাকারটন।

মিস্টার টাকারটনের এই দান পত্র জিনজার আগেই দেখে এসেছিলো।

মৃতদার সঠিক বয়সী পুরুষকে বিয়ে করার আগে মিসেস টাকারটনের হাতে দেদার খরচ করার মতন টাকা পয়সা ছিলো না। অর্থের প্রতি মিসেস টাকারটনের মনে রয়েছে দারুণ লালসা। তাই এই বিয়েটা তার জীবনে একটা পুরস্কার। কিন্তু বিয়ের পরই মিসেস টাকারটনের সামনে নতুন দিগন্ত দেখা দিল। পঙ্গু অর্থবান স্বামী—ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন তার সামনে—স্বামীর মৃত্যু হলেই এই বিশাল সম্পদের সে অধিকারিণী হবে। তখন খুশি মতন দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে তারে জীবনে কোনো অর্থের অভাব ঘটবে না।

কিন্তু স্বামীর দান পত্র মিসেস টাকারটনকে হতাশ করলো। স্বামীর মৃত্যুর পরে বাঁধা ধরা সামান্য আয় ছাড়া আর কিছুর মালিক হবে না—এমন একটা দুঃস্বপ্নের কল্পনা মিসেস টাকারটন করেনি। তাহলে এখন কিভাবে দেশ বিদেশ বেড়ানো হবে? কি ভাবেই বা বিলাস দ্রব্য কিনে মিসেস টাকারটন জীবনকে ভোগ করবে?

সে অর্থের অভাবে ভুগবে—আর ওদিকে ব্যাঙ্কে সুদের টাকার পাহাড় জমবে।

দান পত্র অনুসারে বিবাহের পর এসব টাকা আর সম্পত্তির মালিক হবে স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা থমসিনা। মেয়েটি সত্যিই সম্পদশালিনী উত্তরাধিকারিণী। সৎ মেয়েকে স্বাভাবিকভাবেই মিসেস টাকারটন পছন্দ করতো না। মেয়েটিও জানতো সে বহু সম্পদের মালিক হবে। উদ্ভিন্ন যৌবনা থমসিনা তাই সৎমাকে দু'চোখে দেখতে পারতো না। বল্গা ছাড়া জীবন চর্যায় সে মেতে উঠেছিলো। বেপরোয়া আর নিষ্ঠুর আচরণ তার।

কিন্তু দান পত্রের অন্য শর্তটি—ভাবতে লাগলাম একুশ বছর বয়স হওয়ার আগে থমসিনা যদি মারা যায় তবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে মিসেস টাকারটন। এটাই কি যথেষ্ট কারণ? আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি যে, এই সোনালি চুল, আড়ম্বর প্রিয় মহিলা তার সৎ মেয়ের অকাল মৃত্যু ঘটানোর উপায় খোঁজার জন্য 'পেল হর্সে' গিয়েছিলো?

না, এমন বিশ্বাস আমার মনে ঠাঁই পাচ্ছে না। কিন্তু আমার কাজ আমাকে করতে হবে। এখনও আমার অনেক কিছুই জানার বাকি। তাই আচমকা বললাম—মনে হয় আপনি জানেন যে, আপনার সৎমেয়ের সাথে একবার আমার দেখা হয়েছিলো।

Scanned by CamScanner

মিসেস টাকারটন আমার দিকে তাকালো। দু'চোখে ঈষৎ বিস্ময়। কিন্তু আগ্রহের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু শুধালো—থমসিনার সাথে দেখা হয়েছিল আপনার?

—হাঁ চেলসিয়ার খাবার ঘরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস টাকারটন বললো—ও চেলসিয়া। হাঁ দেখা হতে পারে। আজকালকার এই মেয়েগুলো, এদের মন বোঝা বড় কঠিন ব্যাপার। মনে হয় না কেউ ওদের সংযত করতে পারে। তারই জন্য ওর বাবার দেহ মন ভেঙে পড়েছিলো। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার বলার বা করারও কিছু ছিলো না। আমার কথা সে গ্রাহ্যই করতো না। জানেন বোধহয় আমাদের যখন বিয়ে হয় ও তখন প্রায় সাবালিকা। একজন সৎমায়ের পক্ষে...।

সমবেদনার সুরে বললাম—সবসময় একটা কঠিন অবস্থা।

—তাই আমি সবসময় ওর সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতাম।

—আপনি যে তাই করতেন, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

—কিন্তু এতেও কোনো কাজ হলো না। অবশ্য সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করবে তার বাবা আস্কারা দিত। এর পরে মেয়েটা একদম উচ্ছন্নে গেলো। আমার জীবন সে বিষময় করে তুলছিলো দিন দিন। একদিক দিয়ে সে যখন বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য জেদ করলো তখন খানিকটা সোয়াস্তি পেলাম—কিন্তু ও বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে আমার স্বামী যে মনে দারুণ আঘাত পেলো তা বুঝতে পারলাম। একদল অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে সে মিশতে শুরু করলো।

—সে সব কথা আমি জানি।

মাথার এক গোছা ঝামরে পড়া সোনালি চুল গোছাতে গোছাতে মিসেস টাকারটন সখেদে বললো—হতভাগিনী থমসিনা। কিন্তু বোধ হয় আপনি জানেন না যে, মাস খানেক আগে সে মারা গেছে। হঠাৎ এনকেফ্যালাইটিসে আক্রান্ত হয়েছিল। যুবক যুবতীদের পক্ষে এ রোগ মারাত্মক। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—হাঁ জানি। থমসিনা মারা গেছে।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাওয়ার জন্য কয়েক পা গিয়ে সহসা ঘুরে দাঁড়ালাম। শুধালাম—মনে হয়, পেল হর্স বাড়িখানা আপনি জানেন, তাই না?

মহিলার মুখে যে প্রতিক্রিয়া ঘটলো তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তার দু চোখে আতঙ্ক —ভয়ানক আতঙ্কে সুস্পষ্ট প্রকাশ। প্রসাধন করা মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ। কণ্ঠস্বর তীব্র আর উচ্চকিত—'পেল হর্স'? কি বোঝাতে চাইছেন পেল হর্স সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

মুখে ঈষৎ বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বললাম—ওহো হয়তো আমারই ভুল হয়েছে। তবে ওটা একটা পুরনো আমলের সরাইখানা। ওখানে যারা এখন থাকে তারা যত্ন করে পেল হর্সের পুরনো পরিচয় বজায় রেখেছে। আমার পরিচিত জনেরা আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলো বাড়িখানা দেখাতে। ওখানে ওরা আপনার নাম বলছিলো। তবে আমার হয়ত ভুল হচ্ছে। আপনার সৎমেয়ের কিংবা আর কোনো মিসেস টাকারটনের সম্বন্ধে বলছিলো। তবে বাড়িখানার নাম যশ ছড়িয়ে পড়েছে। খুশি মনে ওখান থেকে চলে এলাম। আসবার সময় দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় মিসেস টাকারটনের মুখের প্রতিচ্ছবি নজরে পড়লো। আমার দিকে এক দৃষ্টিতে মহিলা তাকিয়ে আছে। দারুণ ভয়ার্ত। ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে মহিলার মুখের ভাব যে কেমন হবে তারই চিহ্ন দেখলাম। এমন একটা দৃশ্য আনন্দকর নয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

—তাহলে এখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। বললো জিনজার।

—নিশ্চিন্ত আমরা আগেই হয়েছিলাম।

—হাঁ, স্বস্তি দিয়ে। তবে মনে একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধছিলো।

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য আমি নীরব—কল্পনার দৃষ্টিতে দেখছি। মিসেস টাকারটন চলেছে বার্মিংহাম শহরে। ওখানে মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ে ঢুকে দেখা করলো মিস্টার ব্রাডলির সঙ্গে।

Scanned by CamScanner

মহিলা বিব্রত। হতাশ চেহারা দেখে আইনজ্ঞ মিস্টার ব্রাডলি অনেক কিছু আঁচ করে নিলো। সাহস দিলো মহিলাকে। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলো, এ ধরনের কাজে কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলো মিসেস টাকারটন। তার মানে সারাক্ষণ অর্থের চিন্তা। সামান্য অর্থ নয়—অজস্র অর্থ। যে পরিমাণ অর্থ পেলে একজন মানুষ জীবনকে ভোগ করতে পারে, তার জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা মিটে যায়। অথচ এই অজস্র অর্থের মালিক হতে চলেছে একটা উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়ে—সুস্থ জীবন থেকে সে অধঃপতিত। জিন্সের প্যান্ট আর আঁটোসাঁটো শেমিজ পরে মেয়েটা তারই মতন অধঃপতিত যুবক যুবতীর সঙ্গে চেলসিয়া মদের ভাঁটিতে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। এমন একটা মেয়ে যে উচ্ছন্নে গেছে, আর ভালো নেই? কোনোদিন যে মেয়ে আর ভালো হবে না সে কেন এত বিপুল অর্থ পাবে? এবং কাজেই মিসেস টাকারটন আবার চললো বার্মিংহাম শহরে। এখন আরও সতর্কতা আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ। তারপর শর্তের কথা আলোচিত হলো। কল্পনা করতে পারছিলাম যে, মিস্টার ব্রাডলি খুব সহজে মহিলাকে শর্ত মানতে সম্মত করতে পারেনি। মহিলা শক্ত ধাতুতে গড়া। তবে শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর কি ঘটেছিলো তা আমার কাছে অকল্পনীয়। জিনজার মুখের ভাব নিরিখ করছিলো। বললো সবটা কল্পনা করতে কি পারলে?

—আমার মনের ভাব বুঝলে কি করে?

তোমার মুখ দেখে মনে হলো। মহিলার বার্মিংহাম যাওয়া এবং মিস্টার ব্রাডলির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কাহিনী কল্পনা করছো, তাই না?

—ঠিক তাই। কিন্তু এর পর কি ঘটলো তা আর ভাবতে পারছি না, বললাম। জিনজার ধীরে ধীরে বললো—পেল হর্সে সঠিকভাবে কি ঘটে তা এখনই হোক বা পরেই হোক কাউকে আমাদের কাছে এসে প্রকাশ করতেই হবে।

—তা কি করে সম্ভব?

—জানি না। আর কাজটা খুব সহজ নয়। সত্য সত্যই ওখানে যে গিয়েছে, আর যে ওদের সাহায্য নিয়েছে সে লোক কখনই আমাদের কাছে আসবে না। অথচ একমাত্র সেই লোকই ওখানে আসলে কি ঘটে তা বলতে পারে।

—আমরা এখন পুলিশের কাছে গিয়ে সব বলতে পারি, তাই ত? শুধালাম।

—হাঁ, পারি। কেননা এখন আমাদের কাছে সঠিক প্রমাণ রয়েছে। তোমার কি মনে হয় এই প্রমাণে কোনো কাজ হবে?

মনে সন্দেহ জন্মালো। বললাম এটা ত ইচ্ছার প্রমাণ কিন্তু এটা কি যথেষ্ট হবে? মৃত্যু ইচ্ছা, কিন্তু আদালতে এটা আজগুবি বলে প্রতিপন্ন হবে। এমন কি ওই মৃত্যু ইচ্ছার গঠন পদ্ধতি যে কি তাও আমরা জানি না।

—ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের জানতেই হবে। কিন্তু কিভাবে তা জানবো?

—ঘটনাটা কি ভাবে ঘটছে তা কাউকে নিজের চোখে দেখতে হবে, নিজের কানে শুনতে হবে। কিন্তু ওই ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে দেখবে এবং শুনবে তাও সম্ভব নয়, অথচ ওই ঘরের মধ্যেই সব কিছু ঘটে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। সোজা হয়ে বসে জিনজার বললো—একটা উপায় আছে. তোমাকে আসল মক্কেল হয়ে ওখানে যেতে হবে।

—একজন আসল মক্কেল হিসাবে?

—হাঁ। হয় তুমি আর না হয় আমি যাবো।

কাকে আমরা এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাই তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আমরা একজন ব্রাডলির ওখানে যাবো এবং ঘটাবার ব্যবস্থা করবো।

—এ কাজে আমি সময় দিতে পারছি না। তীব্র কণ্ঠে বললাম।

—কেন?

—এতে বিপদ ঘটতে পারে।

—আমাদের বিপদ হবে?

Scanned by CamScanner

—বোধ হয়। তবে আমি ভাবছি বলির কথা।

এ কাজে বলি হাতে রাজী এমন একজনকে খুঁজতে হবে, তার একটি নামও থাকা চাই। ঝুটা হলে চলবে না, কেননা নির্ঘাৎ খোঁজ খবরও নেবে। তুমি কি এটা ভাবছো না?

কয়েক মুহূর্ত ভেবে জিনজার মাথা নেড়ে বললো—হাঁ। বলিকে একজন আসল লোক হতে হবে। তার ঠিকানাও হতে হবে সঠিক।

—আর সেজন্যই ত আমি তা চাই না। বললাম। জিনজার বললো—তুমি আর আমি এবার ভেবে দেখি, আমরা কাকে এই পৃথিবী থেকে পরপারে পাঠাতে চাই। আমার একজন কাকা আছে। মেরভিন কাকা। পয়সাঅলা লোক। কাকার অবশ্য এখন তখন অবস্থা। কাকা মরলে অবশ্য আমি তার তার সম্পত্তির একটা অংশ উত্তরাধিকার হিসাবে পাবো। তবে কাকার এভাবে মৃত্যু হোক তা আমি চাই না। কাকাকে আমি দারুণ ভালোবাসি। আচ্ছা, তোমার কি এমন কোনো আত্মীয় নেই যার মৃত্যু হলে তুমি টাকা কড়ি, সম্পত্তি উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করবে?

মাথা নাড়ালাম।

জিনজার বললো—দেখো আমারও বয়স হয়েছে, নতুন করে কেউ আমার প্রেমে পড়বে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তোমারও সেই একই অবস্থা। তার ওপর তুমি আবার বিয়ে করোনি যে, একটা কিছু মতলব সেই বউকে জড়িয়ে করবো। আমার মুখের উপর বিষণ্ণতার এক টুকরো মেঘ ছায়া ফেললো।

এ প্রতিক্রিয়া জিনজারের নজর এড়ালো না। বললাম—ঘটনাটা অনেকদিন দিন আগে ঘটেছিলো। জানি না, সেকথা কারো মনে আছে কিনা।

—তুমি কি কাউকে বিয়ে করেছিলে?

—হাঁ। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমরা বিয়ের কথা গোপন রেখেছিলাম। আমার বাবা মা জানলে তাঁরা এ বিয়ে মানতেন না। কেননা তখনও আমি সাবালক হইনি। আমরা দুজনেই বয়স বেশি বলে লিখেছিলুম। তাই জানাজানি হলে ও বিয়ে অসিদ্ধ হয়ে যাবে।

জিনজার শুধালো—তারপর কি ঘটেছিলো?

ওখানেই মোটর দুর্ঘটনায় সে মারা গেলো। মোটরে আমি ছিলাম। তার সাথে ছিলো আর এক বন্ধু। জবাব দিলাম।

জিনজার বারেকের জন্য আমার দিকে তাকালো। মনে হয় সে বুঝেছে আমার স্ত্রীর সে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার মতন গুণ ছিলো না তা আমি জানতে পেরেছিলাম।

এবার বাস্তবায়িত কণ্ঠস্বর জিনজারের : তোমার বিয়ে কি ইংল্যান্ডে হয়েছিলো?

—হাঁ পিটার করাফের রেজিস্ট্রি অফিসে।

—কিন্তু তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় ইতালীতে তাই ত?

—হাঁ—

—তা হলে ইংল্যান্ডে তার মৃত্যুর রেকর্ড নেই তাই না?

—না, নেই।

—বৎস। আর কি চাই তোমার? এর চেয়ে সহজ উপায় আর কিছু হতেই পারে না। ধরো, একজনকে তুমি দারুণ ভালোবাসো। তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও—কিন্তু, তুমি জানো না, তোমার আগের পক্ষের বউ বেঁচে আছে না মরে গেছে। অনেক বছর হলো তার সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি, তার কাছ থেকে এক কলম লেখা চিঠিও তুমি কোনোদিন পাওনি। এমন ঝুঁকি নিতে তোমার সাহস হচ্ছে। এমন সময় তোমার প্রথম পক্ষের বউ এসে আবার হাজির হলো।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন। তুমি বিবাহ বিচ্ছেদ চাও। কিন্তু সে কিছুতেই বিবাদ বিচ্ছেদে রাজী নয়। সে তোমার যুবতী প্রেমিকার কাছে গিয়ে তোমার মুখোশ খুলে দেওয়ার ভয় দেখায়।

শুধালাম—আমার আবার যুবতী প্রেমিকা কে?

—তুমি?

Scanned by CamScanner

—নিশ্চয় নয়। ও কাজে আমি ভুল লোক। আমি বরং তোমার সঙ্গে পাপ-পঙ্কে ডুব দিতে পারি! তুমি জানো, কার কথা আমি বলতে চাইছি। ওই মূর্তির মতন কৃষ্ণাঙ্গিনী মেয়েটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াও তার কথা বলতে চাইছি।

—হারসিয়া রেডাক্লিফ? তার কথা? কে তোমাকে তার কথা বললো?

—নিশ্চয় বুঝতে পারছো, পপির মুখ থেকে শুনেছি। মেয়েটির হাতে টাকা কড়ি আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। টাকার জন্য তুমি তাকে বিয়ে করবে একথা আমি বলছি না। তুমি সে ধরনের মানুষ নও। তবে জঘন্য মন ব্রাডলি সহজেই একথা বিশ্বাস করবে। এই হচ্ছে এখানকার অবস্থা। তুমি এবার হারসিয়াকে গিয়ে বলবে তোমার বউ ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছে। দারুণ প্রতিহিংসা পরায়ণ তোমার বউ। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তাকে বলছো কিন্তু সে রাজী নয়। এবার পেল হর্সে গিয়ে সব বলো। ওর মানে এই থিরজা এবং চাষী মেয়ে বেল্লা বুঝতে পারবে কেন তুমি সেদিন ওখানে গিয়েছিলে। তারা তোমাকে একজন আগ্রহী মক্কেল হিসাবে গ্রহণ করবে।

—মনে হয় এতেই কাজ হবে। বললাম।

—তাহলে ব্রাডলির কাছে এমনভাবে কথাগুলো বলবে যেন সে ভাবে, তুমি টোপ গিলেছো।

—আজগুবি বউয়ের কাহিনী খাড়া করা সহজ। কিন্তু তারা ত নাম-ধাম সব জানতে চাইবে। আর তখন আমাকে মাথা চুলকাতে...।

জিনজার দৃঢ় কণ্ঠে বললো—না, তোমাকে মাথা চুলকাতে হবে না। আমি হব তোমার বউ।

* * * *

জিনজারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই মুহূর্তে ও যেন চোখে ঠুলি পরেছে। সে যে দুরন্ত আবেগে হেসে উঠছে না এর জন্যই আমি বিস্মিত। ধীরে ধীরে নিজেকে ধাতস্থ করে নিচ্ছিলাম।

এমন সময় বলে উঠলো জিনজার—এত অবাক হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা আমার নিছক একটা প্রস্তাব নয়।

কথা বলার মতন শক্তি পেলাম। বললাম—জানো না তুমি কি বলছো।

—নিশ্চয় জানি। আমি যে প্রস্তাব করছি তা করা সম্ভব—এবং এই প্রস্তাবের মানে হচ্ছে কোনো নির্দোষী লোককে সম্ভাব্য বিপদের মধ্যে টেনে আনার প্রয়োজন হবে না।

—কিন্তু তুমি নিজেও বিপদে পড়বে।

—সেটা আমার ব্যাপার, আমি মাথা ঘামাবো।

—কিন্তু এ প্রস্তাবে কাজ হবে না।

—হবেই। ভেবে ঠিক করেছি। একটা সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবো। একটা বা দুটো স্যুটকেস সঙ্গে নেবো। তাতে লাগানো থাকবে বিদেশের নাম লেখা লেবেল। মিসেস ইস্টারব্রুকের নামে ফ্ল্যাট ভাড়া করবো। তাহলে সংসারে এমন কেউ আছে যে বলবে না আমি মিসেস ইস্টারব্রুক নই?

—তোমাকে জানে চেনে সেই বলবে।

—আমার চেনা জানা লোক কেউ আমার দেখা পাবে না। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। পোশাক আন্দাজের রকম ফের করে আর সামান্য ছদ্মবেশ ধরে চেহারাটা এমন বদলে ফেলবো যে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীই আমাকে চিনতে পারবে না। পনের বছর ধরে তোমার প্রথম পক্ষের বউ এদেশে আসেনি, কেউ তাকে দেখেওনি—তাই আমি যে তোমার সেই বউ নই তা কেউ সন্দেহ করবে না, পেল হর্সের লোকজনও সন্দেহ করবে না। তারা রেজেস্ট্রি বিয়ের পুরনো রেকর্ড যাচাই করবে। চার ধারে খোঁজও নেবে—শেষে বুঝতে পারবে তুমি সত্যিকারের একজন মক্কেল।

Scanned by CamScanner

—কিন্তু জিনজার, তুমি এই প্রস্তাবের কঠিন দিকগুলো আর বিপদের ঝুঁকি বুঝতে পারছো না।

—বিপদের ঝুঁকি দূর। ওই লোকটা যাতে তোমার কয়েক হাজার টাকা চুক্তির নাম করে হাতাতে না পারে তাই তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

—ধরো, যদি একটা কিছু ঘটে?

—আমার ঘটবে বলছো? কিন্তু সেটা বিচার করার কথা আমার, তাই না?

—আমিই ত তোমাকে এ বিপদের মধ্যে টেনে এনেছি।

—হাঁ আমাকে তুমি এনেছো। কিন্তু এখন আমরা দুজনেই এর সাথে জড়িয়ে গেছি। এখন আমি আর এই ব্যাপারটাকে কৌতুক বলে উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমরা যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তা যদি সত্য হয় তবে ওদের এই কাজ হচ্ছে বিরক্তিকর পালবিক বস্তু। এ ধরনের কাজ বন্ধ করতেই হবে। দ্যাখো এই খুন, ঘৃণা বা ইচ্ছা জনিত উগ্র স্বভাবের খুনীর খুন করা নয়। নয় ধন লিপ্সা মানবিক অবিশ্বাসজনিত খুন। কিন্তু এরা করেছে খুনের ব্যবসা, কারা, কিসের জন্য এই খুন তার বিচার হচ্ছে না।

বললাম, এখন আমরা সব ঘটনা আর আমাদের সংগ্রহ করা তথ্য পুলিশকে জানাতে পারি।

—কোনো পুলিশকে জানাবে? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে?

—আমার মনে হয়, আঞ্চলিক গোয়েন্দা ইনসপেক্টর লেজুন হচ্ছে উপযুক্ত লোক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আঞ্চলিক গোয়েন্দা দপ্তরের ইনস্‌পেক্টর লেজুনকে প্রথম দেখার পর থেকেই আমার ভালো লেগেছে, নীরব সক্ষমতার মূর্ত প্রতীক সে। ভেবেছিলাম লোকটি নিশ্চয়ই কল্পনা প্রবণ অফিসার গোঁড়ামি নয়, এমন বিষয় সে নিশ্চয় বিচার বিবেচনা করতে চাইবে।

আমাকে বললো ইনসপেক্টর, ডাক্তার করিগ্যানের মুখে আপনার কথা শুনেছি, তাঁর সঙ্গে আপনার দেখাও হয়েছে। প্রথম থেকে তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। এ অঞ্চলে ফাদার গোরম্যান ছিলেন পরিচিত আর শ্রদ্ধার মানুষ। এখন আপনি বলছেন আমাদের জন্য কিছু বিশেষ খবর এনেছেন তাই ত?

—পেল হর্স নামের একটা জায়গার সঙ্গে এই বিশেষ খবর জড়িত।

—সূচ ডিপিঙ নামের এক গ্রামে ওই বাড়িখানা। তাই না?

—হাঁ।

—সব কথা খুলে বলুন ত।

প্রথমেই পেল হর্সের সাথে জড়িত আজগুবি রহস্যের কথা বললাম। বললাম রোডার সাথে দেখা করার কথা। তিন বোনের রহস্যময় জীবনের কথাও জানালাম। আর থিরজার সঙ্গে আমার যে সব আলোচনা হয়েছিলো সেদিন বিকেলবেলায় তাও বর্ণনা করলাম।

—তার কথায় আপনি কি প্রভাবিত?

লজ্জিত হয়ে বললাম—সত্যিই বলছি, আমি এসব একেবারেই বিশ্বাস করি না..।

—বিশ্বাস করেন না, মিস্টার ইস্টারব্রুক?

আমার ত মনে হয়, আপনি বিশ্বাস করেন। মৃদু হেসে আবার বললো ইনসপেক্টর, একটা কথা আপনি লুকোচ্ছেন, তাই না? মনে আগ্রহ নিয়েই ত আপনি সূচ ডিপিঙ গিয়েছিলেন, কেন?

—মনে হয় মেয়েটি ভয় পেয়েছিল তাই গিয়েছিলাম।

—ফুলের দোকানের যুবতীটি কে?

—কথায় কথায় মেয়েটি পেল হর্সের কথা বলছিলো। বলার সময় তাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিলো। মনে হয়েছিলো পেল হর্সে ভয় পাওয়ার নিশ্চয়ই কিছু আছে। সে সময় ডাক্তার

Scanned by CamScanner

করিগ্যানের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে একটা নামের তালিকা দেন। তার মধ্যে দু'জন তখন মারা গেছে। তৃতীয় নামটা ছিলো আমার পরিচিত। পরে জানতে পারলাম, ওই মহিলাও মারা গেছেন।

—মহিলা বোধ হয় মিসেস দেলা ফনটেইন?

—হাঁ।

—বেশ, তারপর বলুন।

—ঠিক করলাম। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরো জানার চেষ্টা করবো।

—অনুসন্ধান শুরু করলেন। কিন্তু কিভাবে করলেন?

মিসেস টাকারটনের সাথে আমার সাক্ষাৎকারের ঘটনা বললাম। শেষে বললাম, মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং এ বসবাসকারী মিস্টার ব্রাডলির কথা।

ইনসপেক্টরের আগ্রহ এখন উজ্জীবিত। তাই বললো, তাহলে মিস্টার ব্রাডলিও রয়েছে এর মধ্যে।

—তাকে কি চেনেন?

—হাঁ। মিস্টার ব্রাডলি সম্বন্ধে পুলিশ দপ্তর সব কিছুই জানে। লোকটা আমাদের খুব বেগ দিয়েছিল। ঝামেলা পাকিয়েছিল। ওর কাজ কারবার একদম নিখুঁত। এমন কিছু করে না যার জন্য ওর গায়ে আমরা পিন ফোটাতে পারি, আইনের সব অলিগলি ওর জানা। তাই নীতি রেখার সাচ্চা দিক ধরে হাঁটতে অক্ষম। এমনকি আইন এড়িয়ে চলার শত পথ নামক বই লেখারও উপযুক্ত একজন লেখক। কিন্তু এটা বলতে পারি যে, কাউকে খুন করার কাজ সংগঠিত করে না—খুনের মতলব তার মাথায় নেই...।

বললাম, আমাদের আলোচনার বিবরণ ত আপনাকে বলেছি, আপনি কি এর বিহিত করতে পারেন?

—না আপনার কাহিনী শুনে কোনো বিহিত করা সম্ভব নয়। আপনাদের আলোচনার ত কোনো সাক্ষী সবুদ নেই। ইচ্ছে করলে ওই লোকটি ঘটনার সত্যটা অস্বীকার করতে পারে। তাছাড়া একটা কথা সে ঠিকই বলেছে, যে কোনো লোক যে কোনো বিষয়ে বাজী ধরতে পারে। সে বাজী ধরলে কোনো একজন নির্দিষ্ট লোক মারা যাবে না, কিন্তু সে হেরে গেল। এর জন্য সে অপরাধী হবে কেন? তাই বলছি সত্যিকারের অপরাধীর সঙ্গে ব্রাডলির সংযোগ আছে এমন প্রমাণ না পেলে পুলিশ কিছু করবে না। করতে পারবেও না। আর সে কাজ সহজও হবে না। ইনসপেক্টর বারেক কাঁধ নাচিয়ে শুধালো, আচ্ছা সূচ ডিপিঙ যাওয়ার পর ভেনবলসের কোনো লোকের সাথে কি আপনার আলাপ হয়েছে?

—হাঁ এদিন তার সাথে লাঞ্চ খেয়েছি।

—তার সাথে আলাপ করে কি মনে হয়েছে আপনার?

—দারুণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে পঙ্গু।

—হাঁ পোলিও রোগে পঙ্গু।

—ভদ্রলোক চাকা লাগানো চেয়ারে বসেই কেবল ঘুরতে পারে। কিন্তু তার অক্ষমতাই তাকে বাঁচাতে এবং জীবন উপভোগ করতে মানসিক দৃঢ়তা জোগাচ্ছে। ইনসপেক্টরের অনুরোধ ভেনবলসের বাড়ি। তার শিল্পে সংগ্রহশালা এবং এ ব্যাপারে তার মনের আগ্রহের গভীরতা ব্যাখ্যা করলাম।

—এমন একজন মানুষ হয়েও ভেনবলস আজ পঙ্গু। সখেদে মন্তব্য করলো ইনসপেক্টর।

—মাপ করবেন, একটা ব্যাপার জানতে চাইছি। সে কি সত্যিই পঙ্গু। নাকি এটা তার খোলস?

—তার পঙ্গু সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত। হারনি স্ট্রিটের বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার উইলিয়াম জানিয়েছেন, ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপুষ্টির জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। অথচ আমাদের মিস্টার অসবর্ণ নিশ্চিত যে, সে রাতে বার্টিন স্ট্রিটে সে তাকে হাঁটতে দেখেছে। কিন্তু সে ভুল দেখেছে। তবে

Scanned by CamScanner

ভেনবলসের মতন লোক যদি গোপনে মানুষ খুন করার সংস্থার মতলব দেনেওয়ালা হয় তা হবে একটা দুঃখজনক ঘটনা।

—আমারও তাই ধারণা। বললাম। সামনের টেবিলের ওপর তর্জনী বুলিয়ে গোলাকার রেখার জাল আঁকতে আঁকতে ইনসপেক্টর লেজুন বললো—পুলিশ দপ্তর এ ব্যাপারে যা কিছু জেনেছে এবং আপনি যা জেনেছেন এই উভয় তথ্য মিলিয়ে আমরা সমস্ত ঘটনাগুলো বিচার বিবেচনা করে দেখতে পারি এই ভাবনাটা যুক্তি পূর্ণ যে, এক ধরনের দালালি সংস্থা বা সংগঠন আছে যার সদস্যরা অবাঞ্ছিত মানুষদের খতম করার কাজ করে এবং একাজে তারা বিশেষভাবে দক্ষ। এদের কাজ কর্ম অমার্জিত, অপরিণত নয়। তারা সাধারণ ঠ্যাঙাড়ে বা খুনীকে কাজে লাগায় না। তাদের হাতের বলি মানুষগুলো যে নিখুঁতভাবে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেনি তার প্রমাণ রাখবারও দরকার হয়নি। আপনি যে তিনজনের কথা বলেছেন তাদের সম্পর্কে অনিশ্চিত খবর রয়েছে—তাদের প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে। আর তাদের মৃত্যুর জন্য কেউ না কেউ লাভবান হয়েছে। কিন্তু তার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। খুনীরা দারুণ চালাক। তাই এই মৃত্যুর ঘটনাগুলো যে আসলে খুন তা সন্দেহ করার মতন সূত্র আমরা পাইনি। এক মরণাপন্ন বৃদ্ধা মৃত্যুকালীন স্বীকৃতি দানের সময় ফাদার গোরম্যানকে কয়েকটা নাম উল্লেখ করেছিলেন মরণোত্তর শান্তি লাভের জন্য। ফাদার গোরম্যানের লেখা চিরকুটে আমরা সেই নামগুলো পেয়েছি। আর ঐ যে থিরজা গ্রে নামের স্ত্রীলোকটির কথা বলছেন সে নাকি তার শক্তির কথা আপনার কাছে বড় গলায় বলেছে। তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনে আদালতে তুলুন, তার কোনো শাস্তি হবে না তাই না?

বললাম, হাঁ কারণ প্রমাণ করা যাবে না। তবে একটা উপায় আছে?

আমার দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেজুন শুধালো, কি উপায়?

—ওরা কি ভাবে ওদের এই খুনের ব্যবসা সংগঠিত করে থাকে তা জানবার জন্য আমরা তদন্ত করতে চাই। ওদের মক্কেল হয়ে যাবো আমি নিজে। আর আমার বান্ধবী ওদের হাতে খুনের শিকার হবে। একটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে আমরা সব কিছু জানবো, ইনসপেক্টর।

—কিন্তু আপনার বান্ধবী কি জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন তাই না?

—তাকে বুঝিয়েছি। বিপদের কথাও বলেছি। কিন্তু শুনছে না। জেদ ধরে বসে আছে, এ কাজ সে করবেই। আচমকা শুধালো ইনসপেক্টর—বললেন মেয়েটির স্বর্ণকেশিনী তাই না?

—হাঁ, জবাব দিলাম।

—এ ধরনের মেয়েদের সাথে তর্ক করাই নিরর্থক। আমার কি তা অজানা।

ইনসপেক্টরের স্ত্রীও কি তবে স্বর্ণকেশিনী, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।

ষোড়শ অধ্যায়

দ্বিতীয়বার মিস্টার ব্রাডলির সাথে দেখা করতে আমি একটুও ভীত, বিব্রত হলাম না। আসলে এই অভিযানে আমার মন দারুণ খুশি। ঠিক আসার আগেই জিনজার আমাকে সাবধান করে বলেছিলো, নিজের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় নিজের কথাও মনে রেখো—আর সত্যিই আমি সেই চেষ্টা করছি।

আমাকে সাদরে আহ্বান করে ঘরে বসালো। বললো আপনাকে দেখে বেশ বিব্রত মনে হচ্ছে। উদ্বিগ্ন এবং সতর্ক। আপনার সতর্কতা খুবই স্বাভাবিক। আপনি নিশ্চয়ই কোনো একটা কাজের জন্য বাজী ফেলতে চাইছেন?

বললাম চাই। কারণ কাজটা খুবই আমার কাছে জরুরী।

—মনে হচ্ছে আপনি এখানে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। ভাবছেন, আমার অফিসে কিছু ছারপোকা রেখে দিয়েছি। ব্রাডলি বললো।

কথাটা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—মাইক্রোফোন, টেপরেকর্ডার, এসবের কথাই বলছি। না, এবং আমার এখানে ওসব

Scanned by CamScanner

রাখা নেই। তবে আপনি যদি আলোচনা করার জন্য অন্য কোথাও যেতে চান, আমি সেখানেই যাবো। ভাঁটা চোখ, বেঁটে খাটো লোকটা বললো।

—না, এখানেই আলোচনা করাই ভালো। আপনার চুক্তির শর্ত বলুন। বললাম।

—খুব ভাল কথা। মনে হচ্ছে, কোনো ঘটনার জন্য আপনার মন খুবই উদ্বিগ্ন। এখন ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন। জীবনে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আপনার কাহিনী শুনে মনে হয়, আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারবো। লোকে বলে, বিপদ ভাগাভাগি করে নিলে বিপদ অর্দ্ধেক হয়ে যায়।

কাজেই প্রথম বয়সে ডোরিনকে ভালোবেসে গোপনে বিয়ে করার কাহিনী, তারপর ইতালিতে তার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথাও বললাম। ইতালিতে ছাড়াছাড়ির পর থেকে ডোরিন আমার কাছে কোনো চিঠি লেখেনি।

লেখেনি সে কোথায় আছে, কি করছে। তাই আমিও তার কাছে চিঠি লিখে তার খবর নিতে পারিনি। কিন্তু আচমকা ডোরিন লন্ডনে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে আমি আর একটা মেয়েকে ভালোবেসেছি। মেয়েটি আমাকে চায়। ঠিক করেছি, ওকে বিয়ে করবো, কিন্তু ডোরিন ফিরে এসে এখন আমায় বিপদে ফেলেছে।

—আপনার স্ত্রী কি বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হচ্ছে না?

—না। তাই ত আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে আমার স্ত্রীর হাত থেকে মুক্ত করুন। কি আপনার চুক্তি জানান, করুণ কণ্ঠে বললাম।

—আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর মনোভাব কি?

—সে আমার কাছে ফিরে আসতে চায়। তার এই ইচ্ছাকে আমি অযৌক্তিক মনে করি।

—আপনার স্ত্রী ত বিদেশে থাকতো, তাই বললেন না।

—সে বলেছে। আমি ঠিক জানি না।

—বোধ হয় প্রাচ্য দেশেই ছিলো। জানেন তো ও সব দেশে নানা রোগের জীবাণু কিলবিল করে। বেশ কয়েক বছর ওদেশে থাকার জন্য অনেক রোগের বীজাণু তার মধ্যে ঢুকেছে। সেই সব বীজাণুর বিস্ফোরণ ঘটলে মৃত্যু হওয়া সম্ভব। এ ধরনের দু-তিনটা ঘটনা আমি জানি। আপনার স্ত্রীর জীবনেও তা ঘটতে পারে। আপনি যদি খুশি হন তবে আমি এক্ষেত্রে কিছু অর্থ বাজী ধরতে রাজী আছি। বললো মিস্টার ব্রাডলি।

বললাম—আমার স্ত্রী আরো বহুদিন বেঁচে থাকবে।

—স্বীকার করছি, আপনার দিকে পাল্লা ভারি। আসুন বাজী ধরি। এখন থেকে খৃস্টমাস এর মধ্যে মহিলার মৃত্যু হবে। বাজির দর। পনের শ'য়ের অনুপাত হবে এক।

—আরো আগে ঘটনাটা ঘটানো প্রয়োজন। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। ইচ্ছা করেই কথাগুলো মিস্টার ব্রাডলিকে বললাম। আমি আমার প্রেমিকাকে বিয়ে করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছি—ঘটনাটা তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটালে আমার জীবন আনন্দে ভরে যাবে। তাছাড়া বেশি দেরী করলে আমার স্ত্রী সোজাসুজি হাজির হবে হারসিয়ার কাছে—তখন আমার বিপদ বাড়বে।

—তবে আপনার যখন জরুরি প্রয়োজন তখন ঘটনাটা তাড়াতাড়ি করার জন্য চেষ্টা করতেই হবে। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে আপনার স্ত্রীকে খতম করার ব্যবস্থা করতেই হবে। বাজির দর তাহলে পড়বে আঠার'শ তে এক এই অনুপাত হবে এক অনুপাতে।

বুঝতে পারলাম। এবার একটু দর কষাকষি করা প্রয়োজন। তাই প্রতিবাদ করেই জানালাম যে, এত টাকা আমার কাছে নেই। কিন্তু প্রয়োজন হলে সমস্ত অর্থ জোগাড় করা যে আমার পক্ষে সম্ভব তা আঁচ করে নিয়েছিল ব্রাডলি। তার বদ্ধ ধারণা—হারসিয়ার হাতে যথেষ্ট অর্থ আছে। মিস্টার ব্রাডলি জানান যে, ঠিক আছে। বিয়ের পর চুকিয়ে দেবেন।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম। ঋণপত্রের আদলে লেখা চুক্তিপত্র।

শুধালাম—এই চুক্তিপত্র কি আদালতে সিদ্ধ?

Scanned by CamScanner

—আদালতে মামলা করা সম্ভব। তবে আমি বলবো, তা করবেন না। বরং আপনি গিয়ে আপনার স্ত্রীর পরা একটা পোশাক নিয়ে আসুন।

—পোশাক? কি হবে?

—এই যেমন হাতের দস্তানা বা বডিস কিংবা এক পাটি মোজা। ওটা থিরজা গ্রের প্রয়োজন।

—কিন্তু কেন?

—আমাকে প্রশ্ন করবেন না, মিস্টার ইস্টারব্রুক। জানি, জানি। কিন্তু বলতে পারবো না। মিস গ্রে তার কাজকর্ম গোপন করতে চায়। আর আপনাকে আমি একটা উপদেশ দিতে চাই। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আসুন। তিনি যেন বুঝতে পারেন, আপনি তার সাথে সমঝোতা করতে চান। তারপর কয়েক সপ্তাহের জন্য আপনি বাইরে কোথাও চলে যান। তবে যাওয়ার আগে স্ত্রীর একটা ব্যবহার করা পোশাক নিয়ে সুচ ডিপিঙে যান। আপনার কে একজন খুড়তুতো বোন আছেন না, বলেছিলেন?

—হাঁ, কিন্তু কেন?

—তাহলে কাজটা খুব সহজেই চুকবে। আপনার বোনের বাড়িতে আপনি নিশ্চয় কয়েকদিন থাকতে পারবেন।

—অন্য লোকেরা বেকার ভাগ কি করেছে? তারা কি স্থানীয় সরাইখানায় থেকেছে?

—কেউ কেউ থেকেছে। আবার বোর্নমাউথ থেকে মোটরে যাতায়াত করেছে।

—কিন্তু আমার খুড়তুতো বোনকে ওখানে থাকার কি কারণ বলবো? সে কি ভাববে?

—বলবেন পেল হর্সের মানুষজনদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে। ওদের ধর্ম সাধনায় যোগ দেবেন। মিস গ্রে এবং তাঁর মাধ্যমের উপর অশরীরী আত্মার ভর হয়। তার সেই ভর নিজের চোখে দেখবেন। মিস্টার ব্রাডলি বললো।

—ঠিক আছে। কিন্তু ওখান থেকে ফিরে আমি লন্ডনে থাকবো ভাবছি।

—না, কোনোভাবেই লন্ডনে থাকবেন না।

—কেন?

মিস্টার ব্রাডলি বললো—মক্কেলরা যদি আমাদের হুকুম মেনে চলেন তবে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য।

—আচ্ছা বোর্নমাউথে থাকবেন কোনোও হোটেলে। লোকজনের সঙ্গে চেনা পরিচয় করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেও ভালো লাগবে।

মিস্টার ব্রাডলির নোংরা হাতে হাত মিলিয়ে করমর্দন করে চলে এলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

—তুমি কি থিরজার ভর দেখতে যাবে নাকি? রোডা জানতে চাইলো।

—কেন যাবো না?

—এ ধরনের জিনিস দেখার আগ্রহ তোমার আছে তা কখনো আমি ভাবিনি মার্ক।

—আমি ঠিক সত্যিকারের আগ্রহী নই। কিন্তু ওই তিন মহিলা কি আজব কাজকর্ম করে সেটাই আমি দেখতে চাই। বললাম।

আলোচনাটা হালকাভাবে উড়িয়ে দেবো ভেবেছিলাম কিন্তু সম্ভব হলো না। বাঁকা চোখে দেখলাম হাপু ডেসপার্ড চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। লোকটি খুব ধূর্ত আর দুঃসাহসিক জীবনে অভ্যস্ত। বিপদের অনুমান করতে তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় খুবই তীক্ষ্ণ হলো। মনে হলো, লোকটা বিপদের আঁচ পেলো, কৌতূহল নয়, এর সঙ্গে নিশ্চয় আরো কিছু জড়িত।

—তাহলে আমি তোমার সাথে যাবো, মার্ক। আনন্দিত কণ্ঠে বললো রোডা, সব সময় ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে হয় আমার।

—না, এ ধরনের কোনো কিছু করবে না, রোডা। গর্জন করলো ডেসপার্ড।

Scanned by CamScanner

—কিন্তু এসব মৃত আত্মাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। তুমি তো জানো, শুধু তামাসা দেখার জন্য যাচ্ছি। বললো রোডা।

ডেসপার্ড বললে—এধরনের কাজকর্ম কিন্তু তামাসা নয়। এর মধ্যে সত্যও কিছু আছে কিন্তু যারা কেবল কৌতূহল দেখতে ওখানে যায় তাদের উপর এই কাজকর্ম প্রভাব বিস্তার করে।

তাহলে মার্ককেও বোঝাও যাতে না যায় ওখানে।

মার্কের দায়িত্ব ভার তো আমার উপর নেই।

বিরক্ত হলেও নিজের মন থেকে বিরক্তি দূর করে রোডা আমার সঙ্গে হাজির হলো পেল হর্সে।

সে দিনই এক প্রহর বেলায় গ্রাসের পথে থিরজা গ্রের সাথে সহসা দেখা হলো।

আমার সঙ্গে ছিল রোডা।

থিরজা গ্রে কলকণ্ঠে বলে উঠলো—মিস্টার ইস্টারব্রুক। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আমাদের বাড়িতে আশা করছি। আপনাকে একটা দারুণ দৃশ্য দেখাবো। সিবিলের উপর আশ্চর্যজনক কিছু ভর হয়। তাই তার মুখ থেকে কি কথা শোনা যাবে তা আগে থেকে কেউ কল্পনা করতেও পারে না। তাই বলছি আপনি এতে হতাশ হবেন না। খোলা মনে আসবেন। সৎ অনুসন্ধানকারীকে আসার জন্য আমি সাদর আহ্বান জানাই। কিন্তু কৌতুকপ্রিয় চটুল দর্শক আসুক তা চাই না। তাতে ঘটনা মন্দ পথ নেয়।

রোডা বলে উঠলো—আমিও তো আসতে চাই। কিন্তু ডেসপার্ড এসব ব্যাপারে দারুণ বিরোধী।

—যা হোক, আপনাকে আমি আসতে বলছি না। বাইরের একজন লোক এলেই যথেষ্ট হবে। তারপর আমার দিকে ফিরে থিরজা গ্রে বললো—আমাদের বাড়িতে যদি আসেন তবে আমাদের সঙ্গেই হালকা কিছু খাবার খেয়ে নেবেন। ভোর হওয়ার আগে আমরা কখনও ভরপেট খাই না। আপনাকে আমরা আজ সন্ধ্যেবেলা আশা করছি, মিস্টার ইস্টারব্রুক। বলা শেষ করে ঘাড় নুইয়ে অভিবাদন জানালো থিরজা। এবং লঘুপদে হেঁটে চলে গেলো।

ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার সন্দেহগ্রস্ত মন এমনই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে রোডা কি বলছিলো তা আমার কানেই ঢোকেনি—এখন চমক ভাঙতে রোডাকে শুধালাম—কি বলেছিলে যেন?

—এখানে আসার পর থেকে তোমাকে যেন কেমন আজব আনমনা মনে হচ্ছে। কি হয়েছে বলো তো? বই লেখায় খুব মন দিয়েছো, তাই না?

—বই? হ্যাঁ,অল্প বিস্তর ওতেই ব্যস্ত। জবাব দিলাম।

এবার রোডা মন্তব্য করল সরস কণ্ঠে—মনে হচ্ছে তুমি প্রেমে পড়েছো। প্রেমে পড়লে পুরুষদের অল্প বিস্তর বুদ্ধি লোপ হয়। কিন্তু নারীদের বেলায় ঠিক উল্টোটাই ঘটে; বুদ্ধি উজ্জ্বল হয় এবং রূপ লাবণ্য দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তাই মজার ব্যাপার হলো প্রেম নারীকে মহীয়ান করে আর প্রেমে পড়লে পুরুষ অসুস্থ মেষশাবক বনে যায়।

একটু রেগে মেগে বললাম—ধন্যবাদ।

—আমার উপর রাগ করো না, মার্ক। মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী।

—কে সুন্দরী?

—কেন? হারসিয়া রেডক্লিফ। সে সত্যিই তোমার উপযুক্ত। ও সুদর্শনা এবং চালাক চতুর।

এই মুহূর্তে ওর প্রস্তাব আমি ভাবতে পারছি না। তাই কোনো জবাব দিলো না। গির্জার পাদরির বাড়িতে আসা যেন নিজের বাড়ি ঘোরা।

* * * *

সদরটা খোলা। আমাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে যেন। বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখতেই। মনে হলো আমার কাঁধ থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।

Scanned by CamScanner

দর দালানের গাছ দুয়ার দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন মিসে ডেন ক্যালথ্রপ। হাতে একটা বড় সবুজ রঙের প্লাস্টিকের ঝুড়ি। আমাকে দেখে মিসেস ক্যালথ্রপ বললেন—একি তুমি এসেছো। ভালোই হয়েছে। ঝুড়িটা ধরো।

ঝুড়িটা নিয়ে মিসেস ক্যালথ্রপের সাথে সেই ছায়া ঢাকা ঘরে ঢুকলাম। তিনি ফায়ার প্লেসের আগুন উসকে দিয়ে খান কয়েক কাঠ গুঁজে দিলেন আগুনে। একখানা চেয়ারে আমাকে বসতে বলে শুধোলেন—কি করলে?

তাঁর উত্তেজিত আচরণ আমাকে মুখর করলো। বললাম একটা কিছু আমাকে করতে বলেছিলেন। আমি কিছু করতেই সচেষ্ট।

—খুব ভালো কথা। কি করছো?

সব কিছু তাঁকে খুলে বললাম।

মিসেস ক্যালথ্রপ চিন্তিত মনে শুধালেন—আজ রাতেই?

—হাঁ।

মিনিট খানেক নীরবে ভাবতে লাগলেন মিসেস ক্যালথ্রপ।

নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম। সহসা সজোরে বলে উঠলাম—একাজ আমি করতে চাইনি। একেবারেই করতে চাইনি।

—কেন তুমি তা চাইবে?

জবাব দিতে পারলাম না বেশ কিছুক্ষণ। শেষে ভীত কণ্ঠে বললাম—জিনজারের জন্য বড় ভয় হচ্ছে। তাঁর সদয় দু আঁখির দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিশ্চল।

বললাম—জানেন না কি সাহসী মেয়ে সে। যদি তারা ওর কোনো ক্ষতি করে...।

ধীর কণ্ঠে বললেন মিসেস ক্যালথ্রপ—তুমি যা বলছো তা শুনে বুঝতে পারছি না, কিভাবে ওরা তার ক্ষতি করবে।

—ওরাও অন্যদের ক্ষতি করেছে। বললাম।

—তাই তো মনের ইচ্ছে...মিসেস ক্যালথ্রপকে অসন্তুষ্ট মনে হলো।

—অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে, জিনজার ভালো থাকবে। চিন্ত্যনীয় সব রকম সাবধানতা নেওয়া হয়েছে। তার কোনো দৈহিক ক্ষতি ঘটাতে পারবে না।

—কিন্তু এই লোকগুলোও দাবি করে থাকে যে, তারা দৈহিক ক্ষতি করতে সক্ষম ওরা বলে, মানসিক আঘাতের মাধ্যমে তারা দৈহিক ক্ষতি সাধন করে।

ওরা যদি সত্যিই তা করতে সক্ষম হয় তবে তা হবে একটা আশ্চর্য জনক ঘটনা। এ এক দুঃস্বপ্নকর ঘটনা। আমরাও একমত হয়েছি একাজ বন্ধ করতেই হবে।

—কিন্তু বিপদের ঝুঁকি সে নিজেই নিচ্ছে, ধীরে ধীরে বললাম।

—কাউকে বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে। এর ফলে তোমার অহঙ্কারে আঘাত লাগে—আমার যেন এমন বিপদ না হয় এটাই তুমি ভাবতে থাকো। এ ঝুঁকি তোমায় নিতে হবে। জিনজার যে ভূমিকায় অভিনয় করছে তার জন্য সে অত্যন্ত উপযুক্ত। জিনজার বুদ্ধিমতী। তার জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই।

—ওকথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি না।

—ঠিক আছে। উদ্বিগ্ন হয়ে তুমি তার কোনো ভালো করতে পারবে না। এই সমস্যা ছেড়ে সরে থাকা আমাদের উচিৎ হবে না। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি জিনজারের মৃত্যু হয় তবে সে মৃত্যু হবে একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে।

—আপনি বড় নিষ্ঠুর। বললাম।

মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ বললেন—কাউকে না কাউকে নিষ্ঠুর হতেই হবে। সব সময় মন্দ ঘটবে এটাই মনে করতে হবে, তুমি জানো না মনে এ ধরনের ভাবনা সৃষ্টি করতে পারলে উৎসাহ বর্ধিত হয়। যে কাজ করবে বলে ঠিক করছো তা শুরু করে দাও, দেখবে যতটা মন্দ ঘটবে ভাবছো তেমন মন্দ কিছু ঘটবে না।

Scanned by CamScanner

মন থেকে সন্দেহ না ঘুচলেও বললাম—হয়ত আপনি ঠিকই বলছেন। আচ্ছা আপনার এখানে কি টেলিফোন আছে?

—হাঁ। আছে।

—আজ রাতের ঘটনা ঘটবার পর জিনজারের সাথে আমাকে যোগাযোগ রাখতে হবে। রোজই তাকে একবার ফোন করতে হবে। আচ্ছা; এখান থেকে রোজ তাকে ফোন করা যাবে তো?

—নিশ্চয়ই। রোডার বাড়ি থেকে এত বেশি যাতায়াত করলে লোক জানাজানি হবে নাতো?

—উপায় নেই। রোডার বাড়িতে এখন আমায় ক-দিন থাকতে হবে। লন্ডনে যাওয়া চলবে না। আজকের রাত...। বলতে বলতে উঠে পড়লাম।

* * * *

পেল হর্সে আমার উপস্থিতি অতিমাত্রায় সামাজিক হিসাবে গৃহীত হলো। জানি না ঠিক কি ধরনের পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব আশা করা হয়েছিল—কিন্তু যাই হোক এটা সে জিনিস নয়।

দরজা খুলে দিল গ্রে। তার পরণে সাধারণ কালো পশমের পোশাক। ব্যবসায়ী সুলভ কণ্ঠে বললো—এসে গেছেন। ভালোই হলো। আমরা এক্ষুনি রাতের খাবার খেয়ে নেবো।

দরদালানে পাতা খাওয়ার টেবিল। খুবই সাধারণ খাবার দাবার। বেল্লা পরিবেশন করছে, পরণে কালো কাপড়ের পোশাক, ইতালির অধিবাসী রমণীর মতন তাকে দেখাচ্ছে। আর ময়ূরকণ্ঠী রঙের লম্বা রুল পোশাক পরেছে সিবিল। পোশাকে সোনালি চুমকি বসানো। তবে ওর গলায় এখন পুঁতির মালা ঝুলছে না। একজোড়া কঙ্কন ওর দু হাতের কব্জিতে পরা।

খাওয়ার পালা চুকিলে থিরজা গ্রে জানালো এবার 'ভর' হবে। সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানের খামার ঘরে হাজির হলাম।

এর আগের দিন এই ঘরে আমি এসেছিলাম। দিনের বেলা এটাই থিরজার লাইব্রেরি। কিন্তু এখন রাতের পরিবেশে ঘরখানার চেহারা একদম বদলে গেছে। আড়াল থেকে আলোর ছটা এসে ঘরখানা আলোকিত করে তুলেছে। তবে নরম; মৃদু আলো। ঘরের মাঝামাঝি একটা মঞ্চ—ঠিক যেন একটা ডিভান পাতা। তার ওপর গোলাপি রঙের একখানা চাদর বিছানো। তার ওপর নানা ধরনের চিহ্ন আঁকা। ঘরের এক কোণে জ্বলন্ত কয়লা রাখার পাত্র আর পাশেই একটা পুরনো আমলের বেসিন।

ঘরের অন্য দিকে একখানা চেয়ার।

আমি ওর কথা মতন শান্ত ভাবে বসলাম।

থিরজার আচরণ এখন বদলে গেছে। কিন্তু কিভাবে বদলেছে তা বুঝতে পারছি না। সিবিলের মেকি ভোজ বিদ্যার কোনো পরিচয় পাচ্ছি না। এ যেন আচরণ সরানো দৈনন্দিন জীবন যাপনের দৃশ্য। ও যেন এক সাধারণ স্ত্রীলোক—এগিয়ে চলেছে অস্ত্রপ্রচারের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলের দিকে একজন শল্য চিকিৎসকের মতন। সিবিল যখন তাক থেকে একটা লম্বা ঝুল ওভারঅল হাতে নিলো তখনই আমার মনে উত্তেজনা উচ্চগ্রামে পৌঁছালো। আলোয় বুঝতে পারলাম ধাতুর তার দিয়ে বোনা চাদরে ওভার অলটা তৈরি। খুব পাতলা—বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের মতন। মুখে বললো থিরজা—সকলকেই প্রয়োজনীয় সাবধান হতে হয়। ওর চেয়ারে আপনি সাবধানে বসে থাকুন। কোনো কারণেই চেয়ার থেকে উঠে পড়বেন না। উঠে পড়া নিরাপদ হবে না। এটা ছেলে খেলা নয়। যে শক্তিগুলোকে নিয়ে আমি কাজ করি তাদের ঠিক মতন চালাতে না পারলে বিপদ ঘটে। আপনাকে যা আনতে বলা হয়েছে তা কি এনেছেন?

কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটা পাঁশুটে রঙের দস্তানা বার করে ওর হাতে দিলাম। একটা আলোর সামনে দস্তানাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে থিরজা বললো—ঠিক আছে। যে এটা ব্যবহার করে তার গায়ের গন্ধ রয়েছে। তারপর ঘরের শেষে রাখা রেডিয়োর মতন

Scanned by CamScanner

বাক্সের উপর ওটা রাখলো। বললো—বেল্লা, সিবিল এবার শুরু করো। আমরা তৈরি। মিস্টার ইস্টারব্রুক এখানে রসিকতা করতে আসেননি।

সিবিল ডিভানের উপর শুয়ে পড়লো।

থিরজা কয়েকটা আলো নিভিয়ে দিলো। ঢাকা লাগানো ফ্রেমের উপর চাঁদোয়া খাটানো। সেই ফ্রেমটা ডিভানের উপর এমনভাবে স্থাপন করলে যাতে ডিভানটা নরম দাওয়ার নিচে আলো-আঁধারীতে ঢাকা পড়ে।

—পরিপূর্ণ সম্মোহনের জন্য অত্যন্ত চড়া আলো ক্ষতিকর। মনে কোনো রকম সন্দেহ রাখবেন না, মিস্টার ইস্টারব্রুক। আমরা এখন তো তৈরি বেল্লা, তাই না?

ছায়ার আড়াল থেকে বেল্লা আমার দিকে এগিয়ে এলো। থিরজা তার ডান হাতে আমার বাঁ হাতে চেপে ধরলো। আর বাঁ হাতে ধরলো বেল্লার ডান হাত। বেল্লার বাঁ হাত জড়ানো আমার ডান হাত। থিরজার হাত খানা শুকনো আর কঠিন। আর বেল্লার হাত ঠান্ডা আর অস্থিহীন নরম। আমার দেহমন বিতৃষ্ণায় কেঁপে উঠলো।

সহসা সুমধুর সুরের মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হলো। মনে হলো সুরের ঝরণা বুঝি ঘরের ছাদ থেকে ঝরে পড়ছে।

আমার দেহ মন হিম এবং সঙ্কট ভরা তবু ফল্গু স্রোতের মতন এক অবাঞ্ছিত আবেগ ধর্মী ঘটনার আশঙ্কা সম্পর্কে আমার মন সচেতন।

শোকযাত্রার মতন সুরের মূর্চ্ছনা থামলো। কটি মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে আসছে না। সহসা সিবিল কথা বললো। নারীর কণ্ঠ নয়—এ যেন পুরুষের ভারি কণ্ঠস্বর। উচ্চারণে ভিনদেশী শ্বাসাঘাত। কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো—আমি এসেছি এখানে। বেল্লা আমার হাত ছেড়ে ছায়ার নিচে সরে গেলো। থিরজা বললো—সুপ্রভাত। তুমি কি ম্যাকন দল— আমিই ম্যাকন দল।

ডিভানের কাছে গিয়ে থিরজা চাঁদোয়াটা গুটিয়ে ফেললো। নরম আলো ছড়িয়ে পড়লো সিবিলের মুখে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সিবিল। তার মুখের চেহারাটা গেছে বদলে। মুখের রেখাগুলো এখন আর নজরে পড়ছে না, তাকে মনে হচ্ছে অনেক কম বয়সী। এই মুহূর্তে তাকে যে কেউ বলবে, সে সুন্দরী, সুদর্শনা।

থিরজা জানতে চাইলো—ম্যাকান দল তুমি কি আমার ইচ্ছা মতন এবং আমার হুকুম মতন কাজ করতে প্রস্তুত?

গভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো—আমি প্রস্তুত। এখানে শায়িত যে দেহটির মধ্যে তুমি এখন অবস্থান করছো সে দেহটিকে দৈহিক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে কি তুমি সচেষ্ট হবে? এর জীবনীশক্তি কি আমার উদ্দেশ্যে দান করবে যাতে এর মাধ্যমে আমি আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি?

—দান করবো।

—এই মৃতকে পাঠাতে হবে মৃত্যু ঘটানোর জন্য। থিরজা এক পা পেছিয়ে এলো। বেল্লা একখানা ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর প্রতীক বাড়িয়ে দিলো। থিরজা প্রতীক খানা উল্টো করে রাখলো সিবিলের বুকের উপর। থিরজা একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঢাললো সিবিলের কপালে। জলের চিহ্ন আঁকলো—। বুঝতে পারলাম আঁকলো উল্টানো ক্রশ চিহ্ন।

এক পা পিছিয়ে এসে থিরজা বললো—সব প্রস্তুত।

বেল্লা শব্দ দুটো আবার উচ্চারণ করলো—সব প্রস্তুত...। ঘর থেকে চলে গেলো। এবার মৃদু কণ্ঠে আমাকে বলতে লাগলো থিরজা, এই যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান মন্ত্রাদি এগুলোর ব্যবহার কালে কালে বদলে গেছে—এ সব মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। কিসে জনতার আবেগ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তার সঠিক জবাব আমাদের জানা নেই। তবে পুরাকালের এই ধর্মীয় আচরণের অস্তিত্ব আজও রয়েছে।

বেল্লা আবার খামারে ফিরে এলো। তার হাতে একটা জীবন্ত মোরগ মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে। জ্বলন্ত অঙ্গার পাত্রের চারধারে বেল্লা খড়ি দিয়ে মেঝের উপর নানা ধরনের

Scanned by CamScanner

চিহ্ন আঁকলো। তামার পাত্রের চারধারে আঁকার গোলাকার রেখার ধারে মোরগের ঠোঁট চেপে ধরলো। মৃদু অথচ সুরেলা গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আরও প্রতীক আঁকতে লাগলো—ওর মন্ত্রগুলো সবই অবোধ্য।

আমার উপর থিরজার দৃষ্টি নিবদ্ধ। এক সময় সে বললো—আপনি এসব খুব পছন্দ করছেন না, তাই না? এসব মন্ত্র তন্ত্র খুবই প্রাচীন, একেবারে পুরানো আমলের। এই যে মারণ যজ্ঞ যা পুরাকালের জড়ি বুটি—তা মা মরণকালে যেচে আমার হাতে দিয়ে যায়। থিরজাকে আর আমি বুঝতে পারছি না—তার আচরণ আর আমার মনকে প্রভাবিত করতে পারছে না—তবে বেল্লার ভয়ানক কাজকর্ম আমাকে অভিভূত করছে।

জ্বলন্ত অঙ্গার পাত্রের উপর হাত বাড়ালো—বেল্লা—আর আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠলো। নিশ্চয় বেল্লা আগুনে কিছু ফেলেছে—পুড়ছে। সুগন্ধ ছড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে সেই অজানা ধাতু।

—আমরা এবার প্রস্তুত। জানালো থিরজা। সেই রেডিও সদৃশ বাক্সটার ঢাকনা খুললো থিরজা। ওটা একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র। তার নিচে চাকা লাগানো। বাক্সটাকে টেনে এনে ডিভানের পাশে রাখলো। ঝুঁকে পড়ে বাক্সের ভিতরের যন্ত্রপাতি ঠিক করলো, আমার দেওয়া দস্তানাটা একটা বেগুনে রঙের আলোর সামনে ধরে বাক্সের ভিতরে রাখা কম্পাস উত্তর পূর্ব...ডিগ্রী। ...এবার ঠিক হয়েছে।

ডিভানের উপর নিশ্চলভাবে শায়িত দেহটাকে উদ্দেশ্য করে আওড়াতে লাগলো—সিবিল ডায়ানা হেলেন তোমার মরণশীল দেহ থেকে তুমি এখন মুক্ত। নিরাপত্তার জন্য তোমার এই দেহ এখন পাহারা দেবে মৃত আত্মা ম্যাকান দল। এই দস্তানার অধিকারিণীর মধ্যে প্রবেশ করার জন্য তোমাকে মুক্ত করা হোল সব মানুষের মতন তার জীবনের লক্ষ্য এখন মৃত্যুর দিকে নিবদ্ধ। মৃত্যু ছাড়া চরম পাওয়ার পরিতৃপ্তি কোনো অস্তিত্ব নেই। কেবল মৃত্যুই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে। একমাত্র মৃত্যুই দান করে পরম শান্তি—প্রকৃত শান্তি। কথাগুলো বার বার উচ্চারিত হচ্ছে। ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওই যন্ত্রের মতন বিশাল বাক্সটা মৃদু গঞ্জন করছে—তার ভিতরে বিজলী বাতিটা জ্বল জ্বল করছে। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন—বুঝি আমি ভেসে চলেছি। আর তখুনি আমার মনে হলো, যা কিছু ঘটছে তাকে নিয়ে আর আমি রসিকতা করতে পারি না।

ডিভানে শায়িত আধোমুখ দেহটি এখন পুরোপুরি থিরজার গোলাম—তাই তার মাধ্যমে থিরজার ক্ষমতা প্রকাশিত। একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সে ওই দেহটির আত্মাকে কাজে লাগাবে। এখন অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছি, কেন, মিসেস অলিভার থিরজাকে নয় সামান্য সিবিলকে ভয় পেয়েছিলেন? সিবিলের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে—এবং এই ক্ষমতার জন্য তার মন অথবা মেধার প্রয়োজন হচ্ছে না। এটা হচ্ছে দৈহিক ক্ষমতা এই ক্ষমতার সাহায্যে সে নিজেকে এই দেহ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। আর সেই মুক্ত আত্মা তখন তার নয়—সেই আত্মার অধিকারিণী থিরজা। সাময়িকভাবে থিরজা তাকে ব্যবহার করছে।

আচমকা এই বাক্সটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। ওটার মাধ্যমে কি শয়তানি গোপনতা হাসিল করা হচ্ছে? এমন কোনো রশ্মি কি ওটার মধ্যে বাস্তবে তৈরি করা সম্ভব যা মানব মনের কোষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে? প্রভাবিত করতে পারে এক বিশেষ মানব মনকে?

থিরজা বলতে লাগলো—দুর্বল একটা স্থান...সব সময় একটা দুর্বল স্থান থাকেই...মাংসের গভীর মাংসাশীর মধ্যে...দুর্বলতার মাধ্যমে জন্ম নেয় শক্তি...মৃত্যুর শক্তি এবং শান্তি...মৃত্যুর অভিমুখে—ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক ভাবে, মৃত্যুর দিকে—প্রকৃত পথ, স্বাভাবিক পথ। দেহের পেশী সমূহ মনের হুকুম মেনে চলে...তাদের হুকুম করো...তাদের চালাও...মৃত্যুর অভিমুখে...মৃত্যু, বিজয়ী...মৃত্যু...অচিরে...খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু। মৃত্যু।

তার উচ্চগ্রাম কণ্ঠস্বর এখন উথাল পাতাল ক্রন্দনে পরিণত, এবং বেল্লার দিক থেকে এক ভয়ঙ্কর জান্তব আর্তকণ্ঠের চিৎকার ধ্বনিত হলো। উঠে দাঁড়ালো—বেল্লা, ঝলসে উঠলো,

Scanned by CamScanner

মোরগটার শ্বাসরুদ্ধ ভয়ঙ্কর আর্তনাদ, তামার পাত্রে রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে। রক্ত ভরা তামার পাত্রটা হাতে নিয়ে বেল্লা ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করতে লাগলো—রক্ত, এই রক্ত, রক্ত।

যন্ত্রের ভিতর থেকে দস্তানা টেনে বার করলো—থিরজা। বেল্লা দস্তানাটা নিয়ে রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো—রক্ত, এই রক্ত, রক্ত। তারপর জ্বলন্ত অন্ধকার পাত্রটার চারধারে ঘুরতে ঘুরতে জ্ঞান হারিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটার গর্জন থামলো —নিশ্চল হল।

অসুস্থতা বোধ করলাম। মনে হলো মহাশূন্যে আমি ঘুরছি।

থিরজার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো—সুস্পষ্ট আর সুললিত।

—পুরাকালের যাদুবিদ্যার সঙ্গে নতুন কালের মেলবন্ধনে। বিশ্বাস ভিত্তিক প্রাচীনকালের সঙ্গে নবীন যুগের বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের মিলন। একসঙ্গে তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকবে...।

অষ্টাদশ অধ্যায়

—আচ্ছা, ঘটনাটা কি ঘটলো? ব্রেকফাস্টের টেবিলে রোডা সোৎসাহে জানতে চাইলো।

—ওহো, সেই একই রকম। শান্তভাবে জবাব দিলাম।

ডেসপার্ড আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। অনুভূতি সক্ষম একজন মানুষ শুধালো—নানা আকারের জিনিস কি নামানো হয়েছিলো মেঝের উপর?

—অনেকগুলো।

—কোনো শাদা মোরগ?

—স্বাভাবিকভাবেই। মজা আর খেলার এই অংশে অভিনয় করেছে বেল্লা।

—এবং সম্মোহন এবং অন্যান্য বস্তু?

—তুমি যা বলছো, সেই সম্মোহনের ঘটনা ঘটলে, রোডা শুধালো—তুমি কি একটু অভিভূত হয়েছো?

ধীরে ধীরে জবাব দিলাম অন্য দিক দিয়ে জঘন্য ভাবে, ডেসপার্ড মাথা নেড়ে বললো—কোনো লোক সত্য সত্যই এত বিশ্বাস করতে পারে না। বিচারশীল মনে বিশ্বাস করাও যায় না—কিন্তু এসব ঘটনার একটা প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব-আফ্রিকায় এসব অনেক ঘটতে দেখেছি। ওখানকার মানুষজনদের উপর ডাইনি ওঝাদের দারুণ প্রভাব—এবং লোকে স্বীকার করে যে, আজব ঘটনা এখনও ঘটে যা বুদ্ধিতে বিচার করা যায় না।

—মৃত্যুর কথা বলছো?

—হাঁ। যদি কোনো লোক জানতে পারে যে তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাহলে সে মারা যায়।

—মনে হয়, ইঙ্গিত দেওয়ার ক্ষমতা।

—খুব সম্ভব তাই।

—কিন্তু তাতে তুমি খুশি হওনি, তাই না?

—না, ঠিক তা নয়। এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমাদের বাকপটু পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের ইউরোপে এসব ঘটনা সাধারণত ঘটে না। তবে কারো শোণিতে যদি একবার এই বিশ্বাস মিশে যায়। তবে তার রেশ থেকে যাবেই।

একটা ছোট্ট ঘরে টেলিফোন রয়েছে।

আমি টেলিফোনটা তুলে লন্ডনে জিনজারকে ফোন করার চেষ্টা করলাম।

অনেকক্ষণ পরে ওপার থেকে ওর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো?

—কে? জিনজার?

—তুমি ইস্টারব্রুক বলছো? কি ঘটলো?

—তুমি নিজে ভালো আছো তো?

Scanned by CamScanner

—নিশ্চয় ভালো আছি। আর থাকবো নাই বা কেন?

একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস আমার বুক থেকে বেরিয়ে এল। জিনজারের তাহলে কোনো ক্ষতি হয়নি। ওর সেই বেপরোয়া আচরণ বুঝতে পেরে আমার মন থেকে ভয়ে উবে গেলো কি করে বিশ্বাস করেছিলাম যে, জিনজারের মতন একজন রমণীকে এসব উলটো পালট পাগলের কাণ্ড কারখানা আঘাত করবে?

এবার জিনজার শুধালো—তুমি সুস্থ আছো তাই না?

—সুস্থ আছি বলে কি বোঝাতে চাইছো? যখন কথা শুরু করেছিলো তখন সুস্থ ছিলো না, এখন হয়েছো। আচ্ছা, এর পর আমরা কি করবো? আরো দু এক সপ্তাহ কি আমাকে থাকতে হবে? শুধালো জিনজার।

মিস্টার ব্রাডলির কাছ থেকে একশ পাউণ্ড জিততে হলে তোমাকে থাকতে হবে।

—তুমি কি এখনো রোডার কাছে আছো?

—আরো কয়েকদিন আছি। তারপর বোর্নমাউথে চলে যাব। তুমি রোজ একবার আমাকে ফোন করবে। অবশ্য আমিও ফোন করার চেষ্টা করবো। আচ্ছা এর মধ্যে কোনো সন্দেহভাজন লোক তোমার ওখানে গিয়েছিলো?

—এমন লোকেরা এসেছিলো যাদের আশা করা যায়। এই যেমন ধরো দুধওয়ালা গ্যাসের মিস্ত্রি। আর একজন আমি কি কি ওষুধ আর প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করি, একজন এসেছিলো নিউক্লিয়ার বোমা বিরোধী আবেদন পত্রে সই করাতে, একজন চাইতে এসেছিল অন্ধদের জন্য চাঁদা। জবাব দিলো জিনজার।

—এদের কেউ ক্ষতি করার মতন লোক নয়। বললাম।

জিনজার বললো—আর একজন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি ডাক্তার করিগ্যান।

—বোধ হয় ইনসপেক্টর লেজুন তাকে পাঠিয়েছিলো। টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। মনে খানিকটা সোয়াস্তি পেলাম।

পরের দিন লাঞ্চের পর সাধানজার লেনে হাজির হলাম। ভাবলাম একবার মিস্টার ভেনবলসের সঙ্গে দেখা করলে হয় না! যদি এ সময় ওর সাথে দেখা করতে যাই তবে কারো কোনো সন্দেহ হবে না। কেননা রোডার সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। একটা রহস্য জড়িয়ে ভেনবলসের সঙ্গে। প্রথম থেকেই ওর সম্পর্কে আমার এই ধারণা। অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক। লোকটাকে বোঝাতে গেলে বলতে হয় লুণ্ঠনকারী, ঘাতক। নিজে সে হত্যা করে না ঠিকই তবে হত্যা সংগঠিত করতে পারে ইচ্ছা মতন। তাই আমার ধারণা ভেনবলস এই ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারে। তাই ভেনবলসের বাড়িতে হাজির হলাম।

চাকা লাগানো চেয়ারে বসা ভেনবলস আমাকে দেখে দারুণ খুশি হলো। বললো—রোডা ফোন করে বলছিলা যে, আর একদিন আপনারা সবাই আমার বাড়িতে ডিনার খেতে আসবেন।

—দেখুন, আমি আজ এসেছি আপনার মোঘল আমলের সংগৃহীত ঐতিহাসিক বস্তুগুলো ভালোভাবে দেখবো বলে। সেদিন সবগুলো দেখতে পারিনি। বললাম।

আমার জীবনে রয়েছে অখণ্ড অবসর তাই মনে মনে চিন্তা করি রমণীর বস্তুসমূহ। সারা বিশ্বের মৌলিক আর কৃত্রিম বস্তু সমূহ কল্পনা করি। দেশ বিদেশ ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে বঞ্চিত তাই সারা বিশ্ব থেকে নানা ধাতু সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতে এনেছি।

—কিন্তু এ সব সংগ্রহ করতে হলে তো অর্থ চাই।

—হাঁ চাই। যার প্রয়োজন সে তার পথ নিজেই খুঁজে নেবে। সারা বিশ্বের অবস্থা বদলে যাচ্ছে। চিন্তিত মনে শুধালাম—বিশ্ব বদলে যাচ্ছে। —নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হচ্ছে।

ক্ষমা চেয়ে বললাম—আপনি মনে হয় জানেন না যে, এমন লোকজন লোকের সাথে কথা বলছেন যার মুখ ফেরানো উল্টো দিকে—অতীতের দিকে—ভবিষ্যতের দিকে নয়।

Scanned by CamScanner

ভেনবলস কাঁধ নাচিয়ে বললো—ভবিষ্যৎ? কে ভবিষ্যতের কথা আগাম বলতে পারে? আমি কেবল বলি বর্তমানের কথা—এখনকার কথা বলি এই মুহূর্তের কথা, আর কোনো কথা বলি না। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। এমন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে—অথচ এই জবাব দিতে মানুষকে বহু ঘণ্টা বা বহু দিনের শ্রম প্রয়োজন হয়।

—কমপিউটার? ইলেকট্রনিক ব্রেনের কথা বলছেন? তাহলে কি লোকজনদের স্থান গ্রহণ করবে যন্ত্র অবশেষে? শুধালাম।

—একালে লোক হচ্ছে মানব শক্তির একক। কিন্তু একক মানুষ, না। নিয়ন্ত্রক হিসাবে থাকবে মানুষ চিন্তাবিদ হবে মানুষ—আর তারই প্রশ্ন তৈরি করবে যন্ত্রের কাছ থেকে জবাব পাওয়ার জন্য।

আমার মনে সন্দেহ। মাথা দুলিয়ে তাই বললাম স্বল্প শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে—মানব, না অতি মানব কোনোটা?

—কেন নয় ইস্টারব্রুক? কেন নয়? মনে রেখো আমরা জানি অথবা জানতে শুরু করেছি মানুষ জানোয়ার সম্পর্কে কিছু কিছু কথা। এই যে মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কথা শোনা যায় তা এখন খোলাখুলি মানুষ জনকে কৌতূহলী করে তুলেছে—মস্তিষ্ক ধোলাই করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেবল মানুষের দেহ নয়। মানুষের মনও কয়েকটা উত্তেজকের সংস্পর্শে সাড়া দেয়।

—এ-ত ভয়ঙ্কর মতবাদ। বললাম, রোগীদের কাছে বিপদজনক।

—সারা জীবনই ত বিপদজনক। ইস্টারব্রুক, আমরা ভুলে যাই যে, সভ্যতার একটা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আমরা লালিত পালিত হয়েছি। সভ্যতার এটাই হচ্ছে মূল কথা। ছোট ছোট গণ্ডীর মানুষরা এক এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। তারাই প্রকৃতিকে পরাস্ত করতে এবং একে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। তারা অরণ্যকে পরাজিত করেছে—কিন্তু সে জয় সাময়িক কালের জন্য। যে কোনো মুহূর্তে অরণ্য আবার নিয়ন্ত্রক হবে। অতীতকালের পর্বের নগরগুলো আজ মাটির ঢিবিতে পরিণত। গভীর জঙ্গলে সেই সব নগরের ধ্বংসস্তূপ এখন ঢাকা। তাই কখনও ভুলে যাবেন না, জীবন সব সময় বিপদজনক।

ভেনবলসকে লজ্জিত দেখালো। বললো—আমি একটু বাড়িয়ে বলেছিলাম।

আমি বুঝতে পারলাম ভেনবলস লজ্জিত হয়েছে বেশি কথা বলার জন্য। সে একা থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবে তার সাথে কেউ কথা বলতে এলে খুশি হয়। তার কথা বলার প্রয়োজন হয়, অনেক কথা বলার ফাঁকে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলে। তাই ওকে খোঁচা দিয়ে বললাম—মানুষই অতি মানব। আপনার এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক ব্যাখ্যা আমার কাছে বলেছিলেন।

—এতে নতুনত্ব কিছু নেই। অতি মানবের তত্ত্ব বহু প্রাচীন। সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের এটাই ভিত্তিভূমি।

ভেনবলসের মুখে হাসির ছোঁওয়া। বললো—আমার এই ভূমিকার জন্য কি আমাকে দোষী ভাবছেন মিস্টার ইস্টারব্রুক? বাস্তবিক আমি সেটাই করি। আমার মতন দেহের এই অবস্থার জন্য এটাই ক্ষতিপূরণের পথ। হাঁটুর উপর ছড়িয়ে রাখা কম্বলে সে হাতের চাপড় মারলো। তার গলায় বিরক্তির সুর।

বললাম—আপনাকে আমি কোনোও সমবেদনা জানাতে পারছি না। শুধু এইটুকু বলছি, যে লোক অভাবিত ধ্বংসকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে সে লোক ঠিক আপনার মতনই মানুষ।

—অবাক হয়ে ভাবছি কিসের জন্য আপনি একথা বলছেন? এই সব জিনিসপত্র দেখেই কি একথা বলছেন? হাত দিয়ে ঘরে সাজানো জিনিসগুলো দেখিয়ে ভেনবলস শুধালো।

Scanned by CamScanner

—আপনি যে ধনী তার প্রমাণ এগুলো। এগুলো আপনার পছন্দের আর রুচিরও পরিচয় দিচ্ছে। এসব বস্তু আপনি সংগ্রহ করেছেন ঠিকই তবে তার জন্য কায়িক পরিশ্রম আপনাকে করতে হয়নি। আপনি নিজেই সে কথা বলেছেন।

—আমার কথা। বোকারাই পরিশ্রম করে। আসলে যে কোনো কাজ করার জন্য নিখুঁত মতলব ভাবতে হয়। তারপর সেই মতলব মতন কাজ করিয়ে নিতে হয়। এটাই হচ্ছে সহজ পদ্ধতি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সরল কোনো কিছু—অবাঞ্ছিত মানুষদের খতম করার মতন সরল কাজ কি? একাজ করার জন্য হত লোকটি ছাড়া আর কাউকে বিপদগ্রস্ত না করে নিজের প্রয়োজন মেটানো নিজের চাকা লাগানো চেয়ারে বসে চঞ্চু নাসিক ভেনবলস মতলব তৈরি করে আর আত্মতৃপ্ত তার দর্শনীয় কণ্ঠখানিকে পাঠায়। কিন্তু মতলব মতন কর্ম সাধন কে করে? থিরজা গ্রে কি? আমার নজর ভেনবলসের দিকে। সেই অবস্থায় বললাম—এ ধরনের দূর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কথা ওই আজব মহিলা মিস গ্রে আমাকে বলেছে। উঠে পড়ে বললাম—এর কোনো কিছুই আমি বিশ্বাস করিনি। তবে খুব মনোযোগ দিয়ে এসব কাজ করে। এবার চলি। বড় দেরি হয়ে গেলো। আমার বোন আমার জন্য ভাববে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভেনবলসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আনমনা হয়ে গাড়ির পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন লোকের সাথে ধাক্কা লাগলো। দুঃখিত হয়ে লোকটির কাছে ক্ষমা চেয়ে বললাম—এর আগে এখানে কোনোদিন আসিনি। একটা টর্চও আনতে ভুলে গেছি।

লোকটি নিজে টর্চটি জ্বালিয়ে বললো—আমিও এই প্রথম এখানে এসেছি। আপনি আমার টর্চটা নিয়ে যান।

আলোয় নজরে পড়লো, লোকটি মাঝ বয়সী। গোল মুখ কালো চোখ আর চোখে চশমা। পরণে কালো দামী আর ভালো জাতের একটা বর্ষাতি। এক নজরে মনে হলো লোকটি অভিজাত বংশীয়। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। পকেটে টর্চ থাকতেও লোকটি কেন অন্ধকারে হাঁটছিলো!

শুধালাম—আপনি কি বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। না, না। আমিও আপনার মতন বাইরে যাচ্ছি। আমি বাস স্টপ পর্যন্ত যাবো। সেখান থেকে বোর্নমাউথগামী বাস ধরবো। আর আপনি কোথায় যাবেন।

—এই পাশের একটা গ্রামে থাকি। সেখানেই যাবো বলে বেরিয়েছি।

আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম।

—আপনি কি মিস্টার ভেনবলসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? লোকটি জানতে চাইলো, জবাবে বললাম—হাঁ। তা আপনিও কি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

—না। আসলে বোর্নমাউথে কিংবা ওরই কাছাকাছি একটা গ্রামে একখানা বাংলো কিনেছি। আর সেই বাংলোতে সম্প্রতি এসে উঠেছি।

আমার মন চমকে উঠলো। বোর্নমাউথ আর সেখানকার একটা বাংলো বাড়ি—কথাগুলো তো এর আগেই আমার কানে এসেছে। কিন্তু কার কাছে শুনেছি? আমি যখন মনে করতে চেষ্টা করছি তখনই লোকটি মনের দ্বিধা ভাব ঘুচিয়ে বললো—আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, আমি একটা আজব লোক। কেননা লোকটা বাড়িটা চেনে না অথচ বাড়িটির নিচে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি নিজের কথা ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছি না। তবে আমি ভদ্রলোক। বোর্নমাউথে নতুন এলেও ওখানে আমি সুপরিচিত। আমি একজন ঔষধ প্রস্তুতকারী। লন্ডন শহরে ব্যবসা করতাম। এখন ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে এখানে বসবাস করার জন্য বাংলো

Scanned by CamScanner

কিনেছি। বাসও করছি। আমার নাম জ্যাকেরিয়া অসবর্ণ। লন্ডন শহরের বার্টন স্ট্রীট-এর প্যাডিংটন গ্রীনে আমার খুবই চালু ব্যবসা ছিলো। আমরা বাবার আমল থেকেই ওই ব্যবসা ওখানে চলছিলো। পাড়া পড়শীরা খুবই ভালো। তবে এখানে দিন বদলে গেছে। আচ্ছা এটা কি মিস্টার ভেনবলসের বাড়ি? মনে হয়, তিনি আপনার বন্ধু, তাই না?

ইচ্ছে করেই বললাম—ঠিক বন্ধু—বলা যায় না।

এর আগে মাত্র একবার আমার সঙ্গে মিস্টার ভেনবলসের দেখা হয়েছিলো।

রাজপথের ধারে একটা পরিচ্ছন্ন কফি ঘর। প্রায় ফাঁকা। শুধু এক যুগল বসে আছে এক কোণে, কফি দেওয়ার হুকুম দিয়ে মিস্টার অসবর্ণ বসলো। আমি তার মুখোমুখি।

একটু ঝুঁকে মিস্টার অসবর্ণ বলতে লাগলো—ঘটনাটার খবর কাগজে বেরিয়েছিলো। তবে খুব চাঞ্চল্যকর খবর নয়। ক্যাথলিক গির্জার এক পাদরি লন্ডন শহরে আমি যে পাড়ায় থাকি সেখানে এক রাতে খুন হয়েছিলো। আজকাল প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। কাগজে দেখলাম পুলিশ দপ্তর ঘাষণা করেছে যে, সে রাতে নিহত ফাদার গোরম্যানকে যারা দেখেছে তাদের পুলিশ জেরা করতে চায়। সেদিন আমার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। পিছন থেকে একটি-লোক ফাদার গোরম্যানকে অনুসরণ করছিলো। তার অস্বাভাবিক চেহারা আমার দৃষ্টি আর মন আকর্ষণ করেছিলো। লোককে খুঁটিয়ে দেখা এবং তাকে বহুদিন মনে রাখা আমার একটা শখ। বাতিকও বলতে পারেন। এবার আমার কাহিনীর সবচেয়ে অবাক করা অংশ বলছি। দিন দশেক আগে আমি এক ছোট্ট গ্রামের গির্জার উৎসবে গিয়েছিলাম। ওখানে সেই লোকটাকে একখানা চাকা লাগানো চেয়ারে বসে ঘুরছে দেখলাম। মনে হচ্ছে লোকটা কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছে। লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ওই পঙ্গু লোকটার নাম ভেনবলস। দু-তিন দিন পরে পুলিশকে চিঠি লিখে সব কথা জানালাম। তার কিছুদিন পরে ইনসপেক্টর লেজুন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে জানালেন যে, আমার লোক চিনতে ভুল হয়েছে। কেননা ভেনবল্‌স্ পোলিও রোগে পঙ্গু। হাঁটতে পারে না। সে যে পঙ্গু বড় বড় চিকিৎসকরা তা স্বীকার করেছেন। তাই ইনসপেক্টর বলে গেছেন যে, সামান্য দৈহিক অক্ষম, লোক চিনতে পারিনি।

—তাহলে যে ব্যাপারটা মিটেই গেছে বললাম।

—আমি জেদী লোক, মিস্টার ইস্টারব্রুক। দিন যত পার হচ্ছে আমি তত নিশ্চিত হচ্ছি যে, সে দিন রাতে আমি ভেনবলসকে দেখেছিলাম। দূর থেকে দেখলেও লোকটার চোখ নাক আর কণ্ঠমণি আমার নজর এড়ায়নি। এমন কি, ওর ঘাড়ের কৌণিক অবস্থানও আমার নজরে পড়েছিলো। তাই ওকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। পুলিশ বলছে এটা অসম্ভব।

—কিন্তু অমন পঙ্গু হলে তো...।

উত্তেজিত ভাবে হাত নাড়িয়ে অসবর্ণ আমাকে থামিয়ে বলতে লাগলো—এটা একটা নিখুঁত পীড়ার ভান। একজন আসল পঙ্গুকে মিস্টার ভেনবলস সাজিয়ে ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। কাজেই ডাক্তারের কাজে কোনো দোষ নেই। নাম ভাঁড়িয়ে মিস্টার ভেনবলস এটা করেছে। এখন এই গ্রামে যখন ঘোরাঘুরি করে তখন চাকা লাগানো চেয়ারে বসে ঘোরে।

—তাহলে ওর খানসামা তো সব জানে। বাধা দিলাম।

—কিন্তু খানসামা ওর দলের লোক। সে তাই সত্যি কথা বলবে না। মনে হয় অন্য চাকর বাকরও একই দলের।

বাস এসে থামলো। অসবর্ণ ছুটে গিয়ে বাসে উঠলো।

আমি ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। মিস্টার অসবর্ণ এক আজব, চমকদার তথ্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমাকেই স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, এর মধ্যে কিছু সত্য রয়েছে।

Scanned by CamScanner

বিংশ অধ্যায়

জিনজারকে ফোনে জানালাম যে, আগামীকাল বোর্নমাউথে 'ডিয়ার পাক' হোটেলে উঠেছি। কিছুদিন ওখানে থাকার পক্ষে হোটেলটা সত্যিই উপযুক্ত। তাছাড়া হোটেলটা থেকে বেরিয়ে লন্ডনে গোপনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করাও সহজ হবে।

জিনজার জবাব দিলো—তুমি এখানে এলে একঘেয়েমি কিছুটা কাটবে। নইলে আমি নিজেই ওখানো যাবো।

সহসা আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। শুধালাম—জিনজার তোমার কণ্ঠস্বর বদলে গেছে কেন?

—ও কিছু না। ঠিক আছে। তুমি ভেবো না।

—কিন্তু তোমার গলার স্বর?

—গলায় একটু ঘা হয়েছে, আর কিছু না।

ফোনে জিনজারের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো—মার্ক, ভয় পেয়ো না। সত্যি বলছি ভয় পাওয়ার মতন কিছু হয়নি।

—হয় তো নয়। তবে আমাদের সাবধান হতে হবে। তোমার ডাক্তারকে আসতে বলো। এক্ষুনি।

—ঠিক আছে।

ফোন রেখে বসে রইলাম। ভয়...না, না। ভয়ের শিকার হবে না। বছরের এ সময়টা চারধারে ফ্লু হয়। হয় তো সামান্য ঠান্ডা লেগে হয়েছে। কিন্তু আমার মনের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে অন্য দৃশ্য। সিবিল ময়ূরকণ্ঠী রঙ পোশাক পরে বলছে, হুকুম করছে। আর ঘড়ির রেখা টানা মেঝেতে বেল্লা অশুভ মন্ত্র আওড়াচ্ছে—তার হাতে ছট্‌ফট্ করছে সাদা মোরগ।

আর বাক্সটা...ওটা আর মানসিক কুসংস্কারের বাক্স নয় ওটা এক বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনা...কিন্তু তা সম্ভব নয়...কিছুতেই সম্ভব নয়। মিসেস ডেন ক্যালথ্রপ বললেন—খারাপ খবর। মনে হচ্ছে একটা অশুভ খবর।

—তারা যা করতে পারে বলেছে তা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না।

—এর আগে তুমি আর স্বীকার করেছো, এমনটা ঘটতে পারে, ঘটা সম্ভব অথবা তুমি যা করছো তা করতে না। তুমি বিশ্বাস করেছো এবং রাতে প্রমাণও দেখেছো।

—প্রমাণ? কি প্রমাণ দেখেছি?

—জিনজার অসুস্থ হয়েছে এটাই প্রমাণ।

—আপনি কি বলছেন এই হাস্যকর যাদু বিদ্যায় কাজ হয়?

মিসেস ক্যালথ্রপ বললেন—কিছু কিছু কাজ হয়। এর মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। এটা এক ধরনের জমকালো সাজ সরঞ্জাম—এর সাহায্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তৈরি করা হয়। সেই অবস্থার আড়ালে এসব কাজ করা হয়।

—তাহলে পুলিশকে সব কিছু জানানো দরকার। বললাম।

—পুলিশ এ ব্যাপারে কোনো কিছু করতে আগ্রহী হবে না।

সহসা মিসেস ক্যালথ্রপ বলে উঠলেন—মনে হচ্ছে আমি বোকামি করছি। বোকামি করছি। বোকা বনছি। এটা এক ধরনের যোগ সাজশ। এই সব যোগ সাজশের মাধ্যমে ওরা—আমাদের সম্মোহিত করেছে। ওরা আমাদের দিয়ে যা ভাবাতে চায় তাই ভাবা ছাড়া আমরা আর কিছু করতে পারছি না। মিসেস ক্যালথ্রপ বললেন, ঘণ্টা দুয়েক পরে জিনজার আমাকে দেখেছেন। আমার জ্বর বেড়েছে। তাঁর ধারণা আমার 'ফ্লু' হয়েছে। ফ্লুতে তো জ্বর হয়, তাই না? তুমি আসছো শুনে দারুণ ভালো লাগছে।

* * * *

Scanned by CamScanner

ইনসপেক্টর লেজুনকে ফোন করে বললাম—মিস করিগ্যান অসুস্থ।

—কি বলছেন? জিনজার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার জানিয়েছে, ওর ফ্লু হয়েছে। হতেও পারে, কিন্তু নাও হতে পারে। জানি না ওর জন্যে কি করতে পারবেন। তবে ওকে দেখবার জন্যে স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

—কি ধরনের স্পেশ্যালিস্ট?

—একজন মনঃ বিশ্লেষক। যিনি সম্মোহন এবং মস্তিষ্ক ধোলাই সম্পর্কে সব কিছু জানেন তেমন একজন বিশেষজ্ঞ ত পাওয়া যায়, তাই না?

—নিশ্চয় আছে। দু একজন আমাদে দপ্তরের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে। ইস্টারব্রুক মনে হচ্ছে আমরা যে ভয় করেছিলাম তাই ঘটতে চলেছে।

সজোরে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

একবিংশ অধ্যায়

পরের কয়েক দিনের ঘটনা যে কোনো দিন আমি ভুলতে পারবো মনে হয় না।

জিনজারকে তার ফ্লাট থেকে একটা নার্সিংহোমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভিজিটিং আওয়ার ছাড়া আমাকেও তার সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না। জিনজারের ডাক্তার তার রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। ওর মধ্যে অস্বাভাবিক রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তার ব্রঙ্কো নিমোনিয়া হয়েছে। সব সময় এ রোগ হলেও এমন বিশেষ উপসর্গ দেখা যায় না।

পুলিশ দপ্তরের মনঃবিশ্লেষকের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু জিনজারকে অনেকবার সম্মোহিত করেও ডাক্তার কিছুই জানতে পারেননি। বোধ হয় কিছু বলবার মতন কথা তিনি জানতে পারেননি তাই বললেন না। অবশেষে দারুণ হতাশ হয়ে পপিকে তার ফুলের দোকানে ফোন করে তাকে আজ আমার সঙ্গে ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালাম। পপি এ ধরনের আমন্ত্রণ পেলে দারুণ খুশি হয়।

ওকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ঢুকলাম।

আমিই জানতে চাইলাম যে, সে আমার বান্ধবী জিনজারকে মনে রেখেছে কি না।

পপি শুধালো—নিশ্চয়, জিনজার আজকাল কি করছে?

—জিনজার দারুণ অসুস্থ। কোনো একটা কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সে তো তোমার সাথেও কথা বলেছিলো। পেল হর্সের লোকজন। এর জন্যে তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। চোখ বড়ো করে তাকিয়ে পপি বললো—ওহো তুমিই সেই লোক।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। শেষে বুঝলাম যে লোকটির পঙ্গু স্ত্রীর জন্য জিনজারের সুখের পথে কাঁটা পড়ছে—পপি আমাকে সেই লোক বলে ধরে নিয়েছে। চিনতে পেরেছে—আর তাই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো পপি।

সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে শুধালো—তাহলে কি কাজ হয়েছে?

—যে ভাবেই হোক উল্টো কাজ হচ্ছে। যার মরার কথা নয় সেই মরছে।

কি বলছো তুমি?

জিনজারের ওপরই উল্টো ফল হয়েছে। এর আগে কি এমন ঘটনা ঘটতে শুনেছো?

না, পপি কখনও শোনেনি।

শুধালাম—অবশ্য সূচ ডিপিঙে পেল হর্স কুঠিতে যে সব লোকজন এসব কাজ করে তাদের তুমি জানো, তাই না?

—জায়গাটা যে কোথায় তাই আমি জানি না। কোনো গ্রামে টামে হবে বোধ হয়। বললো পপি।

—আচ্ছা, আমি জিনজারের মুখ থেকে কিছুই জানতে পারলাম না।

—এটা জিনজারের জীবন বিপদাপন্ন করেছে। তাকে বাঁচাবার জন্য কার কাছে যাবো

Scanned by CamScanner

বলতে পারেন। এই নীল ব্রানডনের নাম একেবারেই নতুন শুনলাম, তাই শুনেই চমকে উঠলাম।

শুধালাম—এই লীন ব্রানডন কে?

পপি বললো—সে আমার সাথে স্কুলে পড়তো।

—আচ্ছা, পেল হর্সের সাথে তার কি সম্পর্ক?

—সত্যিকারের কিছু নেই। তবে একটা খবর জানার পর সে ছেড়ে দেয়।

আমি হতভম্ব হয়ে শুধালাম—কি ছেড়ে দেন?

—ক্রেতা বিশ্লেষণের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলো।

—এই ক্রেতা বিশ্লেষণের ব্যাপারটা কি?

—আমি সঠিক জানি না। ক্রেতাদের সম্পর্কে সমীক্ষা বা বিশ্লেষণ করাই ওদের হয়ে কি কাজ করতো? তাকে কি কাজ করতে হতো?

—কেবল ঘুরে ঘুরে জানতে হতো—কোনো ক্রেতা কি টুথপেস্ট বা গ্যাস স্টোভ এবং কি ধরনের স্পঞ্জ ব্যবহার করে। বড় বাজে একঘেয়ে কাজ।

—কেন মহিলা কাজ ছেড়ে দিয়েছিলো? একঘেয়েমি লাগছিলো বলে কি?

—আমার তা মনে হয় না। তারা ভালো বেতন দিতো। এই কাজটা সম্বন্ধে তার একটা ধারণা—কাজটা যা মনে হয়েছিলো আসলে কাজটা তা নয়।

—মহিলা ভেবেছিলো এই কাজের সঙ্গে যে কোনোভাবেই হোক পেল হর্সের যোগ আছে, তাই না?

পপি জবাব দিলো—ঠিক জানি না। তবে এই ধরনের একটা কিছু ঘটনা হবে...এই লীন এখন কাজ করছে টটেনহাম রোডের একটা কফি বারে।

—তার ঠিকাটানা দাও তো।

—সে মেয়ে কিন্তু তোমার মন পছন্দ হবে না।

আমি নিষ্ঠুরের মতো জবাব দিলাম—তার সাথে আমি যৌন সংসর্গ করতে যাচ্ছি না। যাব এই সংস্থা সম্পর্কে কিছু খবর জানতে। তুমি ঠিকাটানা দাও।

পপির কাছ থেকে আর বেশি কিছু জানার সম্ভাবনা ছিলো না।

তাই এই লীনের ঠিকানা নিয়ে ফিরে এলাম।

—তাহলে একটা কিছু তো করতেই হবে।

—কি করতে চাও?

ঘরে ঢুকেই শুধালাম—ঠিক সময়ে আমরা এসেছি তো? বাঁচবে তো জিনজার?

—আমরা সব রকম চেষ্টা করছি। তবে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখছে এটা থেলিয়াম বিষ।

—তাহলে পেল হর্সের আসল কথাটাই হচ্ছে বিষ প্রয়োগ। ডাইনী-বিদ্যা নয়। সম্মোহন নয়। নয় বৈজ্ঞানিক মৃত্যুরশ্মি। সরল একটি বিষ। স্ত্রীলোকটি সারাক্ষণ হাসিমুখে থেকেছে আর সেই বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে আমার মুখে।

—কার কথা বলছো মার্ক?

—মিস থিরজা গ্রের কথা বলছি। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের প্রথম দেখা। সেদিন সে বলছিলো দুর্লভ এবং অচেনা নানা ধরনের বিষের কথা। সবই সাধারণ আর্সেনিক বিষ। তাই ও সম্মোহন প্রক্রিয়া সাদা মোরগ এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের পাত্র, জাদু এবং উল্টো করে রাখা ক্রশ চিহ্ন আর এই বিখ্যাত ব্যবসাটা—এসবই মিথ্যা। পেল হর্স হচ্ছে একটা ঘোড়ার ছবি যার আড়ালে আসল শিকারী ওৎ পেতে থাকে। আমাদের দৃষ্টি থাকবে ছবির দিকে—আর অন্য দিকে তখন কি ঘটছে সেদিকে নজর থাকবে না। থিরজা গ্রে তার যাদু বিদ্যা সম্বন্ধে বড় গলায় যত খুশি বললেও তার জন্য তাকে আদালতে তোলা যাবে না।

Scanned by CamScanner

—তোমার কি ধারণা ওরা তিনজনেই এ ব্যাপারে জড়িত? ইনসপেক্টর জানতে চাইলো।

বেল্লা ডাইনী বিদ্যা নিয়েই থাকে। নিজের ক্ষমতার উপর তার যথেষ্ট বিশ্বাস রয়েছে। আর এ জন্যে সে খুব খুশি। সিবিল উপযুক্ত মাধ্যম। তার উপর আত্মার ভর হয়। থিরজা যা বলে তাই সে বিশ্বাস করে।

—তাহলে আসল নায়িকা হচ্ছে থিরজা গ্রে।

—পেল হর্সের ব্যাপার বলতে হলে এটাই সঠিক। এই সব ঘটনা ঘটানোর মস্তিষ্ক থিরজা গ্রে নয়। মস্তিষ্ক থাকে পর্দার আড়ালে। এদের সকলেরই নিজের কাজ আছে। সে নিজের কাজটুকু করে। একজনের সঙ্গে আর একজনের কোনো যোগ থাকে না। ব্রাডলি ওদের আর্থিক দিকটা নিয়ে মাথা ঘামায়।

লেজুন শুধালো—মনে হচ্ছে, এদের সব কথা তুমি জানতে পেরেছো?

—এখনও সব কিছু জানতে না পারলেও মূল রহস্যটা জেনেছি। এ সেই বহু প্রাচীন বিষ প্রয়োগের রহস্য।

—তোমার মাথায় থেলিয়াম বিষের কথা এলো কেন?

আকস্মিকভাবে একাধিক ঘটনা একসঙ্গে ঘটেছিলো। সেদিন রাতে চেলসিয়ার কফি বারে একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের মাথা থেকে এক মুঠো চুল গোড়া থেকে উপড়ে নিয়েছিলো। মেয়েটি বলেছিলো, আমার একটুও লাগেনি। ঘটনার সেই শুরু। আমেরিকায় থাকার সময় থেলিয়াম বিষ প্রয়োগ সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম।

একটা কারখানায় অনেক শ্রমিক পরপর মারা যায়। কেউ প্যারাটাইফয়েড? কেউ বা এপিলেক্সি বা গ্যাস্ট্রো এন্ট্রাইটিসে মারা যায়। একটি স্ত্রীলোক সাত জনকে বিষপ্রয়োগ করেছিলো। তবে যে রোগেই তারা মারা যাক একটা ব্যাপারে মিল ছিল। তাদের সকলের মাথা থেকে চুল পড়ে গিয়েছিলো। আগে দাদের ওষুধ হিসাবে থেলিয়াম ব্যবহার করা হতো। এখন কেবল ইঁদুর মারার জন্য এই বিষ ব্যবহার করা হয়। পেল হর্সের বাসিন্দারাও এই বিষ ব্যবহার করেছিলো। যাকে খুন করা হবে তার কাছ থেকে খুনী থাকে দূরে—যাতে খুনীকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে, খুনী নিজের হাতে কিছুই করে না। পরিণাম না জেনে অন্য লোকে তার হুকুমে কাজ করে। যে কাজ করে তার সাথে নিহত ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক থাকে না। আমার ধারণা যে বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা করে, সে মাত্র একবার অকুস্থলে যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

—একদল অপরাধী অবাঞ্ছিত লোকজনকে খতম করে অর্থের বিনিময়ে। ফাদার গোরম্যান তা জানতে পেরেছিলেন, তাই তাঁকে খুন করা হয়। পেল হর্স নামক পুরাকালের বাড়িটার সঙ্গে এই দলের যোগ রয়েছে। যাদুবিদ্যার ভড়ং দেখালেও আসলে থেলিয়াম বিষপ্রয়োগ করে তারা অবাঞ্ছিত মানুষদের খতম করে। আদালত থেকে বহিষ্কৃত মিস্টার ব্রাডলি নামের একজন উকিল এই দলের আর্থিক দিকটা দেখা শোনা করে। তবে দলের আসল মস্তিষ্ক কে আমরা জানতে পেরেছি। মিস্টার ভেনবলস, আপনি যে সেদিন খুনের জায়গায় ছিলেন তা এই ভদ্রলোক মিস্টার জ্যাকেরিয়া অসবর্ণ শপথ করে এজহার দেবেন।

উত্তেজিত মিস্টার অসবর্ণ একটু ঝুঁকে বললো—হাঁ আপনাকে আমি দেখেছিলাম।

লেজুন বললো—একটু বেশি সঠিকভাবে বলছেন মিস্টার অসবর্ণ। সে রাতে আপনি মিস্টার ভেনবলসকে ওখানে দেখেননি। আপনি আপনার দোকানের দরজায় ছিলেন না। আপনি ছিলেন রাস্তার অপর পারে। ফাদার গোরম্যানকে খুন করেন আপনি। আপনি চালাকি করতে গিয়েই ধরা পড়েছেন।

Scanned by CamScanner